ফাযায়েলে আ’মাল ও আমালে আহনাফ সম্পর্কে এক আহলে হাদীছের

সত্যানুসন্ধান

মাওলানা আমীন সফদার উখাড়ভী রহ.

অনুবাদ ও সংযোজন

আবু উমার রুহুল্লাহ নোমানী

ফাযায়েলে আ'মাল ও আমালে আহনাফ সম্পর্কে এক আহলে হাদীছের

সত্যানুসন্ধান

মাওলানা আমীন সফদার উখাড়ভী রহ.
(মৃত্যু- ১৪২১ হি. ২০০০খৃ.)

অনুবাদ ও সংযোজন
আবু উমার রুহুল্লাহ নোমানী
পিতা: মাওলানা মোস্তফা নোমানী দা.বা.
দিবা মাইঠা চৌমোহনী, বরগুনা সদর।

যোগাযোগ:
fb-page/code-[618030574937020]
ruhullahnumani@gmail.com
ruhullahnumani@yahoo.com

ভাষা-সম্পাদনা
কবির হোসেন হাওলাদার
সহযোগিতায়:
হাফেয ওয়ালী উল্লাহ নোমানী

প্রকাশক:
মাকতাবা নোমানিয়া
দিবা মাইঠা চৌমোহনী, বরগুনা সদর।
০১৯১৮-০০৪৩৮৩, ০১৭৬৫-৫১১১৩১

একমাত্র পরিবেশক:
মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ
আব্দুল্লাহপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২, ০১৭৭৭-২৮১৯৮১

প্রকাশ:
১ মুহাররম, ১৪৩৬ হিজরী.
২৭ অক্টোবর, ২০১৪ খৃস্টাব্দ.

খুচরা মূল্য: **১১০/-** মাত্র।

আমার শ্রদ্ধেয়
দাদাজান মাওলানা
আবু নোমান আব্দুর রহমান রহ.
(মাইঠার হুযূর)
নানাজান হাফেয আব্দুল আজীজ রহ.
(প্রতিষ্ঠাতা ইমাম: সদরঘাট জামে মসজিদ, বরগুনা)
স্নেহময়ী নানী মরহুমা আমেনা বেগম
চাচাজান মাওলানা মোশার্‌রফ নোমানী রহ.
শ্বশুর মৌলভী আব্দুল কাদের রহ.
ফুফাজান জনাব আব্দুর রহমান রহ.
ফুফাজান মাওলানা আবুল খায়ের রহ.

উস্তাদে মুহতারাম
শায়খুল আদব আল্লামা হারুন চন্দ্রপুরী রহ.
(সাবেক নাযেমে তালিমাত: দারুল উলূম হাটহাজারী)
মাওলানা মুযাফ্‌ফর আহমাদ রহ. (মেঝ হুযুর)
(সাবেক মুহতামিম: হামিউস সুন্নাহ মেখল মাদ্রাসা)
হাফেয মাওলানা আযীযুল ইসলাম
(হাফেয সাহেব হুযুর রহ.)
হাফেয মাওলানা শহীদুল্লাহ রহ.
মাওলানা সুলাইমান রহ. সহ

আমার মুরুব্বী ও উস্তাদগনের মাঝে
যাঁরা পরলোক গমন করেছেন,
আল্লাহ তাঁদের সকলকে জান্নাতের
উঁচু মাকাম দান করুন। আমীন।

সূচীপত্র

প্রসঙ্গ কথা

সত্যানুসন্ধান

বিশেষ সংযোজন

[সূচীপত্র সমাপ্ত]

আল-জামিআতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর মহাপরিচালক ও শায়খুল হাদীছ, বেফাকুল মাদারিস আল-আরাবিয়ার চেয়ারম্যান, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমীর, উস্তাদে মুহতারাম, **শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমাদ শফী** দামাত বারাকাতুহুম’র

অভিমত ও দুআ

نحمده ونصلي علي رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالي:

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ...... } [يوسف: ١٠٨]

সুতরাং দাওয়াহ ইলাল্লাহর কাজ, নিঃসন্দেহে নবীঅলা কাজ। এ-কাজের সারমর্ম হলো- আল্লাহর বান্দাকে বান্দার ইবাদত থেকে বের করে আল্লাহর ইবাদত মুখী করা। সে-জন্য দ্বারে দ্বারে বারে বারে যাওয়া। এ-কাজ করেছেন সাহাবায়ে কেরাম রা.। এ ছিলো রাসূল সা.’র পথ, যিম্মাদারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু লোক এ-কাজের ঘোরতর বিরোধী, তা..ও আবার মুসলমানদের মধ্য থেকে। তারা দাঈ ইলাল্লাহর ভুল-দোষ ধরার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। না পেলে বানিয়ে প্রচার করে। দাওয়াত ও তাবলীগ যেনো তাদের প্রধানতম প্রতিপক্ষ, প্রতিবন্ধক। সেই তাদের..ই আরেকটি কাজ হলো, যে কোনো মূল্যে হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধাচরণ। ইজতিহাদী মাসায়েল নিয়ে মানুষের মনে বিভ্রান্তি-সংশয় সৃষ্টি করা। আল্লাহ মা‘লূম, মুসলিম হয়ে মুসলমানদের এমন ক্রান্তিলগ্নে কেনো তাদের এ-সব অপপ্রয়াস! তবে বিভ্রান্তি নিরসন করা, হক্কের আওয়ায বুলন্দ রাখা উলামায়ে হক্কের নববী যিম্মাদারী। দাওয়াত ও তাবলীগ, তা‘লীম ও তাসনীফ এবং জিহাদ ও তাকরীর সহ বিভিন্নভাবে তারা এ দায়িত্ব পালন করছেন এবং করবেন। এই বইটি সেই সিলসিলারই একটি অংশ।

ایک یادگار ملاقات নামক রেসালায় মাওলানা আমীন সফদার রহ. ‘ফাযায়েলে আমাল ও আমালে আহনাফ’ সংক্রান্ত অনেক বিভ্রান্তির দলীলভিত্তিক নিরসন করেছেন। আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মাওলানা রুহুল্লাহ নোমানী তা অনুবাদ ও সংযোজন করে বাঙলাভাষীদের কাছে পরিবেশন করেছে। আশা করি, এর দ্বারা সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হবে। আমি বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করছি। আর দু‘আ করছি তার জন্য। আল্লাহ যেনো তাকে দ্বীনের খিদামাতের জন্য কবুল করে নেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

বিনীত,
আহমাদ শফী‘

.....

বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক, আদ্দাইয়াতুল কাবীর, দক্ষিণ বঙ্গের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও সুপরিচিত আলেমে দ্বীন, বহু গ্রন্থ প্রণেতা ওয়ালেদে মুহতারাম **আল্লামা মোস্তফা নোমানী** দামাত বারাকাতুহুম'র

অভিমত ও দুআ

نحمده ونصلي علي رسوله الكريم، أما بعد ...

মুসলমানদের হাত ধরেই উপমহাদেশ অন্ধকার যুগ থেকে বেরিয়ে আসে। এরপর মুসলমানদের হাতেই রচিত হতে থাকে উপমহাদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির সু-উচ্চ মিনার। উপমহাদেশ শাসিত হতে থাকে মুসলমানদের হাতে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। তারা সবাই ছিলেন হানাফী মুসলমান। কিন্তু সেই সোনালী দিন ইংরেজদের 'মানহূস ক্বদম' পড়ার পূর্ব পর্যন্ত। এরপর যারা অমানিশা থেকে জাতিকে উদ্ধার করে আলোর পথ দেখিয়েছিলেন, তাদের ওপরই নেমে আসে গভীর অমানিশা। তারা ইংরেজদের কাছে বিজীত হয়ে রাজ্য হারায়, এরপর তাদের..ই একটি অংশ বিজয়ী ইংরেজদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে, ফিৎনায় লিপ্ত হয়ে হারাতে থাকে স্বীয় ঈমান-আক্বীদা ও আমল-ঐতিহ্য। তখন ইংরেজদের আস্কারা পেয়ে গজিয়ে ওঠে কাদিয়ানী ফিৎনা, লা-মাযহাবিয়্যাতের ফিৎনা, বেরলভিয়্যাতের ফিৎনা এবং আরো অনেক ফিৎনা। তবে আহলে হক্ব তখনও হাজারো যুলুম নির্যাতন সহ্য করে হক্বের ওপর অটল থাকেন এবং চেষ্টা করতে থাকেন দ্বীনের নিভুনিভু বাতিকে প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য, মানুষের দ্বীন-ঈমান, আমল-আক্বীদা সংরক্ষণ করার জন্য। তখন আল্লাহ তাদের থেকে দু'টি খিদমাহ গ্রহণ করেন। দেওবন্দ ও দেওবন্দী ধারার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত। মাদ্রাসা ইলমের হেফাযতের জন্য আর দাওয়াত ও তাবলীগ সর্বস্তরের মানুষের ঈমান, আক্বীদা ও আমলের হেফাযতের জন্য। যাতে মুসলমান পর্যুদস্ত অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারে এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে পারে। আল্লাহ মালূম- এ দু'টি মেহনত মুসলমানদের পেছনে কি পরিমাণ অবদান রেখেছে ও রেখে চলছে এবং কেমন হতো যদি এ দু'টি মেহনত প্রবর্তিত না হতো!

কিন্তু বাতিল হক্বের অবদানকে স্বীকার না করে ছিদ্রান্বেষণ করবে, এটাই যেনো তাদের প্রকৃতি। দূরবীন দিয়ে দোষ খুঁজবে, না পেলে বানিয়ে বলবে, এটাই যেনো তাদের ধর্ম। তাই তারা এদেশে ইসলাম আনয়নকারী হানাফীদের দোষ ধরবে, এ দেশের মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা হেফাযতের মেহনতে রতো তাবলীগঅলাদের দোষ খুঁজবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তবে এসব কাজ তো মানুষকে বিভ্রান্ত করে,

তাই প্রয়োজন হয় তাদের মুখোশ উন্মোচন করার, তাদের বিভ্রান্তি খণ্ডন করার। এ ক্ষেত্রে আমার বড়ো ছেলে মাওলানা রুহুল্লাহ নোমানী সংকলিত 'আহলে হাদীছের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ' যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। এখন তার আরেকটি কিতাব 'ফাযায়েলে আমাল ও আ'মালে আহনাফ সম্পর্কে এক আহলে হাদীছের সত্যানুসন্ধান' প্রকাশিত হচ্ছে। তার একটি কিতাব 'আমি কেনো কথিত আহলে হাদীছ নই? (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) বীরভূম, ভারত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়াও বাংলাভাষায় আরো অনেক কিতাব প্রকাশিত হয়েছে, যার একটি তালিকা সে কিতাবের শেষে যুক্ত করেছে। হক্বের দাওয়াত অব্যাহত থাকলে, বাতিল প্রতিহত হবে..ই, ইন শা আল্লাহ।

হানাফী মাযহাব আজ সকালে জন্ম নেয়া কোনো বাচ্চা নয় যে ধমক দিলেই কেঁদে ফেলবে। যুগে যুগে তার ওপর দিয়ে বহু ঝড় ঝাপটা গেছে। হাদীছ সংকলনের সোনালী যুগেই মাযহাব সংকলিত, সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যুগ-যুগান্তরের তাহক্বীকে এ মাযহাবের শুধু সত্যতাই প্রমাণিত হয়েছে। আর হয়েছে বলেই দেশ-দেশান্তরের মুহাক্বিক উলামায়ে কেরাম এ মাযহাবের ওপর আমল করে গেছেন ও করছেন। তাই হানাফী মাযহাবের বিরোধিতা করে নিজের ক্ষতি করা সম্ভব, হক্বের কোনো ক্ষতি সাধন করা সম্ভব নয়। এটাই বাস্তব।

আর দাওয়াত-তাবলীগের বিরোধিতা করা কোনো অন্ধের পক্ষেও সম্ভব নয়। আল্লাহ ভোলা মানুষের দ্বারে দ্বারে বারে বারে গিয়ে আল্লাহর দিকে ডাকার যে মেহনতে তারা আঞ্জাম দিচ্ছেন, তার প্রয়োজনীয়তা বা অনস্বীকার্যতা কে অস্বীকার করতে পারে? ইক্বামাতে দ্বীনের উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী ও জনমত গঠনের জন্য দাওয়াত ও তাবলীগের প্রয়োজনীয়তাকেই-বা কিভাবে অস্বীকার করা যায়? কোনো বৃহৎ, মহৎ ও সুদূর প্রসারী কাজের ছোটো-খাটো ভুল-ত্রুটি কখনো..ই বিভেদ সৃষ্টির উপকরণ হতে পারে না। কিন্তু যাদের জন্ম..ই হয়েছে মানুষকে কাফির আখ্যা দানের জন্য, তারা কাফিরকে মুসলিম, আধা-মুসলিমকে পাকা মুসলিম বানানোর মেহনত সহ্য করতে পারবে না, না পারার..ই কথা। তাই তারা নানারূপ অমূলক অভিযোগ-আপত্তি করে দ্বীনের মেহনতকে প্রতিহত করার অলীক স্বপ্নে বিভোর।

আমি আশা করি- বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ দ্বারা 'আমালে আহনাফ ও ফাযায়েলে আমাল' সংক্রান্ত তাদের অমূলক অভিযোগ-প্রশ্নাবলী খণ্ডিত হবে। তার এ বইটিও 'আহলে হাদীছের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জে'র মতো মাকবূল হবে ও পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করবে। আল্লাহ তাকে আরো বেশী বেশী দ্বীনি খিদমাহ আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

অধম

মোস্তফা নোমানী

প্রসঙ্গ কথা

« إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ ».

‘সত্যানুসন্ধানে’র সারমর্ম

বইয়ের সারমর্ম হলো- জন্মসূত্রে পাকিস্তানি ও আমেরিকাপ্রবাসী ওয়াহীদ বেগ সাহেব ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন না। এক ঈদের নামাযে তাবলীগঅলা কয়েকজন যুবকের সাথে পরিচিত হন এবং তাদের সাহচর্যের বদৌলতে জীবনকে ধর্মের অনুকূলে গড়ে তুলেন। এরপর তার জীবনে আসে সেই অপ্রত্যাশিত দিন। একজন মুসলমান হিসাবে তিনি কখনোই কামনা করেননি যে, তিনি মুসলিম বিদ্বেষী রূপে আবির্ভূত হবেন। কিন্তু তাই ঘটলো। তিনি আহলে হাদীছের ফাঁদে আটকা পড়ে গেলেন। ঘটনা এ রকম...

তাবলীগঅলাদের সাথে পরিচয়ের ঠিক চার বছর পর কয়েকজন কথিত আহলে হাদীছ যুবকের সাথে তার পরিচয় হয়েছিলো, আগের মতোই এক ঈদের নামাযে। তিনি দ্বীনের প্রতি যুবকদের লৌকিক জযবা দেখে আকৃষ্ট হয়েছেন। তবে ধূর্ত যুবকদের চতুরতা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন দুর্ভাগ্যক্রমে। যুবকরা তাকে তাবলীগের ‘ফাযায়েলে আমাল’ ও হানাফীদের ‘মাসায়েলে আমাল’ সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, অভিযোগের ওপর অভিযোগ করে সন্দিহান করে তোলে। এরপর ধীরে ধীরে তাকে শিকারে পরিণত করে। এরপর তাকেই বানিয়ে দেয় শিকারী। তিনিও তাদের সাথে যুক্ত হয়ে শিকার করায় মত্ত হন। ঠিক যেমন পাখি দ্বারা পাখি শিকার করা হয়। এরপর সেই পাখি দিয়েই অন্য পাখি শিকার করানো হয়।

তবে যুবকরা ও ওয়াহীদ সাহেবের মাঝে শিকারীসুলভ স্থিরতাও ছিলো না। তারা রীতি মতো জিহাদ ঘোষণা করেছিলো। তারা যেনো চেয়েছিলো- একদিনের মাঝেই পুরো দুনিয়াকে আহলে হাদীছ বানিয়ে ফেলতে। কিন্তু আল্লাহর হাতেই সব এবং তিনিই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই সীমাহীন চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের মিশন চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছিল।

ওয়াহীদ সাহেব বলেন-

> “দীর্ঘ দিন মেহনত করেও মাত্র দু’একজনকে তাবলীগবিমুখ বানিয়েছিলাম। অথচ এসময়ে হাজারো তাবলীগবিমুখ মানুষ তাবলীগের সাথে যুক্ত হয়েছে।”

এ দিকে ওয়াহীদ সাহেব যদিও আহলে হাদীছ যুবকদের সঙ্গী হয়েছিলেন, কিন্তু তখনও তার অন্তরে ‘মাযহাবে আহলে হাদীছে’র প্রতি সন্দেহ কাজ করতো। তার মনে প্রায়ই উঁকি মারতো- আসলে কোনটা সঠিক, চার মাযহাব না আহলে হাদীছ মাযহাব? তাবলীগ না আহলে হাদীছ মতবাদ? এর সাথে সীমাহীন মেহনত সত্ত্বেও মিশনের চরম ব্যর্থতা তার সন্দেহকে আরো ঘনীভূত করে তোলে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন- যে কোনো মূল্যেই হোক, তিনি আর সন্দেহের চাদরে আবৃত থাকবেন না। তিনি সত্য উদঘাটন করবেন এবং যে কোনো একটিকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরবেন, ঠিক যেভাবে আঁকড়ে ধরার জন্য আদেশ করা হয়েছে রাসূল সা.’র হাদীছে।

তখন তিনি নিজের ভেতর ‘**সত্যানুসন্ধানে**’র পরম স্পৃহা অনুভব করলেন এবং সত্যের কাছে আত্মসমর্পনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠলেন। ছুটে গেলেন মুনাযিরে ইসলাম ও ওয়াকীলে আহনাফ খ্যাত মাওলানা আমীন সফদার রহ.’র কাছে। তাঁর কাছে আহলে হাদীছের সব প্রশ্ন, সব অভিযোগ, যা তাকে সন্দিহান বানিয়েছিলো ও আহলে হাদীছ বানানোর মিশনে নিয়োগ করেছিল– একে একে উপস্থাপন করলেন। তিনিও তাদের প্রশ্নের অসারতা, অভিযোগের অসত্যতা সুন্দরভাবে প্রমাণ করলেন। তিনি এক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, তাঁর উত্তর ওয়াহীদ সাহেবের অন্তরে রেখাপাত করলো।

কিন্তু তবুও থামলেন না ওয়াহীদ সাহেব। কেননা তাকে যে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত হতে হবে! তিনি যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন- আজ তিনি ইস্পাতকঠিন দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন সম্পূর্ণ বাসীরাতের সাথে। আর সেজন্য এখনই মোক্ষম সময়। সন্দেহের যাঁতাকলে আর কতো কাল!

তাই আমীন সফদার সাহেবের জওয়াবসমূহ নিয়ে ছুটে গেলেন আহলে হাদীছ আলেমগণের কাছে। কিন্তু হতাশ হলেন। ফিরে আসলেন বাকী প্রশ্ন ও অবশিষ্ট অভিযোগসমূহের সমাধান জানার জন্য। আমীন সফদার রহ.ও তাকে সমাধান

বলে দিলেন। তিনি আবারও ছুটে গেলেন আহলে হাদীছের শায়খ ও আল্লামাদের কাছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। এবার ওয়াহীদ সাহেব জওয়াব তো পেলেনই না, উল্টো ভর্ৎসনারও শিকার হলেন। ফলে তিনি আরো বেশী হতাশ হলেন।

তখন ওয়াহীদ সাহেবের বুঝতে বাকী রইলো না যে, তাদের আস্ফালনের দৌরাত্ম কতোটুকু? তিনি বুঝতে পারলেন- এসব প্রশ্ন ও অভিযোগের সামান্যতম গভীরতাও নেই। তাদের এসব প্রশ্ন-অভিযোগ, স্বচ্ছ পানিকে ঘোলা করার হীন প্রয়াস ছাড়া আর কিছু..ই নয়। ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টাই এসবের নেপথ্য উদগাতা। তিনিও শিকার হয়েছেন, শিকার করতে চেয়েছেন এপথ ধরেই। তাই তিনি তওবা করলেন। আক্বীদা সংশোধন করলেন এবং ফিরে আসলেন হানাফী মাযহাবে, তাকলীদের সেই পুরানো দুর্গে। তাবলীগের সেই পুরানো নির্মল ঝর্ণাধারায়। আল্লাহর ইচ্ছায় এখন তিনি সন্দেহমুক্ত। এখন তার বিশ্বাস দৃঢ় এবং বাসীরাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ হলো এ বইয়ের সংক্ষিপ্তসার।

মাওলানা আমীন সফদার রহ.: আহলে হাদীছ থেকে হানাফী

আহলে হাদীছের শিক্ষা-সাহচর্যে বেড়ে ওঠা এক জন মেধাবী মুনাযিরের নাম। তিনি আহলে হাদীছ উস্তাদের শিখানো পদ্ধতিতে কতো হানাফীকে যে বে-ইজ্জত করেছেন, তার হিসাব হয়তো তার কাছেও ছিলো ন। এমনকি তাঁর হানাফী পিতার সাথেও তাঁর ঝগড়া হতো প্রতিনিয়ত। উস্তাদ আব্দুল জাব্বার সালাফী তাকে প্রশ্ন-কৌশল শিখিয়ে দিতেন, আর তিনি তার সুপ্রয়োগ করে উস্তাদের বাহবা কুড়াতেন। এরপর সবাই মিলে ব্যাপক প্রচারণা চালাতেন- 'হানাফীরা আমাদের এই বাচ্চার প্রশ্নের উত্তর দিতে..ই অক্ষম। তাদের ভাণ্ডারে হাদীছ বলতে কিছু নেই। আমাদের এই বাচ্চা আজ অমুক হানাফীকে লা-জওয়াব বানিয়ে এসেছে।' এভাবে..ই চলেছে অনেক দিন। ১৯৫৩ সালে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, কাশ্মিরী রহ.'র দুই ছাত্রঃ মাওলানা আব্দুল হান্নান ও মাওলানা আব্দুর কদীর রহ.'র আগমন হয় তাদের এলাকায়। উস্তাদ তাকে ওই দুই হযরতকে লা-জওয়াব বানানোর জন্যও ১১টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি লিফলেট নিয়ে পাঠালেন, যার শিরোনাম ছিলোঃ 'পুরো দুনইয়ার

হানাফীদেরকে **১১** হাজার রুপির ওপেন চ্যালেঞ্জ’। কিন্তু হায়! যুবক আমীন সফদার নিজে..ই লা-জওয়াব হয়ে ফিরে এলন। সাথে নিয়ে আসলেন উস্তাদের প্রশ্নের ধাচে একটি মাত্র পাল্টা প্রশ্ন এবং উস্তাদের জন্য ৫০ হাজার রুপি পুরস্কার অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ। উস্তাদ যখন সেই প্রশ্ন পড়ছিলো, আমীন সফদার উস্তাদকে পড়ছিলেন। উস্তাদ নাকি সেই প্রশ্ন পড়ে প্রচণ্ড শীতের মাঝেও ঘামে জবজবে হয়ে গিয়েছিলো। এখান থেকে..ই আমীন সফদার কিছু একটা বুঝে নিয়েছিলেন। এরপর মাওলানা আব্দুল কদীর রহ. যে ধাচে প্রশ্ন করে তাকে লা-জওয়াব বানিয়েছিলেন, তিনি সে ধাচের প্রশ্ন উস্তাদকেও করতে শুরু করলেন। তিনি খেয়াল করলেন- ‘এতোদিন যে লোক দাবী করতেন যে, পুরো দুনিয়ার কোনো হানাফী তার একটি প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারবে না, আজ তিনি তার..ই এক আহলে হাদীছ ছাত্রের একটি হানাফীসুলভ প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারছেন না।’ আমীন সফদার একদিন দেখতে পেলেন- ‘উস্তাদজী দেওবন্দীদের প্রতিনিয়ত মুশরিক বলে, কিন্তু কাশ্মিরী রহ.’র ‘তাকরীরে বুখারী’ ও মাদানী রহ.’র ‘তাকরীরে তিরমিযী’ উস্তাদজীর মুতালা‘আর টেবিলে।’ এ নিয়েও তিনি প্রশ্ন করলেন- মুশরিকদের কিতাব কেনো আপনার টেবিলে? অবশেষে উস্তাদজী একদিন যারপরনাই অতিষ্ট হয়ে ছাত্র আমীন সফদারকে আচ্ছামতো মেরে মাদ্রাসা থেকে বিদায় করে দিলেন। এ ঘটনার পরে আরো কিছু দিন আমীন সফদার রহ. আহলে হাদীছ ও হানাফীদের মাঝে তুলনামূলক অনুসন্ধান অব্যাহত রাখেন। কিন্তু শেষতক একজন আহলে হাদীছ তরুণ মুনাযির থেকে আহলে হাদীছের চরম আতংকে পরিণত হন। **১৪২১** হি. ২০০০ খ্রী. তাঁর মৃত্যু হলেও তাঁর রচনাবলী আজো আহলে হাদীছের আতংক হয়ে..ই রয়ে গেছে। রাহিমাহুল্লাহু তা‘আলা। ....[১]

বইটি থেকে পাওয়া হিদায়াত

সত্যের শক্তি হলো এটাই যে, সে সত্য। সত্যের প্রতি মানুষ খুব সহজেই ধাবিত হয়। সত্যের দাওয়াত দেয়ার জন্য কোনো কুটিলতা, কোনো লৌকিকতা, কোনো ধূর্ততার আশ্রয় নিতে হয় না। ওসবের প্রয়োজন হয়

[১] মরহুমের প্রবন্ধ: ‘আমি কিভাবে হানাফী হলাম?’ অবলম্বনে। মাজমূ‘আ রসায়েল, ৪:১০৯-২৬।

সত্যবিমুখ ও সত্যবিবর্জিত মত ও পথের দাওয়াত দেয়ার জন্য, প্রতিষ্ঠা করার জন্য। মাযহাবপন্থীরা যেহেতু সত্যের ওপর অধিষ্ঠিত, তারা একটু সচেতন হলেই লা-মাযহাবীসহ সব বাতিলের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দিতে পারে। এর জ্বলন্ত প্রমাণ এ বইটি। শুধু প্রয়োজন সঠিক তথ্যের সুন্দর উপস্থাপনা। বইয়ের কলেবর সংক্ষিপ্ত হলেও এতে তাবলীগের 'ফাযায়েলে আমাল' ও আহনাফের 'মাসায়েলে আমাল' সংক্রান্ত অনেক অনেক আলোচনা এসেছে। হ্যাঁ, যাবতীয় আলোচনা আসেনি। তবে যতোটুকু এসেছে, বুঝার জন্য তা অত্যন্ত যথেষ্ট, যদি আল্লাহ কাউকে সঠিক পথের সন্ধান দান করেন। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দান করুন। আমীন।

কেনো ও কিভাবে!

তখন ইফতা প্রথম বর্ষ। 'ওপেন চ্যালেঞ্জ' ছেপে এসেছে মাত্র। এককপি নিয়ে উস্তাদে মুহতারাম আল্লামা ফুরক্বান সাহেব হুযুরের কাছে গেলাম। ছেপে এসেছে দেখে খুব খুশী হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন- এখন কি কাজ আছে হাতে? বললাম। তখন হুযূর নির্দেশনা দিলেন- শেষ করার পর সময়-সুযোগ মতো মাওলানা আমীন সফদার রহ.'র 'তাজাল্লিয়াত' অনুবাদ করতে শুরু করো। বললাম- জ্বী, ইন শা আল্লাহ। রুমে ফিরেই রুমমেট আব্দুল্লাহ কাসেমীর সাথে আলাপ করলাম। সে বললো- আমিও একসেট কিনবো। বললাম- তাহলে একত্রে দুই সেট নিয়ে এসো।

টেবিলে কিতাব আসার পর উল্টে উল্টে পুরো সাতখণ্ড একবার দেখলাম। এরপর কাজের ছক আঁকলাম। সম্ভবত তৃতীয় দিনে ایک یادگار ملاقات এর অনুবাদ কম্পোজ করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু এরপর লাগাতার দু'বছর আর ওদিকে ফিরেও তাকানো হয়নি বিভিন্ন কারণে। ইফতার দ্বিতীয় বছরও গেলো। অর্থনীতি প্রথম বর্ষের শুরুতে দোকানের কম্পিউটার থেকে আমার সব ফাইল-পত্র ক্লোজ করে নিয়ে যাই চট্টগ্রাম শহরে। কাজ প্রায় শেষ। তাই ভূমিকা লিখতে বসলাম। লিখা শেষ হওয়ার পর দেখি, চল্লিশপৃষ্ঠা। বুঝলাম- খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী হয়ে গেছে। নতুন ভুমিকা লিখতে হবে এবং অবশিষ্ট টীকা কয়টি সংযোজন করতে হবে। কিন্তু তখন কি এক কারণে যেনো বাড়ীতে আসলাম। কাজ ওই পর্যন্তই স্তব্ধ হয়ে রইলো।

কুরবানীর পরে আবার উদ্যোগ নিলাম। কিন্তু ফাইল গায়েব! আমার ল্যাপটপে নেই, আমার পেনড্রাইভে নেই, এমনকি দোকানের কম্পিউটারেও নেই। আমি

হাটহাজারী থেকে চলে এসেছি বিধায় দোকানদার তা ডিলেট করে দিয়েছে। এখন! দোকানের কম্পিউটার থেকে আনার সময় সহপাঠী আরমানের পেনড্রাইভে করে এনেছিলাম। কিন্তু সে ভুলে পেনড্রাইভ বাড়ীতে রেখে এসেছে। পরে তার পেনড্রাইভ থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু যখন হয়েছে, তখন ফিরে তাকানোর সময় ছিলো না। আজ ৭ রমাদান, ১৪৩৫ হি.। অনুবাদ করার দীর্ঘ প্রায় তিন বছর পরে আবার হাতে নিয়েছি। রমাদানের রহমাত অংশে অনবরত রহমত বর্ষিত হচ্ছে। সেই রহমাতে সিক্ত হয়ে ইন শা আল্লাহ কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।

পাঠক সমীপে

বইটি একজন মুনাযেরের মুনাযারাসুলভ আলোচনা হওয়ার কারণে প্রয়োজন ছিলো প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনার। টীকা সংযোজন করে এ কাজটি সাধ্যানুযায়ী সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আহলে হাদীছের সাথে বিবাদমান কিছু মাসআলা কিতাবের শেষে ‘বিশেষ সংযোজন’ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। আশা করি, সর্বশ্রেণীর পাঠক উপকৃত হবেন, ইন শা আল্লাহ। বইয়ের তথ্য, ভাষা, বানান ও উপস্থাপনাগত যত ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে সব আমার। সবগুলোর জন্য আমি ও আমার অযোগ্যতাই দায়ী। সহৃদয় পাঠকের কাছ থেকে দু‘আ ও সুপরামর্শ কামনা করছি। সৃজনশীল সমালোচনা আমাকে সমৃদ্ধ করবে। প্রতিটি আন্তরিক পরামর্শ ও যথার্থ সমালোচনা আমি সাদরে গ্রহণ করবো। তাঁদের সমীপে চির কৃতজ্ঞ থাকবো। শ্রদ্ধেয় কাবির হোসেন হাওলাদার ভাই একটি প্রুফ দেখে দিয়ে বইয়ের ভাষাগত ও বানানগত ভুল সংশোধনে সহায়তা করেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞত রইলো। আর ছোট ভাই হাফেয ওয়ালী উল্লাহ নোমানীর জন্য রইলো বিশেষ দু‘আ। আল্লাহ কিতাবের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে উত্তম পুরুস্কার দান করুন। আমীন।

নিবেদক,
আবু উমার রুহুল্লাহ নোমানী
০৭ রমাদান, ১৪৩৫ হি.
সন্ধা-০৭:৩৯

হাদীছু ত্বালিআতি কুতুবিল হাদীছ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.-

كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الجامع الصحيح : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله-

ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত,
রাসূল ﷺ বলেছেন- আমল ভাল কিংবা
মন্দ হওয়া নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি
ভাল কিংবা মন্দ, সে যা নিয়ত করবে, শুধু তাই পাবে।
সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরত করলো,
সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই হিজরত করলো। আর যে
ব্যক্তি দুনিয়া অর্জনের জন্য কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ
করার জন্য হিজরত করলো, তার হিজরত ওই বস্তুর
জন্যই হলো, যে জন্য সে হিজরত করেছে।[২]

---

[২] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এবং হাদীছের কিতাবসমূহ।
মোল্লা আলী ক্বারী রহ. এ হাদীছ সম্পর্কে বলেন-

يَنْبَغِيْ لِكُلِّ مُصَنِّفٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنْ يَّبْدَأَ كِتَابَهُ بِالْحَدِيْثِ الْآتِيْ الْمُسَمَّىْ **بِطَلِيْعَةِ كُتُبِ الْحَدِيْثِ**، تَنْبِيْهًا عَلَىْ تَصْحِيْحِ النِّيَّةِ وَالْإِخْلَاصِ لِكُلٍّ مِنَ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ وَإِنَّهُ الْأَسَاسُ الَّذِيْ يَبْنِيْ عَلَيْهِ جَمِيْعُ الْأَحْوَالِ مِنَ الْعَقَائِدِ وَالْأَعْمَالِ- (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)

ইমামগণের একটি জামাআত স্পষ্ট বলেছেন- প্রত্যেক লেখকের উচিৎ, আলেম-মুতা‘আল্লিম সকলের নিয়াতের বিশুদ্ধতা ও ইখলাসের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য, **‘হাদীছে ত্বালিআতি কুতুবিল হাদীছ’** (হাদীছে নিয়্যাহ) দিয়ে কিতাব শুরু করা। তাছাড়া এটা হলো ওই হাদীছ, যার ওপর আক্বায়েদ-আমাল সব কিছুর ভিত্তি। (মিরকাত শরহে মিশকাত)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

তাবলীগঅলার সাথে পরিচয়

মির্যা ওয়াহীদ বেগ। করাচীর এক সফরে তার সাথে আমার (আমীন সফদার রহ.) পরিচয় হয়েছিলো। তিনি জন্মসূত্রে পাঞ্জাবী। তবে দীর্ঘ দিন থেকে আমেরিকা প্রবাসী। তিনি বলেন- আমি এখানে এফএ করে আমেরিকা চলে যাই। এক বছরে আমি দু'ঈদ ও কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়েছি। এক ঈদের নামাযে তাবলীগ-জামায়াতের দু'তিন জন সাথীর সাথে আমার পরিচয় হয়। তখন তারা আমার থেকে ঠিকানা চেয়ে নেয় এবং যোগাযোগ অব্যাহত রাখে।

জীবনে আমূল পরিবর্তন

তাবলীগঅলা লোকগুলো সম্পর্কে ওয়াহীদ বেগ বলেন- ওই লোকগুলোর আ'মাল-আখলাক ও আকৃতি-প্রকৃতি শরীয়তে মুহাম্মদিয়্যার অনুগত ছিলো। তাদের সাহচর্য আমার মাঝেও ইসলামমতে জীবন যাপনের প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলো। ফলে আমি তাবলীগ-জামাআতের সাথে সময় দিতে শুরু করলাম। আল্লাহ তা'আলার কী মহিমা! আমি অন্তরে এক অনাবিল প্রশান্তি অনুভব করতে লাগলাম। আল-হামদু লিল্লাহ, আমি নামায-রোযার পাবন্দ হয়ে গেলাম। হালাল-হারাম বেছে চলতে শুরু করলাম। আমার সময় ও সম্পদের একটি অংশ দ্বীন শিখা ও শিখানোর কাজে ওয়াকফ করলাম। স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের ওপর মেহনত করলাম এবং দ্বীনের অনুগত এক শান্তিময় পরিবেশ তৈরী হলো। এভাবে কেটে গেলো চারটি বছর। এ সময় অমি এবং আমার স্ত্রী জীবনের কাযা নামাযসমূহ আদায় করে নিয়েছি। আল্লাহর হক ও বান্দার হকের ব্যাপারে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিলো, মাসআলা জেনে তা দূর করার চেষ্টা করেছি। তখন আমি ছিলাম আল্লাহর দরবারে লজ্জিত-অনুতপ্ত এবং তওবা করতাম নিয়মিত। এসময় অমি ফাযায়েলে আমাল,[৩] তা'লীমুল ইসলাম,[৪] বেহেশতী যেওর[৫] সংগ্রহ করেছি। এগুলোর তা'লীম গ্রহণ করা এবং মাসআলা মাসায়েল অনুযায়ী আমল করা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো।

---

৩ শায়খুল হাদীছ আল্লামা যাকারিয়া কান্ধলবী রহ.।

৪ আল্লামা মুফতী আসগর হুসাইন রহ.।

৫ হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানভী রহ.।

আহলে হাদীছের সাথে পরিচয়

চার বছর পরে আবার এক ঈদের দিনেই দু'তিন জন যুবক আমার সাথে সাক্ষাৎ করে। তাদের জযবা ছিল সীমাহীন। তারা দ্বীনের প্রতি আমার আগ্রহ এবং প্রচেষ্টার অত্যন্ত প্রশংসা করলো। যদিও ওইসব যুবকের চেহারায় সুন্নতী দাড়ী ও শরীরে সুন্নতী লেবাস অনুপস্থিত ছিলো, কিন্তু তারা দ্বীনের সাথে তাদের সম্পর্ক ও মহব্বতের আলোচনা এমন জোশের সাথে করতো যে, আমি তাদের অনুরাগী হয়ে গেলাম। তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও চলাফেরা শুরু হলো। উদ্দেশ্য ছিলো- 'তাদের দ্বীনি জযবা কাজে লাগিয়ে শরয়ী ও সুন্নতী আকৃতি ও প্রকৃতির প্রতি উৎসাহিত করা।' আমার ধারনা ছিলো- 'এ কাজটি তাদের বেলায় খুব সহজেই করা যাবে।'

আহলে হাদীছের ফাঁদ

একদিন আমি তাদের কাছে গেলাম। দেখলাম- তাদের সংগ্রহে কমপক্ষে এক পাঠাগার ধর্মীয় কিতাব রয়েছে। তারা আমাকে বললো- 'আপনাদের দ্বীন ইন্ডিয়া থেকে আগত। আর আমাদের দ্বীন এসেছে মক্কা-মদীনা থেকে'। তাদের একজন আমাকে মাওলানা সাদেক শিয়ালকোটী রচিত **'সালাতুর রসূল'** কিতাবটি দিয়ে বললো- 'যদি মক্কা-মদীনার দ্বীন মানার ইচ্ছা থাকে, এ কিতাবটি পড়ুন'। আমি কিতাবটি হাতে নিলাম এবং বললাম- 'এতো মক্কা-মদীনার নয়, বরং শিয়ালকোটের কিতাব'। তারা বললো- 'যদিও শিয়ালকোটে রচিত, কিন্তু কথা মক্কা-মদীনার'।

বাঁচার ব্যর্থ চেষ্টা

আমি বললাম- শায়খুল হাদীছ রহ.ও 'ফাযায়েলে আ'মালে' কুরআন, হাদীছ এবং বুযর্গদের ঘটনাবলিই উল্লেখ করেছেন। খুবই সুন্দর কিতাব। আমার জীবনে আমূল পবির্তনের নেপথ্যেও ওই কিতাবটি। আমি তো বে-নামাযী ছিলাম, এখন নামাযী। মিথ্যা বলতাম, তওবা করেছি। হালাল-হারামে ভেদাভেদ করতাম না, এখন আপ্রাণ চেষ্টা করি। মোটকথা, আমার আকৃতি ও আচরণে ইসলামের কোন ছাপ থেকে থাকলে, তা ওই কিতাবের বরকত।

একের পর এক অভিযোগ ও অসহায় আত্মসমর্পন

(ওয়াহীদ সাহেব ছিলেন সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। জীবনের একটি লম্বা সময় অতিবাহিত করেছেন ধর্মবিমুখ অবস্থায়। দ্বীনের গভীর জ্ঞান তার ছিলো না। তার দ্বীন প্রাপ্তির পেছনে অবদান ছিলো তাবলীগঅলাদের। ফলে তাবলীগঅলাদের সরলতাও তার মাঝে বিরাজমান ছিলো। তাই আহলে হাদীছ যুবকরা তার সামনে যা উপস্থাপন করেছিলো, তিনি তা সরল মনে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ছলনা করে নিজে বাচাঁ ও কৌশল করে অন্যকে বশে আনার প্রবণতা থেকে মুক্ত। কেননা তার সাধনা ছিলো মানুষকে দ্বীনভুক্ত করার। দলভুক্ত করার হীন প্রয়াস তখনো তাকে পেয়ে বসেনি এবং এমন চিন্তাধারী কারো সাথে ইতোপূর্বে তার সাক্ষাৎও হয়নি। কিন্তু ওয়াহীদ সাহেব যাদের খপ্পরে পড়েছিলেন, তারা ছিলো খুবই কৌশলী, বহুত শেয়ানা। তাদের মিশনই ছিলো মানুষকে প্রথমে সন্দেহের শিকার বানানো, পরে দলের শিকারে পরিণত করা। এজন্য শিকারের সব উপাদান তারা সর্বদাই সংগ্রহে রাখতো। তাই তারা একের পর এক অভিযোগ, প্রশ্নের ওপর প্রশ্নের অবতারণা করবে, আর ওয়াহীদ সাহেব তাদের কৌশলী কথায় কাবু হয়ে যাবেন, এটা অস্বাভাবিক ছিলো না। ওয়াহীদ সাহেবের বেলায় এই স্বাভাবিক কাজটি..ই হয়েছিলো।)[৬]

অভিযোগঃ
'ফাযায়েলে আ'মাল' হাওলাহীন কিতাব

ওয়াহীদ সাহেব বলেন- তারা আমার কথা কেটে দিলো। বললো- আপনি শিক্ষিত মানুষ। শায়খুল হাদীছ সাহেব অনেক কথা হওয়ালা (উদ্ধৃতি) বিহীন উল্লেখ করেছেন। এই বলে তারা আমাকে কয়েকটি স্থান দেখালো। দেখলাম- বস্তবেই হাওয়ালা নেই। এরপর 'সালাতুর রাসূল'[৭] হাতে নিলো। কয়েক স্থান থেকে দেখিয়ে বললো- 'দেখুন! দ্বীন হাওয়ালামুক্ত ও সনদহীন হয় না, বরং দ্বীন সর্বদা হাওয়ালাযুক্ত এবং সনদভিত্তিক হয়'। তাদের এ কথা আমাকে লা-জওয়াব করে দিলো। আমি প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেলাম। মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করলাম- শায়খুল হাদীছ রহ. তাহলে হাওয়ালা দিলেন না কেনো?

মির্যা ওয়াহীদ বেগ সাহেব এ পর্যন্ত বর্ণনা করে বললেন- আপনি আমাকে এ প্রশ্নের জবাব বলে দিন!

---

৬ 'একের পর এক অভিযোগ ও অসহায় আত্মসমর্পন' শিরোনামের অধীন ও বন্ধনীভুক্ত লেখাটুকু অনুবাদক কর্তৃক বর্ধিত।

৭ আহলে হাদীছ আলেম মাওলানা সাদেক শিয়ালকোটী সাহেব রচিত।

খণ্ডন: 'ফাযায়েলে আ'মালে'র সব হাদীছ..ই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে হাওয়ালাযুক্ত

আমি (মাওলানা আমীন সফদার উকাড়ভী) বললাম- আপনার এ প্রশ্নের জবাব শায়খুল হাদীছ রহ. নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

> اس جگہ ایک ضروری امر پر تنبیہ کرنا بھی لابدی ہے ، وہ یہ کہ میں نے احادیث کا حوالہ دینے میں مشکاۃ، تنقیح الرواۃ، مرقاۃ، احیاء العلوم کی شرح اور منذری کی ترغیب وترھیب پر اعتماد کیا ہے اور کثرت سے ان سے لیا ہے- اس لیے ان کے حوالہ کی ضرورت نہیں سمجھی- البتہ ان کے علاوہ کہیں سے لیا ہے تو حوالہ نقل کر دیا۔ (فضایل القران ص–۷)

> এখানে একটি যরূরী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। তা হলো- আমি হাদীছের হাওয়ালা দেয়ার ক্ষেত্রে 'মিশকাত', 'তানকীহুর রুওয়াত', 'মিরকাত', 'ইয়াহইয়া উলুমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ' ও ইমাম মুনযেরী রহ.রচিত 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীবে'র ওপর নির্ভর করেছি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব কিতাব থেকে-ই নিয়েছি। এজন্য হওয়ালা উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করিনি। তবে অন্য কোনো কিতাব থেকে নিলে, হাওয়ালাসহ-ই উল্লেখ করেছি।[৮]

ওয়াহীদ সাহেব এটুকু তিনবার পড়লেন। এরপর বললেন- শায়খুল হাদীছ সাহেব রহ. বাস্তবে জওয়াব দিয়েই রেখেছেন। কিন্তু (ওরা আমার সাথে লুকোচুরি করেছে। আর) আমিও পুরো কিতাব পড়িনি।

আহলে হাদীছের 'সালাতুর রাসূল' এবং আরেক আহলে হাদীসের উপহাস

এরপর আমি (মাওলানা আমীন সফদার উকাড়ভী রহ.) বললাম- 'সালাতুর রাসূলে'ও তো বেশ কিছু অংশ হাওয়ালাবিহীন। কিতাবের ৪৪৯ থেকে ৪৫৪ পৃষ্টা পর্যন্ত যে সমস্ত যিকর ও আমল উল্লেখ করা হয়েছে, একটিরও হাওয়ালা উল্লেখ করা হয়নি। এ কারণে 'সালাতুর রাসূল' (বড় সাইজ) এর টীকায় আরেক আহলে হাদীছ মৌলভী আব্দুর রউফ সাহেব- কুরআনের এক আয়াত সংক্রান্ত আমলের উপহাস করে বলেন-

---

[৮] ফাযায়েলে কুরআন-৭।

کیا ایسا بہتر نہیں کہ یہ وظیفہ آیت کریمہ کرنے والے کو ایک مچھلی نما صندوق میں بند کر کے کسی دریا یا سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے کا نہ صرف نقشہ ہی کھینچ جائے بلکہ یونس علیہ السلام والی صحیح کیفیت پیدا ہو جائے- اس طریقہ پر عمل کرنے سے اکتالیس دن انتظار کی ضرورت نہیں، بلکہ چند ہی گھنٹوں میں بفضلہ تعالیٰ ہر قسم کے ہموم و غموم کے بادل چھٹ جائیں گے- کسی طرح کی بھی مشکل و مصیبت باقی نہ رہے گی بلکہ سب پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات ابدی حاصل ہو گی- إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - مجھے نہایت تعجب بھی ہے اور افسوس بھی کہ اس قسم کی لا یعنی چیزیں اور خرافات ہم سلفیین میں کدھر سے گھس آئیں- باللہ علیکم - کیا اس قسم کی باتیں اللہ عز وجل کی ذات اقدس سے استہزا کے مترادف نہیں؟ یہ طریق کس آیت قرآنی اور کس حدیث نبوی سے مأخوذ ہیں؟ (صلاۃ الرسول محشی، ص-۵۰۴)

এ রকম করা কী উত্তম নয় যে, এমন অযীফা আদায়কারীকে মাছসদৃশ কোনো বাক্সে বন্দী করা হবে। এরপর কোনো নদী বা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। যাতে ইউনুস আ.’র মাছের পেটের শুধু অন্ধকারই তৈরী হবে না, বরং বাস্তবতাও অনুভূত হবে। এমন পদ্ধতি অনুসরণ করলে একচল্লিশ দিন অপেক্ষার প্রয়োজন হবে না, আল্লাহর রহমাতে কয়েক ঘণ্টায়ই দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর সমস্ত মেঘ কেটে যাবে। কোন প্রকার সমস্যা ও শংকা অবশিষ্ট থাকবে না, বরং সবকিছু থেকেই স্থায়ী মুক্তি মিলবে। إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ– আমার খুবই আশ্চর্য লাগে, আফসোসও হয়- এমন অনর্থক ও মনগড়া কথা আমাদের সালাফীদের (আহলে হাদীছের) মাঝে কোত্থেকে অনুপ্রবেশ করলো! باللہ علیکم – এ ধরণের অনর্থক, মনগড়া কথা-বার্তা কি আল্লাহর পবিত্র সত্তার সাথে ঠাট্টা নয়? এমন আমল কুরআনের কোন আয়াত কিংবা রাসূলের কোন হাদীছ থেকে গৃহীত? [৯]

---

৯. আহলে হাদীছ আলেম মাওলানা সাদেক শিয়ালকোটী সাহেব রচিত ‘সালাতুর রাসূলে’র ওপর আরেক আহলে হাদীছ আলেম মৌলভী আব্দুর রউফ সাহেবের টীকাযুক্ত কপি, পৃষ্ঠা-৫০৪। → →

পাল্টা অভিযোগ: আহলে হাদীছের ‘সালাতুর রাসূল’ সিহাহ সিত্তার ভুল হাওয়ালাসমৃদ্ধ

উপরোক্ত হাওয়ালাহীন ওযীফা ও আমল এবং এর ওপর আরেক আহলে হাদীসের উপহাসপূর্ণ মন্তব্য পড়ে যখন মির্যা ওয়াহীদ সাহেবের চোখ কপালে উঠার উপক্রম, বললাম- ‘সালাতুর রাসূল’ তো ভুল হাওয়ালায়ও ভরপুর। দেখুন- লেখক ‘সালাতুর রাসূলে’ نماز کے لا مثال محاسن (নামাযের তুলনাহীন সৌন্দর্য) শিরোনামের অধীনে **১২৪**টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন এবং সবগুলো সিহাহ সিত্তার হাদীছ বলে দাবী করেছেন। অথচ ক্রমিকানুসারে

১, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ ও ২০

এ **১৪**টি হাদীসের নিশানাও সিহাহ সিত্তায় নেই।

‘সালাতুর রাসুলে’র আহলে হাদীছ টীকাকার মৌলভী আব্দুর রউফ সাহেবের স্বীকারোক্তিও অবলোকন করুন। তিনি লিখেছেন-

---

← আহলে হাদীছের দাবীর অবান্তরতা প্রমাণিত

আহলে হাদীছ আলেম মাওলানা সাদেক শিয়ালকোটী সাহেব রচিত ‘সালাতুর রাসূল’ এর টীকাযুক্ত বা টীকামুক্ত কোনো নুসখাই অধমের সংগ্রহে নেই। যার ফলে সাদেক শিয়ালকোটি কর্তৃক উল্লিখিত ও মৌলভী আব্দুর রউফ সাহেব কর্তৃক সমালোচিত ওযীফা সম্পর্কে মন্তব্য করা সম্ভব নয়। আর মাওলানা আমীন সফদার উকাড়ভী সাহেব রহ.ও সেই সমালোচিত ওযীফা এখানে উল্লেখ করেন নি। তবে এখানে পাঠকবৃন্দের অনুধাবন করার মতো একটি বিষয় অবশ্যই রয়েছে। আহলে হাদীছ বন্ধুদের দাবী হলো-

এসো! আহলে হাদীছের পতাকা তলে।

তাহলে উম্মার মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং তাহলে..ই আখেরাতে মুক্তি মিলবে। কিন্তু সাদেক শিয়ালকোটী সাহেবের ওযীফা সংক্রান্ত আলোচনা ও মৌলভী আব্দুর রউফ সাহেবের উপরোক্ত সমালোচনা থেকে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হলো যে, তাদের দাবী ও দাওয়াত অবাস্তব ও অবান্তর। কেননা, তালীমদাতাও আহলে হাদীস, উপহাস কারীও আহলে হাদীস। দু’জনই তথাকথিত হাদীছপ্রেমী এবং হাদীছ মতে আমলকারী। অথচ না তাদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, না টীকাকার গ্রন্থকারের আমলকে মুক্তির পাথেয় হিসাবে সত্যায়ন করেছেন।

আহলে হাদীছ বন্ধুরা ঐক্যের নামে আমাদেরকে আহলে হাদীছ হওয়ার দাওয়াত দিয়ে থাকে। কিন্তু আহলে হাদীছ হয়ে তারা কতোটা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে? .... উত্তর দেখুন এই বইয়ের শেষাংশে: **বিশেষ সংযোজন-৫**, পৃ-১০২।

بعض ایسی آحادیث بھی ہیں کہ موصوف نے انہیں جن کتب کی طرف منسوب کیا ہے، ان کتب میں وہ نہیں پائی جاتیں- ۲۷۸، ۲۸۳، ۳۱۱، ۳۴۳، ۳۵۸، ۵۰۹، ۵۷۱، ۶۲۰، ۶۳۹، ۶۶۵، ۶۶۷، ۶۷۷- (صلاۃ الرسول محشی، ص-۱۴)

(শিয়ালকোটী সাহেবের কিতাবে) কতিপয় এমন হাদীসও রয়েছে, যে সব কিতাবের হাওয়ালায় লেখক হাদীছগুলো উল্লেখ করেছেন, সে সব কিতাবে ওই হাদীছগুলো পাওয়া যায় না। যেমন- ২৭৮, ২৮৩, ৩১১, ৩৪৩, ৩৫৮, ৫০৯, ৫৭১, ৬২০, ৬৩৯, ৬৬৫, ৬৬৭, ৬৭৭।[১০]

মৌলভী আব্দুর রউফ সাহেবের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এ **১২**টি হাদীছের হাওয়ালাও ভুল। উদাহরণস্বরূপঃ মাত্র (১৪+১২) ২৬টি হাদীছ উল্লেখ করা হলো। নতুবা এমন অশুদ্ধ হাওয়ালা তো অহরহ!

আমি আরো বললাম- দেখলেন তো ছোট্ট একটি কিতাবেই ভুল হাওয়ালার কেমন সয়লাব! (আর তারাই কিনা সূচেঁর ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত!) তখন তো মির্যা ওয়াহীদ সাহেবের অবস্থা অন্য রকম। তিনি হতাশার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন আর বলছেন-

یا اللہ! تیرے سادہ لوح بندے کدھر جائیں

আয় আল্লাহ! তোমার সরল বান্দারা কোথায় যাবে!

অভিযোগঃ
'ফাযায়েলে আ'মাল' যঈফ হাদীছে ভরপুর

জনাব ওয়াহীদ সাহেব বলেন- এ ছাড়া তারা এ..ও বলেছে যে, শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া রহ. তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাওয়ালা ছাড়া হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যেগুলোর হাওয়ালা উল্লেখ করেছেন, সেগুলোরও অধিকাংশ হাদীছ হয়তো যঈফ, নয়তো মওযু-মনগড়া। কিন্তু 'সালাতুর রাসূলে'র একটি হাদীছও যঈফ নয়। ওয়াহীদ সাহেব বলেন- তাদের এ অভিযোগ আমার কাছে অত্যন্ত ভারী ও ওযনী মনে হয়েছে। ফলে 'ফাযায়েলে আ'মাল' থেকে আমার মন সম্পূর্ণ উঠে গেছে।

[১০] আহলে হাদীছ আলেম মাওলানা সাদেক শিয়ালকোটী সাহেব রচিত **'সালাতুর রাসূলে'**র ওপর আরেক আহলে হাদীছ আলেম মৌলভী আব্দুর রউফ সাহেবের টীকাযুক্ত কপি, পৃষ্ঠা-১৪।

খণ্ডন: এমন অভিযোগ মুহাদ্দিছগণের মূলনীতি বিরোধী

আমি (আমীন সফদার রহ.) বললাম- তাদের এমন অভিযোগ মুহাদ্দিছগণের স্বীকৃত মূলনীতি বিরোধী। কেননা মুহাদ্দিছগণের মূলনীতি হলো- উৎসাহ দান ও ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য। (এমন সন্দেহের নিরসন ও বিরোধীদের এমন অভিযোগ খণ্ডনের কথা মাথায় রেখে) স্বয়ং শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া রহ. এ মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 'ফাযায়েলে নামাযে'র শেষে 'শেষকথা' শিরোনামের অধীনে তিনি বলেন-

اخیر میں اس امر پر تنبیہ ضروری ہے کہ حضرات محدثین رضي الله عنهم کے نزدیک فضائل کی روایت میں توسع ہے اور معمولی ضعف قابل تسامح، باقی صوفیاء کرام رحمهم الله کے واقعات تو تاریخی حیثیت رکھتے ہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ تاریخ کا درجہ حدیث کے درجے سے کہیں کم ہے۔

শেষে এ কথাটির প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করা যরূরী যে, মুহাদ্দিছগণের নিকট ফাযায়েলের ক্ষেত্রটি ব্যাপক এবং এক্ষেত্রে সামান্য যু'ওফ (দুর্বলতা) সহনীয়। বুযর্গদের ঘটনাবলির অবস্থান তারীখ (ইতিহাস) বর্ণনা করার মতো। আর তারীখের ক্ষেত্রে তো যু'ওফ আরো অধিক মাত্রায় সহনীয়।[১১]

তিনি অন্যত্র বলেন-

اگرچہ محدثانہ حیثیت سے ان پر کلام ہے، لیکن یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں جس میں دلیل اور حجت کی ضرورت ہو، مبشرات اور منامات ہیں- (فضائل درود، ص-56)

যদিও মুহাদ্দিছসুলভ দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে অভিযোগ করার অবকাশ আছে, কিন্তু এসব কোন ফিকহী মাসআলা নয় যে, দলীল ও হুজ্জতের প্রয়োজন হবে। এ হলো সুসংবাদ এবং স্বপ্ন সংক্রান্ত বিষয়ের বর্ণনা।[১২]

---

[১১] ফাযায়েলে নামায, ৯৬।
[১২] ফাযায়েলে দুরূদ, ৫৬।

যঈফ হাদীছ সম্পর্কে
মুহাদ্দিছগণের মূলনীতির বিস্তারিত বিবরণ

আমি বললাম- যঈফ হাদীছ সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করছি। গণিতশাস্ত্রের সারাংশ যেমন যোগ ও ভাগ, এ দু'টি বিষয়। অনুরূপভাবে হাদীসের বর্ণনাকারীর মাঝেও মৌলিকভাবে হিফয ও আদালত (সংরক্ষণশক্তি ও সততা), দু'টি বিষয়ই লক্ষ্য করা হয়। অর্থাৎ বর্ণনাকারীর সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো হওয়া এবং সে ফাসেক ও বদ-দ্বীন না হওয়া। রাবীর যু'ওফ (দুর্বলতা) যদি হিফয (সংরক্ষণ ক্ষমতা) এর কারণে হয়, তাহলে এমন যু'ওফকে মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় যু'ওফে ক্বারীব (ক্ষীণ দুর্বলতা) বলা হয়। কেননা এমন যু'ওফ মুতাবে' ও শাহেদের কারণে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ দু'জন মহিলার সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের বরাবর সাব্যস্ত করেছে। কারণ হিসাবে বলেছে, একজন ভুলে গেলে দ্বিতীয়জন স্মরণ করিয়ে দিবে।[১৩]

এখান থেকে মুহাদ্দিছগণ এ মূলনীতি গ্রহণ করেছেন যে, যদি হাদীসের দু'টি সনদ থাকে এবং উভয় সনদে কোনো রাবী দুর্বল হয়, তাহলে সম্মিলিতভাবে উভয় সনদ সহীহ (বিশুদ্ধ) গণ্য করা হবে। এজন্য শায়খুল হাদীছ রহ. অনেক স্থানে বলেছেন-

یہ مضمون بہت سی روایات میں آیا ہے-

এ বিষয়টি অনেক হাদীছে এসেছে।

এ কথার দ্বারা তিনি এ দিকে ইশারা করেছেন যে, এ হাদীছ শাহেদ ও মুতাবে'র কারণে গ্রহণযোগ্য। এখন ওইসব হাদীসেকে প্রত্যখান করা,

---

[১৩] সূরাতুল বাকারা, সূরা নং-২, আয়াত নং-২৮২। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. (٢٨٢) سورة البقرة

তোমরা পুরুষের থেকে দু'জনকে সাক্ষী মনোনীত করো। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা; তাদের থেকে, যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসাবে পসন্দ করো। কারণ যদি মহিলাদের একজন ভুলে যায়, তো অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। (সূরা বাক্বারা-২৮২)

মূলতঃ কুরআনের মূলনীতিকেই অস্বীকার করা। আর শায়খুল হাদীছ রহ.'র ওপর অভিযোগ করা, প্রকারান্তরে কুরআনের ওপরই আপত্তি করা। হ্যাঁ, যদি রাবী আদেল না হয়, তাহলে তাকে বলা হয় যু'ওফে শাদীদ (প্রবল দুর্বলতা)। এজন্য মাসআলা মাসায়েলে এমন হাদীছ দলীল নয়। কিন্তু ফাযায়েল ও তারীখের ক্ষেত্রে আদালতই শর্ত নয়। রসূল সা. বলেন-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ .

বনী ইসরাঈল থেকে হাদীছ বর্ণনা করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই।[১৪]
তো যখন তারগীব ও তারহীবের (উৎসাহদান ও সতর্কীকরণ) ঘটনাবলি কাফের থেকে বর্ণনা করারও অনুমতি আছে, এ গায়রে আদেল রাবী কি ওইসব ইয়াহুদীর থেকেও খারাপ হয়ে গেলো? এরপরে যখন তা কয়েক সনদে বর্ণিত হয়? তবে মাসআলার ক্ষেত্রে এমন হাদীছ হুজ্জত নয়।
সুতরাং বুঝা গেলো, শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া রহ. যেসব হাদীছ উল্লেখ করেছেন, তা কুরআন, হাদীছ ও মুহাদ্দিছগণের মূলনীতি ও কর্মনীতির আলোকেই উল্লেখ করেছেন। ইমাম নববী রহ. ও ইমাম ইবনে তায়ামিয়া রহ. স্পষ্ট লিখেছেন- ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য।[১৫]

পাল্টা অভিযোগঃ 'সালাতুর রসূল' কিতাবে মাসআলার ক্ষেত্রেও নিতান্ত যঈফ হাদীছ রয়েছে

আমি বললাম- আপনি হয়রান হয়ে যাবেন যে, আহলে হাদীছের 'সালাতুর রাসূলে' শুধু ফাযায়েলের ক্ষেত্রে নয়, বরং মাসআলার ক্ষেত্রেও নিতান্ত যঈফ রয়েছে। উক্ত কিতাবের আহলে হাদীছ টীকাকার মৌলভী আব্দুর রউফ সাহেব নম্বর দিয়ে ৮৪টি হাদীছ চিহ্নিত করেছেন। যার সবগুলোই নিতান্ত যঈফ। দেখুন-

৬, ১৩, ১৪, ১৬, ২২, ৩৪, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৬৬, ৭৩, ৮৫, ৮৮, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১৫৩, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭২, ১৭৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৯, ২১৪, ২২৪,

---

[১৪] বুখারী শরীফ-২৪৬১, ১:৪৯১ ও তিরমিযী শরীফ-২৬৬৯, ২:১০৭।
[১৫] ইমাম নববী রহ. মিনহাজ শরহে মুসলিমের ভূমিকায়-১:১২ এবং ইমাম ইবনে তায়ামিয়া রহ. স্বীয় ফাতওয়া গ্রন্থে-১৮:৬৫-৬৮।

২২৬, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৯, ২৪১, ২৪৮, ২৪৯, ২৬৫, ২৬৬, ২৭৮, ৩৬৩, ৩৮৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৯, ৪৪৪, ৪৪৮, ৪৫৯, ৪৬১, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৮৫, ৫৪১, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৫১, ৫৫৭, ৫৬৫, ৫৭৮, ৫৮৪, ৫৮৬, ৬২৬, ৬৩০, ৬৫৪, ৬৬০, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৭৩, ৬৭৯, ৬৮৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৯, ৭০৩.

এ হলো (ফাযায়েলে আমালে' যঈফ হাদীছ থাকার সমালোচনাকারী আহলে হাদীছের কিতাবে আমালের ক্ষেত্রেও) নিতান্ত যঈফ হাদীসের লিস্ট। একেই বলে-

دیگراں را نصیحت، خود میاں فضیحت

নিজে করে বদকাম, পরেরে করে মানা ॥

এসব দেখে তো জনাব ওয়াহীদ সাহেবের পেরেশান অবস্থা। তিনি বারবার শুধু বলছিলেন- আয় আল্লাহ! একী! একী!

ہاتھی کے دانت کھانے کے اور، دکھانے کے اور

কথার বেলা পাকা, কাজের বেলা ফাঁকা ॥

অভিযোগঃ
'ফাযায়েলে আ'মাল' মানুষকে শিরক শিক্ষা দেয়

জনাব ওয়াহীদ সাহেব বলেন- এরপর তরুণরা আমাকে বুঝালো যে, এই 'তাবলীগী নিসাব' (ফাযায়েলে আমাল) শিরকে ভরপুর। ফাযায়েলে সদাকাত, ফাযায়েলে দরূদ, ফাযায়েলে হজ্জ-এ এমন এমন ঘটনা রয়েছে, যা মানুষকে শিরক শিক্ষা দেয়।

ওয়াহীদ সাহেব বলেন- এমন অভিযোগ শুনার পর কিছুদিন খুব পেরেশান ছিলাম। ভাবছিলাম- এ কিতাব দুনিয়ার আনাচে-কানাচে পৌঁছে গেছে। (আল্লাহর মেহেরবানীতে) হাজার নয়, লাখ লাখ মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। কোটি ওলামায়ে কেরাম এ কিতাব অধ্যয়ন করেছেন। কিন্তু কোনো মুফতী, কোনো মুহাদ্দিছ, কোনো ফকীহ এ সব বিষয় অনুধাবন করতে পারেননি, যা এ সকল তরুণ অনুধাবন করেছে? এসব ভাবছিলাম ঠিক, কিন্তু ওইসব শিরকসুলভ ঘটনাবলির কোনো সমাধান আমার মাথায় আসছিল না। শেষতক, শুধু তাবলিগ-জামা'আত ছাড়লাম না, বরং এর প্রচণ্ড বিরোধিতায় আত্মনিয়োগ করলাম। কেননা, আমার মাঝে ধারনা জন্ম নিয়েছিলো যে, এসব লোক শিরক প্রচার করছে

এবং একরাশ ভুলসম্বৃদ্ধ নামায আদায় করছে। এমন ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার পর আমার নিকট নামায, রোযা, হজ্জ, জিহাদ; মোটকথা সব আমলের থেকে বড় পূণ্যের কাজ ছিলো তাবলীগ-জামাআতের বিরোধিতা করা। ঘরে-বাইরে, দোকানে-বাজারে, অফিসে-দফতরে, মজলিশে-মসজিদে; এককথায় আমার সার্বক্ষণিক জিহাদই ছিলো- তাবলীগ-জামাআতের বিরোধিতা। সারাক্ষণ মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করতাম- এসব লোক তাওহীদের নয়, শিরকের আহ্বায়ক। ইসলাম নয়, হানাফী মাযহাবের প্রচারক। তখন আমার থেকে জামাআতের সাথে নামায আদায়, তাকবীরে উলার প্রতি গুরুত্বারোপ বিলুপ্ত হলেও অন্তরে তাওহীদ ও সুন্নাতের স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছিল। মনে হচ্ছিলো, এমন স্পৃহা থাকলে যেকোনো গুনাই ক্ষমাযোগ্য।

তখন আমার মাঝে নামাযের প্রতি পূর্বের গুরুত্ব না থাকলেও অন্যকে মুশরিক, বে-নামাযী বলার আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিলো। ইসলাহে নফস ও অত্মসংশোধনের কোনো চিন্তাই ছিলো না। কেননা, আমি মনে করতাম- এর থেকেও বড় কাজ হলো, ওই লোকগুলোকে শিরকমুক্ত করা, যাদেরকে 'ফাযায়েলে আ'মাল' মুশরিক বানিয়েছে।

তবে মানুষকে শিরক থেকে মুক্ত করার আমার এ জিহাদ ও মেহনত খুব একটা সফল হচ্ছিলো না। দু'বছর নিরলস পরিশ্রম করে মাত্র দু'জন মানুষের অন্তরে তাবলীগ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। অথচ এ সময়ে হাজারো নতুন মানুষ তাবলীগের সাথে যুক্ত হয়েছে। এরপরও আমার সান্ত্বনা ছিলো, যদিও আমার মিশন দুনিয়ায় সফল হচ্ছে না, কিন্তু আখেরাতে আমি অবশ্যই পূর্ণ ছাওয়াবের অধিকারী হবো।

খণ্ডন:

কারামাতকে খ্রিস্টীয় নযর দিয়ে দেখলে তো শিরক-ই মনে হবে

আমি (আমীন সফদার রহ.) বললাম- যেসব ঘটনার প্রতি আপনি ইঙ্গিত করেছেন, তা হলো কারামাত। ওলীগণের কারামাত সত্য। এসবকে খরকে আদাত বা নিয়মছিন্ন ঘটনাও বলে। দেখুন-

১. সধারণ নিয়ম হলো- নারী-পুরুষের মিলনে সন্তান জন্মগ্রহণ করা।[১৬] কিন্তু খরকে আদাত বা ব্যতিক্রম হলো, মারিয়াম আ. কোনো পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই পুত্র সন্তানের জননী।[১৭]

২. সাধারণ নিয়ম হলো, উষ্ট্রী উষ্ট্রী থেকে জন্ম গ্রহণ করবে। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো, উষ্ট্রী পাথর থেকে পয়দা হবে।[১৮]

---

[১৬] আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣) [سورة الحجرات]

হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে নর ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যকার সবচে' পরহেযগার ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচে' সম্মানিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আলীম ও খবীর। (সূরা হুজরাত-১৩)

[১৭]
মারইয়াম আ. এর কারামাতঃ
পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই সন্তান লাভ

আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٤٥) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (٤٦) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٧) [سورة آل عمران]

যখন ফিরিশতাগণ বললেন- হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে একটি কালেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো ঈসা ইবনে মারইয়াম; যিনি দুনইয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।(৪৫) সে মায়ের কোলে এবং বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরে কথা বলবে। আর সে হবে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। (৪৬) মারইয়াম আ. বলেন- হে আমার রব! কিভাবে আমার সন্তান হবে! আমাকে তো কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি। আল্লাহ বলেন- এ ভাবেই। আল্লাহ যা চান, তা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কিছু স্থির করেন, তখন বলেন- হয়ে যাও। অমনি তা হয়ে যায়। (৪৬) [সূরা আল ইমরান]

[১৮]
সালেহ আ. এর মু'জিযাঃ
পাথর থেকে উটনী বের হওয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٣) سورة الأعراف

আর ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালেহ্‌কে প্রেরণ করেছি। সে বললো- হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তোমাদের জন্য তিনি ব্যতীত কোনো ইবাদতযোগ্য সত্তা নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসে

গেছে। তা হলো- এই উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য প্রমাণ। সুতরাং তোমরা তাকে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর যমীনে চরে বেড়াবে। আর তাকে অন্যায়ভাবে স্পর্শ করো না। তাহলে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। (সূরা আরাফ-৭৩) সূরা হুদে অনুরূপ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ তাহলে তোমাদেরকে নিকটবর্তী আযাব পাকড়াও করবে। (সূরা হুদ-৬৪)

কাযী শওকানী রহ. বলেন-

{ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ } أَيْ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَهِيَ إِخْرَاجُ النَّاقَةِ مِنَ الْحَجَرِ الصَّلْدِ.

আল্লাহ তাআলার বাণী- { قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ } "তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে।" এখানে 'স্পষ্ট প্রমাণ' মানে শক্ত-শুষ্ক পাথর থেকে উষ্ট্রী বের করা। (তাফসীরে ফাতহুল ক্বাদীর)

ইমাম ইবনে কাছীর রহ. বলেন-

وقوله: { قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً } أَيْ: قَدْ جَاءَتْكُمْ حُجَّةٌ مِنَ اللهِ عَلَىٰ صِدْقِ مَا جِئْتُكُمْ بِهِ. وَكَانُوْا هُمُ الَّذِيْنَ سَأَلُوْا صَالِحًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، وَاقْتَرَحُوْا عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ لَهُمْ مِنْ صَخْرَةٍ صَمَّاءَ عَيَّنُوْهَا بِأَنْفُسِهِمْ، وَهِيَ صَخْرَةٌ مُنْفَرِدَةٌ فِيْ نَاحِيَةِ الْحِجْرِ، يُقَالُ لَهَا: الْكَاتِبَةُ، فَطَلَبُوْا مِنْهُ أَنْ يُخْرِجَ لَهُمْ مِنْهَا نَاقَةً عُشَرَاءَ تَمْخَضُ، فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ صَالِحٌ الْعُهُوْدَ وَالْمَوَاثِيْقَ لَئِنْ أَجَابَهُمُ اللهُ إِلَىٰ سُؤَالِهِمْ وَأَجَابَهُمْ إِلَىٰ طُلْبَتِهِمْ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَتَّبِعُنَّهُ؟ فَلَمَّا أَعْطَوْهُ عَلَىٰ ذَلِكَ عُهُوْدَهُمْ وَمَوَاثِيْقَهُمْ، قَامَ صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، إِلَىٰ صَلَاتِهِ وَدَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَتَحَرَّكَتْ تِلْكَ الصَّخْرَةُ ثُمَّ انْصَدَعَتْ عَنْ نَاقَةٍ جَوْفَاءَ وَبْرَاءَ يَتَحَرَّكُ جَنِيْنُهَا بَيْنَ جَنْبَيْهَا، كَمَا سَأَلُوْا . [تفسير القرآن العظيم – ابن كثير : ٣:٤٤٠]

আল্লাহ তাআলার বাণী- { قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً } অর্থাৎ "(হে ছামূদ সম্প্রদায়!) তোমাদের নিকট তোমাদের চাহিদার প্রেক্ষিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণস্বরূপঃ উষ্ট্রী এসেছে।" তারা সালেহ আ. এর নিকট দাবী করেছিলো যে, তিনি যেনো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রমাণ নিয়ে আসেন। তাদের প্রস্তাব ছিলো- সালেহ আ. যেনো তাদের জন্য 'কাতেবা' নামে অভিহিত 'হিজ্‌রে'র (স্থানের নাম) কোণে অন্য পাথর থেকে পৃথক স্থানে অবস্থিত তাদের নির্দিষ্ট করে দেয়া কালো পাথর থেকে উট বের করেন। তারা এমন উট তলব করে, যা হবে আসন্নপ্রসবা, দশমাসের গর্ভবতী। তখন সালেহ আ. তাদের ওপর শর্ত আরোপ করেন যে, যদি তিনি তাদের চাহিদা পূরণ করেন, তাহলে তাদেরকে ঈমান আনতে হবে এবং তাঁর অনুসরণ করতে হবে। তারা এ শর্তে সম্মতি প্রকাশ করে এবং অঙ্গীকার করে যে, শর্ত পূরণ করা হলে তারা ঈমান আনয়ন করবে এবং তাঁর অনুসরণ করবে। তখন সালেহ আ. নামাযে দাঁড়ান এবং আল্লাহর নিকট দু'আ করেন। তখন তাদের নির্দিষ্ট করে দেয়া সেই পাথর নড়ে ওঠে এবং তাদের চাহিদা মতো স্ফীত পেটের অধিকারিনী কলুষমুক্ত একটি উষ্ট্রী পাথর বিদীর্ণ হয়ে বের হয়ে আসে, যার পেটের দু'পাশে বাচ্চা নড়াচড়া করছিলো।

(ইমাম ইবনে কাছীর রহ.রচিত তাফসীরু কুরআনিল আযীম-৩:৪৩০)

৩. সাধারণ নিয়ম হলো, সাপ সাপের ডিম ফুটে জন্ম নিবে। ব্যতিক্রম হলো, মুসা আ. এর লাঠি সাপে পরিণত হবে।[১৯]

৪. সাধারণ নিয়ম হলো, অপারেশন কিংবা ঔষধে চোখের ছান্দা দূর হবে এবং অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পাবে। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো, ইউসুফ আ.'র জামা[২০] এবং ঈসা আ.'র হাতের স্পর্শে [২১]চোখ ভাল হয়ে যাবে।

---

[১৯] **মুসা আ. এর মু'জিযাঃ হাতের লাঠি সাপে পরিণত হওয়া**

আল্লাহ তাআলা বলেন-

قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى (١٩) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (٢٠) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى (٢١) [سورة طه]

আল্লাহ তাআলা বললেন- হে মুসা! (লাঠি) নিক্ষেপ করো। (১৯) মুসা আ. নিক্ষেপ করলেন। তখন তা ছুটন্ত সাপে রূপান্তরিত হয়ে গেলো। (২০) আল্লাহ বললেন- তুমি ওটাকে ধরো, ভয় পেও না। আমি ওটাকে তার পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে দেবো। (২১) (সূরা ত্বহা)

[২০] **ইউসুফ আ. এর মু'জিযাঃ**
তাঁর জামার স্পর্শে ইয়াকুব আ.-র দৃষ্টি লাভ

ইউসুফ আ. তাঁর ভাইদের উদ্দেশ্যে বলেন-

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (٩٣) سورة يوسف

তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও। নিয়ে আমার পিতার (ইয়াকুব আ.) মুখমণ্ডলের ওপর রাখো। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হয়ে যাবেন। আর তোমাদের পরিবারের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে আসো। (সূরা ইউসূফ-৯৩)

[২১] **ঈসা আ. এর মু'জিযাঃ**
জন্মান্ধ দৃষ্টি ফিরে পাওয়া, মৃত ব্যক্তি জীবিত হওয়া ......

মারইয়াম আ.কে পুত্র-সন্তানের সু-সংবাদ প্রদান কালে ঈসা আ.'র বৈশিষ্ট প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٤٩) سورة آل عمران

আর আল্লাহ তাঁকে বানী ইসরাঈলের জন্য রাসূল হিসাবে মনোনীত করবেন। (তিনি ঈসা আ. তাঁর কওমের উদ্দেশ্যে বলবেন-) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য পাখির আকৃতি তৈরী করবো, এরপর তাতে ফুৎকার প্রদান করবো, তখন তা আল্লাহর হুকুমে পাখিতে পরিণত হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও শ্বেত-কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে তুলবো এবং আমি আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করে তুলবো। আর আমি তোমাদেরকে বলে দিবো, তোমরা যা খেয়ে আসবে এবং যা ঘরে রেখে আসবে। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা মুমিন হও। (সূরা আল-ইমরান-৪৯)

৫. সাধারণ নিয়ম হলো, ষাঁড় ষাঁড়ের মতো এবং বাঘ বাঘের মতো আওয়াজ করবে। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো, ষাঁড় ও বাঘ মানুষের মত কথা বলবে।[২২]

তো যেসব বিষয় সাধারণ নিয়মে সংঘটিত হয়, সেখানে মানুষের কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকে। কিন্তু যেসব বিষয় খরকে আদাত বা ব্যতিক্রম ও নিয়মছিন্ন, তা সম্পূর্ণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। তবে তা মানুষের হাতে প্রকাশ পায়। দেখুন, কুরআন শরীফে ঈসা আ.'র মুজিযার বর্ণনা এসেছে। মুসলিমগণও ওইসব মু'জিযাকে সত্য মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, ওগুলো ঈসা আ.'র হাতে সংঘটিত হয়েছে। তবে এ ছিলো আল্লাহ তা'আলার কুদরতের প্রকাশ। আর যখন মুসলিম এসবকে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কুদরতের বহিঃপ্রকাশ বিশ্বাস করে, তখন প্রত্যেক মু'জিযাই তার নিকট তাওহীদের দলীল গণ্য হয়। কিন্তু খ্রিস্টান সম্প্রদায় এসব মু'জিযাকে ঈসা আ.'র নিয়ন্ত্রণাধীন ও তাঁর ক্ষমতা মনে করে। এ কারণে এসব মু'জিযাই তাদের জন্য শিরকের কারণ হয়েছে।

২২

আশ্চর্য ব্যতিক্রম:
গাভী ও নেকড়ের মানুষের মতো কথা বলা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ، قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ : مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي ؟ قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ . (الجامع الصحيح للإمام البخاري و اللفظ له ، بَاب اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ. و الصحيح للإمام مسلم، باب مِنْ فَضَائِلِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضى الله عنه.)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. বলেন- গরুর পিঠে আরোহন করে এক ব্যক্তি গমন করছিলো। তখন গরু তাকে উদ্দেশ্য করে বলে- আমাকে তো এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমাকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে চাষাবাদের জন্য। রাসূল সা. বলেন- আমি, আবু বকর ও ওমর এটা বিশ্বাস করি।

আবার একদিন একটি নেকড়ে বাঘ একটি বকরী নিয়ে যাচ্ছিলো। তখন রাখাল ধাওয়া করলে নেকড়ে বললো- হিংস্র জন্তুর দিনে তাকে কে রক্ষা করবে, যে দিন আমি ছাড়া তার কোনো রাখাল থাকবে না? রাসূল সা. বলেন- আমি, আবু বকর ও ওমর এটা বিশ্বাস করি। আবু সালামাহ রা. বলেন- তখন আবু বকর ও ওমর রা. কওমের মাঝে ছিলেন না।

(সহীহ বুখারী-২৩২৪ ও সহীহ মুসলিম-২৩৮৮)

এখন এসব মু'জেযা থেকে শিরকের প্রতি ধাবমান হওয়া না আল্লাহর কারণে, না ঈসা আ.'র কারণে। সম্পূর্ণ দোষ তো ওই খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের, যারা তাওহীদকে শিরকে পরিণত করেছে।

এবার শুনুন, ঠিক একইভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত কারামাতের ঘটনাবলি অধ্যয়ন করে তো এসবকে আল্লাহ তা'য়ালার ইলম ও কুদরত বলে বিশ্বাস করে। এজন্য আমাদের এসব কারামতের মাঝে তাওহীদই নযরে আসে। আপনারা যখন তাবলীগী নিসাব (ফাযায়েলে আমাল) খ্রীস্টানদের মন-মেধা নিয়ে অধ্যয়ন করেন, তখন আপনাদের নিকট এসব কারামাত শিরক বলেই গণ্য হয়। সুতরাং (নাউযু বিল্লাহ) ত্রুটি আল্লাহর নয় যে, তিনি এসব কারামতের মাধ্যমে বুযর্গগণের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। আবার ত্রুটি বুযর্গগণেরও নয় যে, আল্লাহ তাদের মাধ্যমে এসব সংঘটিত করেছেন। বরং যত সমস্যা ওই খ্রিস্টীয় মেধা ও মননের । যদি আপনিও ওই মানসিকতা ত্যাগ করে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করেন, সমস্ত কারামাতের মাঝে শুধু তাওহীদই দেখতে পাবেন, ইন শা আল্লাহ।

অভিযোগঃ
কারামাত হিসাবে যা বলা হয়, তা সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়

আমার আলোচনা শুনে ওয়াহীদ সাহেব প্রচণ্ড বিরক্ত হচ্ছিলেন। তার দাবী এসব ঘটনাবলির মাঝে এমন এমন বিষয় রয়েছে, যা হতেই পারে না, সম্পূর্ণ অসম্ভব।

খণ্ডন :
মাখলুক থেকে হওয়া সম্ভব নয়, তবে খালেক থেকে অবশ্যই সম্ভব

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম- কার থেকে হওয়া অসম্ভব, খালেক থেকে না মাখলুক থেকে? যদি আপনার দাবী হয় যে, মাখলুক থেকে হওয়া অসম্ভব, সম্পূর্ণ বাস্তব কথা। কিন্তু এসব ঘটনাকে মাখলুকের কাজ মনে করাই তো আল্লাহর ইলম ও কুদরতকে অস্বীকার করা। আপনি যদি এসব আল্লাহ থেকে হওয়াও অসম্ভব মনে করেন এবং খালেকের কুদরত এতটুকুই বিশ্বাস করেন যেটুকু আপনাদের, আর মনে করেন- যা মাখলুক থেকে সম্ভব নয়, তা খালেক থেকেও সম্ভব নয়; তো অনুগ্রহপূর্বক তওবাহ করুন।

বুযর্গদের কারামাত অস্বীকার করার অবকাশ নেই। কেননা তাতো আল্লাহর কুদরতকেই আস্বীকার করা।

অভিযোগঃ
কারামাত হিসাবে বর্ণিত ঘটনাবলি, বুযর্গদের নামে বানানো কিচ্ছা-কাহিনী

আমার এ জওয়াব শুনে ওয়াহিদ সাহেব বললেন- মানুষ এসব অসত্য ও অবাস্তব ঘটনাবলি বুযর্গদের নামে বানিয়ে প্রচার করে। এসব বানানো কিচ্ছা কাহিনী মানা করা যায় নাকি?

খণ্ডনঃ
ভেজালের কারণে আসল বর্জন করা হয় না

আমি বললাম- মানুষ মিথ্যা রব বানিয়েছে, মিথ্যা নবী বানিয়েছে, মিথ্যা হাদীছ বানিয়েছে, জাল মুদ্রা বানিয়েছে। ভেজাল কোথায় নেই?

তো এখন কি শুধু মিথ্যা রবকে প্রত্যাখান করবেন, না সাথে প্রকৃত রবকেও অস্বীকার করবেন? শুধু মিথ্যা নবীকে প্রত্যাখান করবেন, না সাথে প্রকৃত নবীকেও অস্বীকার করবেন? শুধু জাল মুদ্রা প্রত্যাখান করবেন, না সাথে আসল মুদ্রাও ফেলে দিবেন?

অনুরূপ বুযর্গগণের কারামাতের ক্ষেত্রেও একই কথা। এখানে রটানো, বানানো, অসত্য ঘটনাবলি মানার জন্য আপনাকে কে বলেছে? আর সত্য ঘটনাবলি ও প্রকৃত কারামতসমূহ-ই বা আপনি অস্বীকার করবেন কেনো?

অভিযোগঃ আকল কবুল করে না যে, ওলীগণের ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটবে, যা নবী ও সাহাবাগণের ক্ষেত্রেও ঘটেনি

ওয়াহীদ সাহেব বললেন- ফাযায়েলে আমালে এমন কারামাতও বর্ণনা করা হয়েছে, যা নবী ও সাহাবাগনের হাতেও প্রকাশ পায়নি। অথচ নবী ও সাহাবাগণের মর্যাদা ওলীগণ থেকে অনেক অনেক বেশী। সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, কোনো খরকে আদাত (অলৌকিক ঘটনা) নবী বা সাহাবাগণের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে না, অথচ তা ওলীগণের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে। এমন আজগুবী দাবী আকল একদম কবুল করে না।

খণ্ডন:

কারামাত আল্লাহর ইচ্ছাধীন, কারো আকলের অধীন নয়

আমি বললাম- আশ্চর্য! আপনারা বলেন কিয়াস করা শিরক। আবার সুযোগ সুবিধামতো আপনারাই কিয়াস করেন। আমরা করলে দোষ, অথচ খরকে আদাত নিয়ে আপনি নিজেই কিয়াসের অবতারণা করলেন! যাহোক, আপনি কি কখনো স্বপ্ন দেখেছেন?

ওয়াহীদ সাহেব বললেন- দেখেছি।

আমি বললাম- হুবহু ওইগুলোই, যা নবী সা. ও সাহাবায়ে কিরাম দেখেছেন?

তিনি বললেন- এখানে নবী ও সাহাবাগণের কি প্রশ্ন? আল্লাহ যাকে যে স্বপ্ন দেখানোর ইচ্ছা করবেন, দেখাবেন।

আমি বললাম- অনেক সময় এমন হয় যে, রাতে ছোট্ট শিশুটি স্বপ্নে দেখে যে, তার নানুজী এসেছেন। এরপর সকালে বর্ণনা করে। পরক্ষণেই দেখা যায়, তিনি এসে গেছেন এবং শিশুর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তখন কিন্তু ঘরের বড়রা কেউ দেখেনি বলে বাচ্চার স্বপ্নকে কেউ অস্বীকার করে না। এ কথা বলে না যে, বড়রা কেউ দেখেনি। তাহলে আমরা এ ছোট্ট শিশু স্বপ্নে দেখেছে, কিভাবে বিশ্বাস করবো?

আপনার সামনে কয়েকটি উদাহরণ পরিবেশন করছি। দেখুন-

১. মারইয়াম আ. ওলী। তিনি অসিজনী ফল পেয়েছেন।[২৩] আর যাকারিয়া আ. নবী। তা সত্ত্বেও তিনি পাননি।

---

২৩ **মারইয়াম আ. এর কারামাত:**
অসিজনী ফল ভক্ষণ

আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧)

سورة آل عمران

এরপর তাঁর (মারইয়াম আ.) রব তাঁকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন, অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর যাকারিয়া আ.কে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলেন। যখনই যাকারিয়া আ. মেহরাবের মধ্যে তাঁর নিকট আসতেন, তাঁর নিকট কিছু খাবার দেখতে পেতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, হে মারইয়াম! কোথা থেকে এসব

২. আয়েশা রা.'র স্বামী ছিলো। কিন্তু সন্তান হয়নি।[২৪] অথচ মারয়াম আ. পুরুষের স্পর্শ ব্যতিতই মা হয়েছেন।[২৫]

তোমার কাছে আসে? তিনি বলতেন- এসব আল্লাহর কাছ থেকে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, বে-হিসাব রিয্‌ক দান করেন। (সূরা আল-ইমরান-৩৭)
আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. বলেন-

ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَىٰ عَنْ سِيَادَتِهَا وَجَلَالَتِهَا فِيْ مَحَلِّ عِبَادَتِهَا، فَقَالَ: { كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا } قَالَ مُجَاهِدٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَبُوْ الشَّعْثَاءِ، وَإِبْرَاهِيْمُ النخَعِيُّ، وَالْضَّحَّاكُ، وَقَتَادَةُ، وَالرَّبِيْعُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ، وَالسُّدِّيُّ [وَالْشَّعْبِيُّ] يَعْنِيْ وَجَدَ عِنْدَهَا فَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِيْ الْشِّتَاءِ وَفَاكِهَةَ الْشِّتَاءِ فِيْ الصَّيْفِ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ { وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا } أَيْ: عِلْمًا، أَوْ قَالَ: صُحُفًا فِيْهَا عِلْمٌ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَفِيْهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ. وَفِيْ الْسُّنَّةِ لِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيْرَةٌ. (تفسير القرآن العظيم : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي [٧٠٠-٧٧٤ هـ]

আল্লাহর বাণী- كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا 'যখনই যাকারিয়া আ. মেহরাবের মধ্যে তাঁর নিকট আসতেন, তাঁর নিকট কিছু খাবার দেখতে পেতেন।' এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আবুশ শা'ছা, ইবরাহীম নাখঈ, দহ্‌হাক, কাহাদাহ, রবী ইবনে আনাস, আতিয়্যা আওফী, সুদ্দী ও শা'বী রহ. বলেন- অর্থাৎ মারইয়াম আ.'র নিকট গ্রীষ্মকালে শীতকালের ফল এবং শীতকালে গ্রীষ্মকালের ফল পেতেন। .... এটাই বিশুদ্ধ তাফসীর। এ আয়াত 'কারামাতে আউলিয়া'র ওপর দালালাত করে। হাদীছেও এর অনেক নযীর রয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাছীর রহ.)

২৪ **আয়েশা রা. এর কোনো সন্তান ছিলো না**

ইবনে আসাকের রহ. বলেন-

عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِيْ بَكْرٍ الْصِّدِّيْقِ عَبْدِاللهِ وَيُقَالُ عَتِيْقُ بْنُ أَبِيْ قُحَافَةَ (عُثْمَانِ بْنِ) عَامِرْ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبٍ وَأُمُّهَا أُمُّ رُوْمَانَ بِنْتُ عَامِرِ بْنِ عُوَيْمِرْ هَاجَرَتْ مَعَ الْنَّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَقِيْلَ بَلْ فِيْ شَوَّالٍ سَنَةِ عَشْرٍ مِنَ الْنُبُوَّةِ قَبْلَ مُهَاجَرِهِ إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ بِسَنَةٍ وَنِصْفٍ أَوْ نَحْوِهَا وَكَانَتْ بِكْرًا وَلَمْ يَنْكِحْ بِكْرًا غَيْرَهَا وَلَمْ تَلِدْ لَهُ وَلَا غَيْرُهَا مِنَ الْحَرَائِرِ سِوَىٰ خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ. (كتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين : ابن عساكر)

আয়েশা বিনতে আবু বকর রা.। তার মাতা হলেন উম্মে রূমান বিনতে আমের। তিনি রাসূল সা.'র সাথে হিজরত করেছেন। হিজরতের পরে রাসূল সা. তাকে বিবাহ করেছেন। হিজরতের দেড় বছর পূর্বে নবুওয়াতের দশম বছর শাওয়াল মাসে রাসূল সা. তাঁকে বিবাহ করেছেন, এমনও বলা হয়ে থাকে। রাসূল সা.'র সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। রাসূল সা. তিনি ব্যতীত অবিবাহিতা কাউকে বিবাহ করেন নি। খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রা. ব্যতীত আয়েশা রা. থেকে বা অন্য কোনো আযাদ স্ত্রী থেকে রাসূল সা.'র কোনো সন্তান হয় নি।

(কিতাবুল আরবাঈন ফি মানাকিবি উম্মাহাতুল মু'মিনীন, ইবনে আসাকের রহ.)

৩. ইয়াকুব আ.’র নিজ হাত হররোয শতোবার লেগেছে। দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসেনি। ইউসুফ আ.’র শুধু জামার স্পর্শেই চোখের জ্যোতি ফিরে এসেছে।[২৬]

৪. বাতাস সুলাইমান আ.-র সিংহাসন বহন করতো।[২৭] অথচ হিজরতের বিপদ সংকুল সফরে সে রাসূল সা.কে এক মুহূর্তে মদীনা পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ পায়নি।

৫. সুলায়মান আ. নবী। অথচ বিলকীসের মসনদ নিয়ে আসা তাঁর সাহাবাদের কারামাত।[২৮]

আমি তাকে বললাম- তো ভাই! এ সবই আল্লাহ তা’য়ালার ইচ্ছাধীন।

৬. আল্লাহ যদি চান, হাজার মাইল দূর থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস রাসুলের সামনে উন্মোচিত হবে,[২৯] জান্নাত-জাহান্নাম দৃষ্টি গোচর

---

[২৫] ইতোপূর্বে অতিবাহিত।

[২৬] ইতোপূর্বে অতিবাহিত।

[২৭] **সুলাইমান আ.-র মু’জিযা: প্রবল বায়ু অধীন হওয়া**

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (٨١) الأنبياء

এবং প্রবল বায়ুকে সুলাইমানের (আ.) অধীন করে দিয়েছিলাম; যা তাঁর আদেশে বরকতময় যমীনের দিকে প্রবাহিত হতো। আর আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত। (সূরা আম্বিয়া-৮১)

[২৮] **সুলাইমান আ.’র পারিষদবর্গের কারামাত: বিলকীসের সিংহাসন নিয়ে আসা**

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣٨) قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (٣٩) سورة النمل

(সুলায়মান আ.) বললেন- হে পারিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পন করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকীসের সিংহাসন আমার কাছে এনে দেবে? (৩৮) জনৈক শক্তিমান জ্বীন বললো- আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বে আমি তা এনে দেবো এবং এ কাজে আমি সামর্থবান ও আস্থাভাজন। (৩৯) সূরা নম্‌ল

[২৯] **রাসূল সা.’র মু’জিযা: শতো মাইল দূরের বাইতুল মুক্বাদ্দাস চোখের সামনে ভেসে ওঠা**

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَا اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ. (رواه الإمام البخاري –٣٨٨٦، واللفظ له. والإمام مسلم –٤٤٦)

হবে।[৩০] আর যদি না চান, কয়েক মাইলের ব্যবধানেও ওসমান রা. এর শাহাদাতের খবরের অবাস্তবতা তার কাছে অনুদঘাটিত থাকবে এবং তিনি প্রতিশোধের বাইআত নেয়া শুরু করবেন।[৩১]

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. বলেছেন- কুরাইশরা যখন (বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে আমার ইসরা তথা রাত্রিকালীন সফরের কথা শুনে) আমাকে মিথ্যেবাদী মনে করলো, আমি বাইতুল মুকাদ্দাসের বর্ণনা দেয়ার উদ্দেশ্যে হিজরে (যেখান থেকে রাসূল সা.-র ইসরা শুরু হয়েছিলো: মিরকাত) দাঁড়ালাম। তখন আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে বাইতুল মুকাদ্দাসকে উন্মোচিত করে দিলেন। আর আমি বাইতুল মুকাদ্দাসের (সম্পর্কে তাদের প্রার্থিত) আলামাতসমূহের বর্ণনা দিতে শুরু করলাম, যেনো আমার নযর বাইতুল মুকাদ্দাসের ওপর নিপতিত। (সহীহ বুখারী-৩৮৮৬ ও সহীহ মুসলিম-৪৪৬)

৩০ **রাসূল সা.-র মু'জিযা:**

জান্নাত-জাহান্নামের দৃশ্য চোখের সামনে উদ্ভাসিত হওয়া

عَنْ عَائِشَةَ رض .... وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « رَأَيْتُ فِى مَقَامِى هَذَا كُلَّ شَىْءٍ وُعِدْتُمْ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِى أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِى جَعَلْتُ أُقَدِّمُ – وَقَالَ الْمُرَادِىُّ أَتَقَدَّمُ – وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِى تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ لُحَىٍّ وَهُوَ الَّذِى سَيَّبَ السَّوَائِبَ ». (رواه الإمام مسلم –٢١٢٩، واللفظ له: والبخاري–١٢١٢)

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. (রাসূল সা. সালাতুল কুসুফ তথা সূর্যগ্রহণের নামায পরবর্তী খুৎবায়) বলেছেন- তোমাদেরকে যতো কিছুর ওয়াদা করা হয়েছে, আমি আমার এ স্থানে সব কিছু দেখেছি। এমনকি তোমরা যখন আমাকে অগ্রবর্তী হতে দেখেছো, তখন আমি জান্নাতের ফলের থোকা নিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। আর যখন তোমরা আমাকে পেছনে সরে আসতে দেখেছো, তখন আমি জাহান্নাম দেখতে পেয়েছি। দেখেছি, জাহান্নামের এক অংশ অন্য অংশকে বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। সেখানে আমি আমর ইবনে লুহাইকে দেখেছি। সে উপাস্যদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উট অবমুক্ত করতো।

(সহীহ মুসলিম-২১২৯ ও সহীহ বুখারী-১২১২)

ফায়েদা: এখানে রাসূল সা. বলেছেন- আমর ইবনে লুহাই জাহান্নামী হওয়ার কারণ, 'সে উপাস্যদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উট অবমুক্ত করতো।' এটা জাহেলী যুগের প্রথা। ছেড়ে দেয়ার পর ওই উট থেকে তারা কোনো প্রকার উপকারিতা গ্রহণ করতো না। তাদের এ বদ-আকীদা থেকে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। বলেছেন-

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (١٠٣) سورة المائدة

৩১ **বাইআতে রিদওয়ানের কারণ**

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন-

وَالْسَّبَبُ فِيْ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عُثْمَانَ لِيُعْلِمَ قُرَيْشًا أَنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ مُعْتَمِرًا لَا مُحَارِبًا فَفِيْ غَيْبَةِ عُثْمَانَ شَاعَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ تَعَرَّضُوْا لِحَرْبِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَعَدَّ الْمُسْلِمُوْنَ لِلْقِتَالِ وَبَايَعَهُمْ

৭. আল্লাহ যদি না চান, তো নিকট দূরত্বে কিনআনের কূপে ইউসুফ আ. নিপতিত হওয়ার খবর ইয়াকুব আ.'র অ-জানা থেকে যাবে।[৩২] আর

النَّبِيِّ ص حِيْنَئِذٍ تَحْتَ الشَّجَرَةِ عَلَىٰ أَنْ لَّا يَفِرُّوْا وَذٰلِكَ فِيْ غَيْبَةِ عُثْمَانَ وَقِيْلَ بَلْ جَاءَ الْخَبْرُ بِأَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ فَكَانَ ذٰلِكَ سَبَبُ الْبَيْعَةِ. (باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي، فتح الباري:٤٨:٢١-٤٩، دار المعرفة للطباعة والنشر)

'বাইআতে রিদওয়ানে'র কারণ হলো- রাসূল সা. 'আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি, ওমরা করতে এসেছি' এ কথাটি জানানোর জন্য ওসমান রা.কে কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। ওসমান রা.'র অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের মাঝে একটি কথা প্রচারিত হয় যে, মুশরিকরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন মুসলমানরাও যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং রাসূল সা. গাছের নিচে তাঁদের বাইআত গ্রহণ করেন যে, কেউ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে না। আবার এও বলা হয়ে থাকে যে, কারণ এটি নয়। বরং বাইআতে রিদওয়ানের কারণ হলো- মুসলমানদের নিকট খবর আসে যে, ওসমান রা.কে হত্যা করা হয়েছে। তখন রাসূল সা. 'বাইআতে রিদওয়ান' গ্রহণ করেন।

(ফাতহুল বারী-২১:৪৮,৪৯; দারুল মা'রিফাহ)

৩২

ইউসুফ আ.কে কূপে নিক্ষেপের ঘটনা

আল্লাহ তাআলা বলেন-

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (١١) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (١٢) قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (١٣) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (١٤) فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٥) وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (١٦) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (١٧) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (١٨) [سورة يوسف]

তারা (ইউসুফ আ.-র ভাইয়েরা) বললো- আব্বাজান! আপনার কি হলো যে, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না! অথচ আমরা অবশ্যই তার কল্যাণকামী। (১১) তাকে আগামীকাল আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, আমোদ করবে, খেলাধুলা করবে, আমরা অবশ্যই তার দেখাশুনা করবো। (১২) সে (ইয়াকুব আ.) বললো- আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে; আর আমার ভয় হয় যে, বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে, যখন তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী থাকবে। (১৩) তারা বললো- আমরা একটি দল থাকা সত্ত্বেও যদি বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, তাহলে তো আমরা সবই হারালাম। (১৪) এরপর যখন তারা তাকে নিয়ে চললো এবং একমত হলো যে, তাকে (কেনআনের একটি [মা'আরেফুল কুরআন]) অন্ধকূপে নিক্ষেপ করবে, তখন আমি তার নিকট ওহী প্রেরণ করলাম- তুমি তাদের কাছে তাদের এ কর্মের কথা অবশ্যই ব্যক্ত করবে।

আল্লাহ যদি চান, ইয়াকুব আ. কিনআন থেকে...ই মিশরে ইউসুফ আ.'র জামার ঘ্রাণ নিবেন।[৩৩]

তবে তখন তারা তা অনুধাবন করতে পারবে না। (১৫) (ইউসুফ আ.কে কূপে নিক্ষেপ করে) তারা রাতের বেলা কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার (ইয়াকুব আ.) নিকট আসলো। (১৬) বললো- আব্বাজান! আমরা দৌঁড় প্রতিযোগিতা করছিলাম, আর ইউসুফকে আমাদের আসবাব-পত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, তখন তাকে বাঘ খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী হই। (১৭) আর তারা (ইউসুফ আ.'র) জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে নিয়ে আসলো। (ইয়কুব আ.) বললেন- (তোমাদের বর্ণনা বিন্দুমাত্র সত্য নয়,) বরং তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের জন্য একটি কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং ধৈর্য ধরাই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছো, সে ব্যাপারে আল্লাহ..ই আমার সাহায্যস্থল। (১৮) [সূরা ইউসুফ]

৩৩ **ইউসুফ আ.'র সন্ধান লাভের বর্ণনা ও অলৌকিক ঘটনাবলীর হাকীকত**

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (٨٧) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (٨٨) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (٨٩) قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٩٠) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ (٩١) قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٩٢) اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (٩٣) وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ (٩٤) قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ (٩٥) فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٩٦) [سورة يوسف]

[ইউসুফ আ. কিনআনের অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার হয়ে মিশরের বাদশাহ হওয়ার পরে একদিন ইয়াকূব আ. তাঁর সন্তানদের উদ্দেশ্যে বলেন-] হে আমার প্রিয় ছেলেরা! তোমরা যাও। ইউসূফ ও তার ভাইকে তালাশ করো। আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমাত থেকে কাফের গোষ্ঠী ব্যতীত কেউ নিরাশ হয় না। (৮৭) এরপর যখন তারা ইউসূফের দরবারে প্রবেশ করলো, বললো- হে আযীয! [মিশরের বাদশাহর উপাধি] আমাদেরকে ও আমাদের পরিবারবর্গকে বিপদ ঘিরে ধরেছে, আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে পূর্ণ মাপের শস্য দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ দাতাগণকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (৮৮) তিনি [ইউসূফ আ.] বললেন- তোমাদের জানা আছে কি, যা তোমরা ইউসূফ ও তার ভাইয়ের সাথে করেছো, যখন তোমরা অপরিণামদর্শী ছিলে? (৮৯) তারা বললো- তবে কি তুমিই ইউসূফ! বললেন- [হ্যাঁ,] আমিই ইউসূফ। আর এ হলো আমার সহোদর ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়ই যে তাকওয়া ও সবর অবলম্বন করে, আল্লাহ এমন সৎকর্মশীলদের কর্মফল বিনষ্ট

সুতরাং আপনারা পুরা দুনিয়াকে মুশরিক বানানোর যে মিশন শুরু করেছেন, সে সম্পর্কে আরেকটু ভেবে দেখুন।

প্রশ্ন:

অন্ধ তাকলীদনির্ভর নামায কি আল্লাহর দরবারে কবূল হয়?

তখন সে পট পরিবর্তন করলো। বললো- আপনাদের নামাযের কোনো দলীল নেই। আছে শুধু অন্ধ তাকলীদ।[৩৪] এমন নামায কি আল্লাহর নিকট কবূল হবে?

করেন না। (৯০) তারা বললো- অবশ্যই আল্লাহ আমাদের ওপর তোমাকে মর্যাদা দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী ছিলাম। (৯১) বললেন- আজ তোমাদের ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি হলেন সব দয়াবান অপেক্ষা বড় দয়াবান। (৯২) তোমারা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও, নিয়ে আমার পিতার মুখমণ্ডলের ওপর রাখো; তাতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের পরিবারের সবাইকে আমার নিকট নিয়ে এসো। (৯৩) এরপর যখন কাফেলা [মিশর থেকে] বের হলো, তাদের পিতা [ইয়াকূব আ. উপস্থিত লোকদেরকে] বললেন- তোমরা যদি আমাকে [বয়সের কারণে] অপ্রকৃতিস্থ মনে না করো, [তাহলে জেনে রেখো] আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসূফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। (৯৪) [উপস্থিত লোকেরা] বললো- আল্লাহর কসম, আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন। (৯৫) এরপর যখন সু-সংবাদদাতা পৌঁছালো, তখন সে [ইউসূফ আ.’র] জামাটি তাঁর মুখমণ্ডলের ওপর রাখলো। অমনি তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। তখন তিনি বললেন- আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা অবগত হই, তা তোমরা জানো না? (৯৬) [সূরা ইউসূফ]

ফায়েদা: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.’র বর্ণনা অনুযায়ী মিশর থেকে কিনআন আটদিনের দূরত্বে অবস্থিত ছিলো। আর হাসান বসরী রহ.’র বর্ণনা অনুযায়ী উভয় শহরের মাঝে আশি ফরসখ তথা প্রায় আড়াইশ মাইলের ব্যবধান। (মা’আরিফুল কুরআন)

আশ্চর্য ব্যাপার হলো- ইউসূফ আ. তুলনামূলক অদূরে কিনআনের অন্ধকূপে থাকাকালীন যখন তাঁর ভাইয়েরা মিথ্যা বর্ণনা দিচ্ছিলো, তখন ইয়াকূব আ. তাদের বর্ণনার অসত্যতা বুঝতে পারলেও ইউসুফ আ.’র অবস্থান সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। এমনকি কোনো দিন নিজেও খুঁজতে বের হননি বা সন্তানদেরকেও খুঁজে দেখার নির্দেশ দেননি। বরং সবরের পথই অবলম্বন করেছেন। কিন্তু সেই তিনিই এতো দীর্ঘকাল পরে সন্তানদেরকে খুঁজে দেখার নির্দেশ দিলেন। আবার এতোদূর থেকেই ইউসূফ আ.’র জামার ঘ্রাণ পেয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ! এটা ইয়াকূব আ.’র মু’জিযা, অলৌকিক ব্যাপার। যা বান্দার ইচ্ছাধীন নয়। বরং তার শক্তি-সামর্থ ও বুঝের বাইরে আল্লাহর ইচ্ছায় বান্দা কর্তৃক সংঘটিত হয়।

[৩৪] **হানাফীরা যদি মুকাল্লিদ হয়, আহলে হাদীছ মুকাল্লিদ নয় কেনো?** সম্পর্কে এই বইয়ের **৭৩** পৃষ্ঠায় দেখুন: **বিশেষ সংযোজন-১**।

পাল্টা প্রশ্ন ও পুরস্কার ঘোষণা

আমি তাকে বললাম- ঈমানদারীর সাথে বলুন, আপনার কি তাকবীরে তাহরীমা থেকে নিয়ে সালাম পর্যন্ত নামাযের প্রত্যেক আমলের দলীল জানা আছে? যদি থাকে অনুগ্রহপূর্বক এক এক করে বলুন!

তিনি বললেন- দু’তিন মাসআলার দলীল জানা আছে। বাকীগুলোর জানা নেই।

আমি বললাম- আপনার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আপনার নামাযের সিংহভাগ..ই তো তাকলীদনির্ভর!

তখন ওয়াহীদ সাহেব পেরেশান হয়ে গেলেন। বললেন- তারা (তাকে যারা আহলে হাদীছ মাযহাবে দীক্ষিত করেছিলো) বলে, আমরা শুধু কুরআন-হাদীছ অনুসরণ করি। হানাফীদের থেকে বিভিন্ন সময়ে হাদীছ অনুসন্ধান করেছি। সাথে লক্ষ টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করেছি। কোনো হানাফী জওয়াব দিতে পারেনি।

আমি বললাম- আমিও আপনার কাছে দু’টি হাদীছ তলব করছি। আপনি জওয়াব দিন এবং হাদীছ প্রতি লাখ টাকার পুরস্কার গ্রহণ করুন।

১. এমন একটি হাদীছ পেশ করুন যে, ইমামের পেছনে মুক্তাদীর ১১৩ সুরা পড়া হারাম এবং শুধু সুরা ফাতিহা পড়া ফরয। সূরা ফাতিহা ব্যতিত মুক্তাদীর নামায হয় না। সাথে সাথে প্রমাণ করুন যে, উক্ত হাদীসকে আল্লাহ অথবা রাসূল সা. সহীহ বলেছেন। কেননা আপনাদের নিকট আল্লাহ ও রাসূল ব্যতিত কারো কথা দলীল নয়।[৩৫]

২. চার রাক‘আতবিশিষ্ট নামাযে আটটি সাজদাহ আছে। আপনারা সাজদাহ-য় যাওয়ার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করেন না। সাজদাহ থেকে উঠেও করেন না। অর্থাৎ ষোল স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন করেন না। এছাড়া দ্বিতীয় এবং চতুর্থ রাক‘আতের শুরুতেও রফয়ে ইয়াদাইন

---

৩৫ আহলে হাদীছ আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী বলেন-

برادراں! آپ کے دوہاتھ ہیں اور ان دونوں میں دو چیزیں شریعت نے دی ہیں، ایک میں کلام اللہ اور دوسرے میں کلام رسول اللہ ﷺ اب نہ تیسرا ہاتھ ہے، نہ تیسری چیز۔

ভাইয়েরা! আপনার হাত দু’টি। আর শরীয়ত আপনাকে দু’হাতে দু’টি বস্তু দিয়েছে। আল্লাহর বাণী ও রাসূলের বাণী। এরপর আপনার যেমন তৃতীয় হাতও নেই, (শরীয়তের পক্ষ থেকে আপনার জন্য) তৃতীয় কোনো বস্তুও নেই। (ত্বরীকে মুহাম্মাদী, পৃ-১৯)

করেন না। তাহলে আপনারা চার রাক'আত-বিশিষ্ট নামাযে ১৮ স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন বর্জন করেন।

চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযে রুকু চারটি। আপনারা রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠার পরে রফয়ে ইয়াদাইন করেন। মানে আট স্থানে। প্রথম ও তৃতীয় রাকআতের শুরুতেও করেন। তথা মোট দশ স্থানে আপনারা রফয়ে ইয়াদাইন করেন।

তো আপনি মাত্র একটি হাদীছ পেশ করুন যে, রাসূল সা. উক্ত আঠার স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না এবং এ দশ স্থানে করতেন। সাথে প্রমাণ করুন যে, এটা রাসূল সা.'র স্থায়ী আমল ছিলো এবং যে ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম করবে তার নামায বাতিল। এরপর প্রমাণ করুন যে, উক্ত হদীসকে আল্লাহ কিংবা রাসূল সা. সহীহ বলেছেন।

যদি এ মর্মে হাদীছ পেশ করতে পারেন, আমরা আপনাকে পুরুস্কারও দিবো এবং আহলে হাদীস মতবাদও গ্রহণ করবো। শুধু একজন নিরপেক্ষ আরবী ভাষাজ্ঞাত প্রফেসর এ সত্যায়ন করলেই হবে যে, বাস্তবেই আপনার পেশকৃত হাদীছদ্বয়ে জিজ্ঞাসিত পাঁচ বিষয় পাওয়া গেছে।

হাদীছ দেখানোর প্রতিশ্রুতি ও প্রস্থান

ওয়াহীদ সাহেব বললেন- আমার তো এমন হাদীছ জানা নেই। আমি আমাদের আলেমগণের নিকট আপনার প্রার্থিত হাদীছ জিজ্ঞাসা করবো এবং আপনার প্রস্তাব পেশ করবো। যদি আমি নিয়ে আসতে পারি, চুক্তিমতে আপনাকে অবশ্যই আহলে হাদীছ হতে হবে। আর যদি না পারি, আমি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হানাফী হয়ে যাবো। আমি বললাম- একদম ঠিক। তখন এমন সন্ধির উপর তিনি প্রস্থান করলেন।

আগমন ও অপারগতা প্রকাশ

তিন দিন পরে ওয়াহীদ সাহেব আসলেন। বললেন- এ তিন দিনে আমার সামান্য বিশ্রামও হয়নি। আপনার জিজ্ঞাসিত হাদীসদ্বয়ের অনুসন্ধানেই কেটেছে। একেক আলেমের কাছে গিয়ে বলেছি- আমাকে মাত্র দু'টি হাদীছ লিখে দিন! কিন্তু কেউ সামান্য কর্ণপাতও করেনি। বরং বলেছে এমন প্রশ্ন নিয়ে আমাদের কাছে কোনো সময় আসবেন না। এসব প্রশ্ন শুধু ফিৎনা ও অশান্তি সৃষ্টির জন্য।

এমন উত্তর শুনে খুবই খারাপ লাগলো। তাদেরকে বললাম- এমন প্রশ্ন আপনারা করলে তা হয় আমল বিল হাদীছ (হাদীছ অনুযায়ী আমল)। আর অন্যরা করলে তা হয় ফিৎনা ও অশান্তি।

ওয়াহীদ সাহেব বললেন- ওয়াদা অনুযায়ী আমার এখন হানাফী হওয়া উচিৎ। কিন্তু আমার এখানো কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে।

সূরা ফাতিহা বিহীন নামায নিয়ে আহলে হাদীছের প্রশ্ন ও পাল্টা প্রশ্ন

ওয়াহীদ সাহেব বললেন- সূরা ফাতিহা পড়া ফরয এবং মুক্তাদী যদি সূরা ফাতিহা না পড়ে, তার নামায হয় না। তাহলে হানাফীরা পড়ে না কেনো?

আমি বললাম- নিম্নোক্ত বিষয়ে স্পষ্ট দু'টি আয়াত অথবা দু'টি হাদীছ আমাকে লিখে দিন। আমি আপনার চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

১. মুক্তাদীর ওপর সূরা ফাতিহা পড়া ফরয হওয়া মর্মে স্পষ্ট শব্দবহ একটি আয়াত বা হাদীছ এবং

২. নামাযের ফরযসমূহের প্রত্যেকটির প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিতবহ একটি আয়াত বা হাদীছ।

কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, আপনাদের সমস্ত আলেম মিলেও এমন আয়াত কিংবা হাদীছ লিখে দিতে পারবে না।

ওয়াহীদ সাহেব! আহলে সুন্নাতের দ্বীন পরিপূর্ণ। তাদের ফিকহগ্রন্থে ফরযসমূহের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আহলে হাদীসের মাযহাব অপূর্ণ। তারা হাদীছ থেকে সমস্ত ফরয বিধান দেখাতে অক্ষম।

ওয়াহীদ সহেব বললেন- এ কেমন কথা? যদি তারা দেখতে না পারে আমি সে অপূর্ণ মাযহাব ছেড়ে দেবো।

আমি বললাম- এখন পর্যন্ত আপনি নামাযের ফরযসমূহ সম্পর্কে..ই অবগত নন। দলীল সম্পর্কে অবগত হওয়া তো দূরের কথা। এ নামায কার অন্ধ তাকলীদে আদায় করছেন? তাকলীদ আপনাদের দৃষ্টিতে শিরক। তো নামায পড়ে নামাযী হচ্ছেন, না মুশরিক?

অভিযোগঃ

হানাফীরা রফয়ে ইয়াদাইন করে না, তাদের নামায সুন্নাত বিরোধী

ওয়াহীদ সাহেব বললেন- আঠার স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন না করা সুন্নাত। দশ স্থানে সর্বদা রফয়ে ইয়াদাইন করা সুন্নাত। সুতরাং হানাফীদের নামায সুন্নাত বিরোধী।

পাল্টা প্রশ্ন ও হাদীছ তলব

আমি বললাম- আমি আপনার মতো নামের আহলে হাদীছ না হয়ে কামের (পরিপূর্ণ) আহলে হাদীছ হতে চাই। সুতরাং এখানেও আপনি দু’টি হাদীছ পেশ করুন।

১. এমন একটি হাদীছ দেখান, যাতে স্পষ্ট রয়েছে যে, আঠার স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন না করা সুন্নত এবং দশ স্থানে করা সুন্নত।
২. এমন একটি হাদীছ দেখান, যাতে চার রাক‘আতবিশিষ্ট নামাযের সুন্নত আমলসমূহের স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

যদি এমন দু’টি হাদীছ দেখাতে পারেন, আমরা বুঝবো- আপনার মাযহাব পরিপূর্ণ। তিনি বললেন- এমর্মে কোনো হাদীছ আমার জানা নেই। আমি বললাম- বড় পরিতাপের বিষয়। সারা দুনিয়ার মুসলমানকে মুশরিক, বে-নামাযী বানাতে আপনাদের ক্লান্তি আসে না। অথচ নিজেদের সম্পর্কে উদাসীন! আপনাদের না নামাযের ফরযসমূহের হাদীছ জানা আছে, না আপনারা নামাযের সুন্নতসমূহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করতে পারবেন। কিয়ামতের দিন হিসাব কি পুরা নামাযের হবে, না শুধু এক ফরয ও এক সুন্নতের? নিজেদের প্রতি যত্নবান হোন এবং অন্যকে মুশরিক, বে-নামাযী বলা থেকে বিরত থাকুন। পারলে নিজেদের নামাযের পরিপূর্ণ মাসআলা হাদীছ থেকে প্রমাণ করুন।

আহলে হাদীছের দাবী: গোটা উম্মতের ইজমা, সূরা ফাতিহা ব্যতিত মুক্তাদীর নামায হয় না

ওয়াহীদ সাহেব বললেন- গোটা উম্মতের ঐকমত্য যে, সূরা ফাতিহা ব্যতিত মুক্তাদীর নামায হয় না।

খণ্ডন:
গোটা খাইরুললল কুরুনে এ দাবীর স্বপক্ষে একজনও ছিলেন না

আমি (আমীন সফদার রহ.) বললাম- গোটা উম্মত বলতে আপনি হয়তো কোনো দায়িত্ব-জ্ঞানহীন আহলে হাদীছকে বুঝাচ্ছেন। ওয়াহীদ সাহেব! আপনার হয়তো জানা নেই যে, এ মাসআলায় আপনাদের আহলে হাদীছ আলেমগণ বার বার রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। শুনুন- ইমাম আহমাদর ইবনে হাম্বল রহ. বলেন-

قَالَ أَحْمَدُ، مَا سَمِعْنَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ يَقُولُ: إنَّ الْإِمَامَ إذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ إذَا لَمْ يَقْرَأْ. وَقَالَ: هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَالتَّابِعُونَ، وَهَذَا مَالِكٌ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ وَهَذَا الثَّوْرِيُّ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَهَذَا الْأَوْزَاعِيُّ فِي أَهْلِ الشَّامِ ، وَهَذَا اللَّيْثُ فِي أَهْلِ مِصْرَ، مَا قَالُوا لِرَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ، وَقَرَأَ إمَامُهُ، وَلَمْ يَقْرَأْ هُوَ: صَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ.

আমরা কারো থেকে শুনিনি যে, যখন ইমাম উচ্চস্বরে কিরাআত পড়বে, তখন মুক্তাদী সূরা ফাতিহা না পড়লে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। তিনি বলেন- এ হলেন রাসূল সা. এবং তাঁর সাহাবা রা. ও তাবেঈন রহ. এবং আরবের মধ্যে এ হলেন ইমাম মালিক রহ., ইরাকে ইমাম সুফইয়ান ছাওরী রহ., শামে (সিরিয়া) ইমাম আওযায়ী রহ., মিশরে ইমাম লায়ছ রহ.; তাদের কেউ..ই বলেননি যে, কোনো ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামায আদায় করলো, ইমাম কিরাআত পড়লো, কিন্তু ওই ব্যক্তি কিরাআত পড়লো না, এর ফলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে।[৩৬]

---

[৩৬] ইমাম ইবনে কুদামা রহ.রচিত আল মুগনী-২:২৬২।

দায়িত্বশীল আহলে হাদীছ আলেমগণও এ ক্ষেত্রে ওইসব উগ্র আহলে হাদীছদের সাথে নেই

ওয়াহীদ সাহেব! জানা গেলো- ইমামের পেছনে কিরাআত তরককারীকে বে-নামাযী বলার ক্ষেত্রে পুরা খায়রুল কুরুনে কেউই আপনাদের সাথে সহমত পোষণ করেননি।[৩৭] এমনকি দায়িত্বশীল আহলে হাদীছ আলেমগণও ওই উগ্র আহলে হাদীছদের সাথে নেই। দেখুন-

আহলে হাদীছ আলেম মাওলানা ইরশাদুল হক আছরী সাহেব বলেন-

امام بخاری سے لیکر دور قریب کے محققین علمائے اہل حدیث تک کسی کی تصنیف میں یہ دعوی نہیں کیا گیا کہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز باطل ہے، وہ بے نماز ہے وغیرہ۔ اس لئے اگر آج بعض حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے، اسے پیش قدمی نہیں کہا جا سکتا، پھر جماعت کے نامور اور ذمہ دار حضرات میں بھی ان کا شمار نہیں ہوتا۔ (توضیح الکلام، از ارشاد الحق اثری-۱/۴۳)

ইমাম বুখারী রহ. থেকে নিয়ে নিকট অতীতের কোন বিশেষজ্ঞ আহলে হাদীছ আলেমও লেখেননি যে, ফাতিহা বর্জনকারী বে-নামাযী, তার নামায বাতিল ইত্যাদি। এ কারণে আজকাল কেউ কেউ যে পথ অবলম্বন করেছেন, তাকে অগ্রগমন বলা যায় না। আর ওইসব ব্যক্তি জামা'আতে আহলে হাদীছের দায়িত্বশীল ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মাঝেও গণ্য নন।[৩৮]

আরো দেখুন-

فاتحہ نہ پڑھنے والے پر تکفیر کا فتوی یا اس کے بے نماز ہونے کا فتوی امام شافعی رحمہ اللہ سے لے کر مولف خیر الکلام تک کسی ذمہ دار محقق عالم نے نہیں دیا۔ (توضیح الکلام، از ارشاد الحق اثری-۱/۷۷)

---

[৩৭] দেখুন.. ইমাম ইবনে মুবারক রহ. নিজে ইমামের পেছনে কিরাআত পড়া সত্ত্বেও বলেন-

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ وَالنَّاسُ يَقْرَءُونَ، إِلاَّ قَوْمًا مِنَ الكُوفِيِّينَ، وَأَرَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ صَلاَتُهُ جَائِزَةٌ. سنن الترمذي (١:٤١٠)

কুফাবাসীদের একটি দল ইমামের পেছনে কিরাআত পড়ে না। তবে আমি ইমামের পেছনে কিরাআত পড়ি এবং লোকেরাও পড়ে। তা সত্ত্বেও যারা ইমামের পেছনে কিরাআত পড়ে না, তাদের নামাযকে আমি শুদ্ধ মনে করি। (সুনানে তিরমিযী, ৩১২ নং হাদীছের অধীনে)

ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়া, রুকু পেলে রাক'আত পাওয়া, জানাযায় ফাতিহা পড়া তথা নামাযে ফাতিহা সংক্রান্ত যাবতীয় বিধান সম্পর্কে জানতে পড়ুন- *আল্লামা মোস্তফা নোমানী* হাফিযাহুল্লাহ-রচিত: ***'নামাযে ফাতিহা পড়ার বিধান'***।

[৩৮] আহলে হাদীছ আলেম ইরশাদুল হক আছরী সাহেব রচিত 'তাওযীহুল কালাম'- ১:৪৩।

ইমাম শাফেঈ রহ. থেকে নিয়ে 'খায়রুল কালামের' লেখক পর্যন্ত, কোনো বিদগ্ধ, দায়িত্বশীল আলেম- ইমামের পেছনে সূরা ফতিহা তরককারীর ওপর কুফর কিংবা বে-নামাযী হওয়ার ফাতওয়া দেননি। [৩৯]

আহলে হাদীছ আলেম ইরশাদুল হক আছরী সাহেব আরো লেখেন-

امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر تمام محققین علمائے حدیث میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو فاتحہ نہ پڑھے وہ بے نمازہے، کافر ہے۔ (توضیح الکلام، ازارشاد الحق اثری-۱/۵۱۷)

ইমাম বুখারী রহ. থেকে নিয়ে কোনো বিশেষজ্ঞ আহলে হাদীছ আলেম বলেননি যে, যে ব্যক্তি (ইমামের পেছনে) সূরা ফতিহা পড়বে না, সে বে-নামাযী, কাফির।[৪০]

আছরী সাহেব আরেক আহলে হাদীছ আলেম থেকে উদ্ধৃত করেন যে,

ہمارا تو مسلک ہے کہ فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ فروعی اختلافی ہونے کی بنا پر اجتہادی ہے۔ پس جو شخص حتی الامکان تحقیق کرے اور یہ سمجھے کہ فاتحہ فرض نہیں خواہ نماز جہری ہو یا سری، اپنی تحقیق پر عمل کرلے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔

(خیرالکلام از حافظ محمد گوندلوی، ص-33، وتوضیح الکلام ازارشاد الحق اثری، ص-۱/۳۰)

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো- ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া, শাখাগত মতভেদপূর্ণ মাসআলা হওয়ার কারণে বিষয়টি ইজতিহাদী। সুতরাং যে ব্যাক্তি যথাসাধ্য গবেষণা ও অনুসন্ধান করার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, (ইমামের পেছনে) ফাতিহা পড়া ফরয নয়। চাই নামায জাহরী হোক কিংবা সিররী এবং নিজ গবেষণা ও অনুসন্ধান অনুযায়ী আমল করবে, তার নামায বাতিল হবে না।[৪১]

---

[৩৯] ইরশাদুল হক আছরী রচিত 'তাওযীহুল কালাম'-১:১৯।

[৪০] তাওযীহুল কালাম–১:৫১৭।

[৪১] হাফেজ মুহাম্মদ গোন্দালভী রচিত 'খয়রুল কালাম', পৃ-৩৩ এবং ইরাশাদুল হক আছরী রচিত 'তওয়াহুল কালাম', ১:৪৫।

আহলে হাদীছ
গিরগিটির মতো ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়

ওয়াহীদ সাহেব এসব উর্দূ উদ্ধৃতিগুলো বারবার পড়ছিলেন। এক পর্যায়ে বললেন- আহলে হাদীসের মাযহাবও অনেক আশ্চর্য। বক্তৃতায় রাতদিন আমাদেরকে বলে যে, সব হানাফী বে-নামাযী। আবার বই-পুস্তকে এমন বক্তব্য ও মত পোষণকারী আহলে হাদীছকে অপক্ক ও দায়িত্বহীন আখ্যা দেয়! এ থেকে তো এটাই বুঝে আসে যে, আহলে সুন্নতের বিরোধিতা ব্যতিত তাদের সুনির্দিষ্ট কোন মতাদর্শ নেই। ঘরে বসে খুব বাহাদুরী দেখাবে, আহলে সুন্নতের মুখোমুখি হলে আত্মসমর্পন করবে। আর নিজ মাযহাবের লোকদেরকে অনভিজ্ঞ, দায়িত্বজ্ঞানহীন আখ্যা দেবে। মনে হচ্ছে যেনো, তারা গিরগিটির মতো..ই ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়।

অভিযোগঃ আহলে হদীছের বিরোধিতা করার জন্য হানাফীরা হিদায়ারও বিরোধিতা করছে

ওয়াহীদ সাহেব বললেন- অযথা বিরোধিতা এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার প্রবণতা তো হানাফীদের মাঝেও আছে। পূর্বেকার হানাফীদের মাঝে এমন অভ্যাস না থাকলেও বর্তমানের হানাফীরা তো না হাদীছ মানে, না ফিকহে হানাফী। দেখুন- হানাফীদের কিতাব হিদায়ায় আছে ...

১. পাগড়ীর উপর মাসাহ করা জায়েয।[৪২]
২. রাসূল সা. সর্বদা অন্ধকারে ফজরের নামায আদায় করতেন।[৪৩]
৩. আযানে তারজী' প্রমাণিত।[৪৪]
৪. মির্যা মাযহার জানেজাঁ রহ. সবর্দা সীনার উপর হাত বাঁধতেন।[৪৫]
৫. বিতর নামায এক রাকাআত। এ ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা হয়েছে।[৪৬]
৬. ইমাম ইবনে হুমাম রহ. বলেছেন- (বিতির নামাযে) রুকুর পরে কুনুত পড়ার হাদীছ সহীহ সূত্রে বর্ণিত।[৪৭]

---

[৪২] হিদায়া-১:১০।
[৪৩] হিদায়া-১:২৭১।
[৪৪] হিদায়া-১:২৯২।
[৪৫] হিদায়া-১:৩৯১।
[৪৬] হিদায়া-১:৫২৯।

কিন্তু আজকালকার হানাফীরা আহলে হাদীছের বিরোধিতা করার জন্য তাদের হিদায়ার মাসআলা অনুযায়ী আমল করে না।

খণ্ডন:

এ-সব হিদায়া প্রণেতার নামে জঘন্য মিথ্যাচার

আমি বললম- আপনি খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বরসহ হিদায়ার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু এ সবই মিথ্যা উদ্ধৃতি। আপনি যা বলেছেন 'হিদায়া'য় এর বিপরীত কথাই লেখা আছে। দেখুন-

১. হিদায়ায় বলা হয়েছে-

لَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَىْ الْعِمَامَةَ. (١/٤٠)

পাগড়ীর উপর মাসাহ করা জায়েয নয়।[৪৮]

২. হিদায়ায় বলা হয়েছে-

"وَيَسْتَحِبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ" لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ" (١/٦٦)

ফজরের নামায আলো প্রকাশ পেলে আদায় করা মুস্তাহাব। কেননা রাসূল সা. বলেছেন- আলো প্রকাশ পেলে তোমরা ফজরের নামায আদায় করো। তাহলে তোমাদের ছওয়াব বেশী হবে।[৪৯]

৩. 'তারজী' সম্পর্কে হিদায়ায় বলা হয়েছে-

وَلَنَا أَنَّهُ لَا تَرْجِيْعَ فِيْ الْمَشَاهِيْرِ. (١/٢١٠)

আযানে 'তারজী' করা সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।[৫০]

---

[৪৭] হিদায়া-১:৫৩০।

[৪৮] হিদায়া-১:৪০।

[৪৯] হিদায়া-১:৬৬।

[৫০] হিদায়া ১:২১০। আরো বলা হয়েছে-

وَصِفَةُ الْآذَانِ مَعْرُوْفَةٌ وَهُوَ كَمَا أَذَّنَ الْمَلَكُ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَلَا تَرْجِيْعَ فِيْهِ وَهُوَ أَنْ يُرَجِّعَ فَيَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ مَا خَفَضَ بِهِمَا.

আযানের পদ্ধতি প্রসিদ্ধ। তা হলো- আসমান থেকে অবতরণকারী ফেরেশতা যেমন আযান দিয়েছেন। তাঁর আযানে কোনো 'তারজী' ছিলো না। 'তারজী' বলা হয়- 'শাহাদাতাইন'কে প্রথমে অনুচ্চ স্বরে বলার পর আবার উচ্চ স্বরে বলা। (প্রাগুক্ত)

৪. মির্যা মাযহার জানেজাঁ রহ.’র মৃত্যু **১১১১** হিজরী সনে। আর হিদায়াপ্রণেতা ৫৯০ হিজরী সনে পরলোক গমন করেন।[৫১] তো (কমপক্ষে ৫২১ বছর) প্রায় ৬০০ বছর পূর্বের কিতাবে তার সীনার উপর হাত বাঁধার কাহিনী কিভাবে স্থান পাবে? আপনারা তো কারামতকেও[৫২] শিরক মনে করেন!

৫. বিতর নামাযের রাকাআত সংখ্যার ব্যাপারে হিদায়া-য় লিখা হয়েছে ...

وَحَكَىٰ الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللهُ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَىْ الثَّلَاثِ-

ইমাম হাসান বসরী রহ. বিতর নামায তিন রাকাআত হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা বর্ণনা করেছেন।[৫৩]

৬. ইবনে হুমাম রহ. ৮৬১ হিজরী সনে মৃত্যু বরণ করেছেন।[৫৪] আর হিদায়াপ্রণেতা মৃত্যু বরণ করেছেন ৫৯০ হিজরী সনে। তো

---

[৫১] **হিদায়াপ্রণেতার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত**

হিদায়া প্রণেতার নাম আলী। উপনাম আবুল হাসান। উপাধি বুরহানুদ্দীন। নসবক্রম হলো- আবুল হাসান বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর ইবনে আব্দুল জলীল ইবনে খলীল ইবনে আবু বকর হাবীব। তাঁর নসবক্রম গিয়ে আবু বকর রা.’র সাথে মিলিত হয়। তিনি ৮ রজব, ৫১১ হিজরী, রোজ সোমবার আসরের পরে ‘মারগীনানে’ (স্থানের নাম) জন্ম গ্রহণ করেন। ৫৪৪ হিজরীতে তিনি মক্কা-মদীনা সফর করেছেন। ১৪ যিলহজ্জ, ৫৯৩ অথবা ৫৯৬ হিজরী, রোজ মঙ্গলবার এ মহান মনীষী, ইলমে ফিক্বহ’র এ উজ্জ্বল নক্ষত্র ইন্তিকাল করেছেন। মৃত্যুর পরে তাঁকে সমরকন্দে সমাহিত করা হয়েছে।

(হানীফ গঙ্গুহী রহ.রচিত যফারুল মুহাস্‌সিলীন-২৫৪, ২৫৭ ও ২৫৮)

[৫২] আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা হলো- كَرَمَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ ওলীগণের কারামাত সত্য। (শরহে আক্বায়েদে নসফী)

[৫৩] হিদায়া, ১:৬৬। বিতর নামাযের রাক‘আত সংখ্যা ও আদায়ের পদ্ধতি হলো-

قَالَ: الْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكْعَاتٍ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا [أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ] وَحَكَىٰ الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللهُ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَىْ الثَّلَاثِ.

বিতর নামায তিন রাক‘আত, যার মাঝে সালাম দিয়ে বিচ্ছিন্ন করা হবে না। কেননা আয়েশা রা. বলেছেন- রাসূল সা. তিন রাক‘আত বিতর নামায আদায় করতেন। এবং হাসান রহ. বিতর তিন রাক‘আত হওয়ার ওপর মুসলমানদের ইজমা নকল করেছেন।

(হিদায়া, ১:৬৬)

[৫৪] **ইবনে হুমাম রহ.-র সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত**

ইবনুল হুমাম রহ.। হুমামুদ্দীন তাঁর পিতার উপাধি। সেখান থেকেই তিনি ইবনে হুমাম নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তবে তাঁর মূল নাম হলো মুহাম্মাদ। উপাধি- কামালুদ্দীন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল ওয়াহিদ। দাদার নাম আব্দুল হামীদ। পরদাদা. মাসঊদ। তিনি ৭৮৮

ইবনে হুমাম রহ. জন্মের প্রায় তিনশ বছর পূর্বে হিদায়ায় রুকুর পরে কুনুতের মাসআলা কিভাবে লিখলেন?[৫৫]

ওয়াহীদ সাহেব বললেন- এসব হাওয়ালা আমাদের মৌলভী ইউসুফ সাহেব জয়পুরী তার 'হাকিকাতুল ফিকহ' গ্রন্থে লিখেছেন। যদি এসব হাওয়ালা ভুল হয় এবং যদি আমি আরবী হিদায়া থেকে এসব দেখাতে না পারি, তাহলে আহলে হাদীছ মাযহাব মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকবে না।

আমি বললাম- আপনার চাহিদার প্রেক্ষিতে ইতোপূর্বেও আমি আপনার কাছে দু'টি হাদীছ তলব করেছিলাম, দেখাতে পারেননি। আপনি নামাযের ফরযসমূহ, সুন্নতসমূহ হাদীছ থেকে দেখাতে পারেননি। অথচ ফিকহে হানাফী সম্পর্কে এক নিঃশ্বাসে ছয়টি মিথ্যা বলে দিলেন। এসব মিথ্যা দাবীরও কোন প্রমাণ আপনি দেখাতে পারবেন না। ইনসাফের সাথে বলুন- অহেতুক বিরোধিতা এবং মিথ্যা প্রচারণার আশ্রয় কারা নেয়, আহনাফ না আহলে হাদীছ?

হানাফীদের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ আহলে হাদীছকে কোথায় নিয়ে গেছে!

আমি বললাম- এদেশে ইসলাম হানাফীরাই এনেছে, তারা কুরআন এনেছে, ফিকহ এনেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুসলমান বানিয়েছে।[৫৬] কিন্তু এ দলটি জন্ম গ্রহণ করার পর হানাফীদের বিরোধিতাই তারা তাদের প্রাত্যহিক কর্মসূচি বানিয়ে নিয়েছে। কয়েকটি নমূনা দেখুন-

---

বা ৭৯০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। হিদায়ার ওপর তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল ক্বাদীর লিল আজেযিল ফক্বীর' প্রকৃত অর্থেই অতুলনীয়। ৮২৯ হিজরীতে তিনি 'ফাতহুল ক্বাদীর' রচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের কথা হলো- কিতাবুল ওয়াকালাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই ৭ রমাদান, ৮৬১ হিজরী, রোজ জুমাবার তাঁর ইনতিকাল হয়ে যায়। তিনি 'হালাবে' (স্থানের নাম) মৃত্যু বরণ করেছেন। রহিমাহুল্লাহু তাআলা।

(যফারুল মুহাস্সিলীন: ২৯৮-৩০০)

[৫৫] ইবনে হুমাম রহ. কেনো, অন্য কোনো হানাফী আলেম থেকেও অনুরূপ কথা বিবৃত হয়নি। বরং হিদায়ায় তো রুবকুর পরে দু'আয়ে কুনুত পড়ার কথাই বলা হয়েছে। দেখুন- وَيَقْنُتُ فِيْ الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ. এবং তৃতীয় রাকাআতে রুকুর পূর্বে দু'আয়ে কুনুত পড়বে। (১:৬৬)

[৫৬] এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মুতাকাল্লিমে ইসলাম আল্লামা ইলিয়াস ঘুম্মান দা.বা. এর 'আহলে হাদীছ পাক ও হিন্দ কা তাহকীকী জায়েযা' অধ্যয়ন করতে পারেন।

১. হানাফীদের নিকট মনী (বীর্য) নাপাক।[৫৭] তারা বলে বীর্য পাক।[৫৮]

২. হানাফী মাযহাব অনুসারে- অল্প পানিতে (যেমন এক লোটা) সামান্য নাপাকী পতিত হলেও পানি নাপাক হয়ে যাবে। যদিও এর দ্বারা পানির রং, গন্ধ, স্বাদে কোনো পরিবর্তন না আসে।[৫৯] কিন্তু আহলে হাদীছ আলেম হাকীম সাদেক শিয়ালকোটি সাহেব লিখেছেন- যতক্ষণ পর্যন্ত পানির তিনও গুণ (রং, গন্ধ, স্বাদ) পরিবর্তন না হবে, পানি নাপাক হবে না।[৬০]

৩. হানাফী মাযহাব অনুসারে- পেশাব যেমন নাপাক, খমরও (মদ) অনুরূপ নাপাক।[৬১] কিন্তু আহলে হাদীছ আলেম নওয়াব ওয়াহীদুয যামান সাহেব লিখেছেন- মদ পাক।[৬২]

৪. হানাফী মাযহাব হলো- ইস্তেঞ্জার সময় কিবলার দিকে মুখও করবে না, পিঠও দিবে না।[৬৩] আহলে হাদীছের মাযহাব হলো-

وَلَا يَكْرَهُ الْاسْتِقْبَالُ وَالْاسْتِدْبَارُ لِلْاسْتِنْجَاءِ. (نزل الأبْرَار-١/٥٣)

ইস্তেঞ্জার সময় কিবলার দিকে মুখ করে কিংবা পিঠ দিয়ে বসা মাকরূহ নয়।[৬৪]

---

[৫৭] ইমাম ইবনে হুমাম হানাফী রহ. বলেন-

وَالْمَنِيُّ نَجِسٌ. (فتح القدير) মনী (বীর্য) নাপাক। (ফাতহুল ক্বদীর, ১:১৯৬)

[৫৮] আরফুল জাদী-১০, কানযুল হাকায়েক-১২, নাযলুল আবরার-১:৪৯,বুদুরুল আহিল্লা-১৫।

[৫৯] আল্লামা কাসানী হানাফী রহ. বলেন-

وَالنَّجَاسَةُ – وَإِنْ قَلَّتْ – مَتَىٰ لَاقَتْ مَاءً قَلِيْلًا تُنَجِّسُهُ. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)

নাপাকী যদিও অল্প হয়, তবুও অল্প পানিতে নাপাকী পতিত হলে, পানি নাপাক হয়ে যাবে। (বদায়ে', ১:৭৮)

[৬০] সালাতুর রাসূল সা.-৫৩।

[৬১] আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ-য় বলা হয়েছে-

ذَهَبَ جُمْهُوْرُ الْفُقَهَاءِ إِلَىٰ أَنَّ الْخَمْرَ نَجَسَةٌ كَالْبَوْلِ وَالدَّمِ. (الموسوعة الفقهية الكويتية)

জুমহুর ফুকাহার মত হলো- খমর (মদ) নাপাক, যেমন পেশাব ও রক্ত নাপাক। (আলমাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ, ৪০:৯৩)

[৬২] নযলুল অবরার, ১:৪৯।

[৬৩] আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ নাসাফী রহ. (মৃত্যু-৭১০ হি.) বলেন-

كُرِهَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْفَرْجِ فِي الْخَلَاءِ وَاسْتِدْبَارُهَا. (كنز الدقائق-١٥)

[৬৪] নযলুল আবরার-১:৫৩।

৫. হানাফী মাযহাব হলো- বিনা ওযুতে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা না-জায়েয।[৬৫] আহলে হাদীছ মাযহাব হলো-

محدث را مس مصحف جائز باشد۔ (عرف الجادی-۱۵)

ওযুহীন ব্যক্তির জন্য কুরআন শরীফ স্পর্শ করা বৈধ।[৬৬]

৬. হানাফী মাযহাব হলো- মৃতপ্রাণী, শুকর ও রক্ত নাপাক।[৬৭] আহলে হাদীছের মাযহাব হলো পাক।[৬৮]

আহলে হাদীছের ‘এহইয়ায়ে সুন্নাতে’র নমুনাঃ ইস্‌তিন্‌জাখানা ভেঙ্গে কিবলামুখী করে পুনঃনির্মাণ

মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহ. বলেন-

ایک اور اعجوبہ سماعت فرمائیں۔ آبادی کے اندر بول و براز کی حالت میں قبلہ کی طرف رخ کرنے کا جواز مختلف فیہ ہے، اس لئے احتیاط بہر حال اس میں ہے کہ اس سے احتراز کیا جائے، مگر اہل حدیث کے ہاں تو دوسرے مذاہب کی مخالفت ہی بہت بڑا جہاد ہے، چنانچہ کراچی میں انہوں اپنی مسجد کے استنجا خانے گراکر از سرنو تعمیر کرائے ہیں، وجہ دریافت کرنے پر ارشاد ہوا کہ یہ سنت چودہ سو سال سے مردہ تھی، ہم نے اس کو زندہ کیا ہے۔ الْحَمْدُ لله الَّذِيْ عَافَانَا مِمَّا ابْتِلَاكُمْ بِهِ.

---

[৬৫] দেখুন-

فَلِلْحَدَثِ أَحْكَامٌ ، وَهِيَ ....، وَلَا مَسُّ الْمُصْحَفِ مِنْ غَيْرِ غِلَافٍ عِنْدَنَا، (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) وَكَذَا الْمُحْدِثُ لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلَّا بِغِلَافِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ} (الهداية)

ওযুহীন ব্যক্তি গিলাফ ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করবে না। কেননা রাসূল সা. বলেছেন- কুরআন শুধু পবিত্র ব্যক্তিই স্পর্শ করবে। (হিদায়া, ১:৩৩ ও বদায়ে’, ১:৩৩)

[৬৬] আরফুল জাদী ১৫।

[৬৭] আলবাহরুর রায়েক্ব ও বাদায়ে’উস সানায়ে’।

وأما الخنزير فشعره وعظمه وجميع أجزائه نجسة. (البحر الرائق)

(وَأَمَّا) أَنْوَاعُ الْأَنْجَاسِ فَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ : أَنْ كُلَّ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ مِمَّا يَجِبُ بِخُرُوجِهِ الْوُضُوءُ أَوْ الْغُسْلُ فَهُوَ نَجِسٌ ، مِنْ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْوَدْيِ وَالْمَذْيِ وَالْمَنِيِّ ، وَدَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَالدَّمِ السَّائِلِ مِنْ الْجُرْحِ وَالصَّدِيدِ وَالْقَيْءِ مِلْءَ الْفَمِ.(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)

[৬৮] বুদুরুল আহিল্লাহ, আরফুল জাদী-১০।

(নবী প্রেমের) আরো একটি অদ্ভুত কিচ্ছা শুনুন। খোলা ময়দানে পেশাব-পায়খানা করার সময় কিবলামুখী হওয়ার বিষয়টি মতভেদযুক্ত। সুতরাং কিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা না করাই সতর্কতার দাবী। কিন্ত আহলে হাদীছের নিকট তো অন্য মাযহাবের বিরোধিতাই সবচে' বড় জিহাদ। এ জন্য করাচীতে তারা তাদের মসজিদের ইস্তেঞ্জাখানা ভেঙ্গে কিবলার দিকে মুখ করে পুনঃনির্মাণ করেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে, তাদের উত্তর- এ সুন্নত ১৪০০ বছর পর্যন্ত মৃত ছিলো। আমরা যিন্দা করেছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانَا مِمَّا ابْتَلَاكُمْ بِهِ ।[৬৯]

অভিযোগ:
আহলে হাদীছ যদি হানাফীদের বিরোধিতা করে, তাহলে হানাফীরা বিরোধিতা করে রাসূলের হাদীছের

ওয়াহীদ সাহেব বললেন- আহলে হাদীছ যদি হানাফীদের বিরোধিতা করে, তাহলে হানাফীরা বিরোধিতা করে হাদীছে রাসূলের । দেখুন-

> রাসূল সাঃ বলেছেন- কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করো। কিন্তু বেহেশতী যেওরে বলা হয়েছে সাতবার নয়, তিনবার ধৌত করো।

দেখুন, মক্কার দ্বীন কুফায় গিয়ে কিভাবে বিকৃত হয়েছে! এমন বিরোধিতার কোনো মানে হয় যে, রাসূল সা. একটা বলবেন, আর ইমাম বলবেন তার বিপরীত?

খণ্ডন ও সঠিক সমাধান

আমি বললাম- ওয়াহীদ সাহেব! আতা রহ.ছিলেন মক্কা শরীফের মুফতী এবং তিনি দু'শ জন সাহবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ পেয়েছেন[৭০]। তিনি আবু

---

[৬৯] আল্লাম মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহ., আহসানুল ফাতাওয়া-৩:১০৯, প্রবন্ধঃ 'নাইলুল মারাম'।

[৭০] **আতা ইবনে আবু রবাহ রহ.-র সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ও ইলমী মাক্বাম**

আতা ইবনে আবু রবার রহ.। তাঁর পিতার নাম আসলাম। তিনি ২৭ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁর মৃত্যু ১১৪ বা ১১৫ হিজরীতে। ইমাম দারাকুতনী রহ. খালেদ ইবনে আবু নওফ থেকে বর্ণনা করেন, আত্বা রহ. বলেছেন- 'আমি রাসূল সা.'র সাহাবাগণ থেকে

হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সা. বলেছেন- কুকুর যদি তোমদের কারো পাত্রে মুখ দেয়, পাত্রটি তিনবার ধুয়ে নিবে।[৭১] আতা রহ. আবু হুরায়রা রা. এর ফাতওয়া এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, তিনবার ধুয়ে নিবে।[৭২] আতা রহ. আরো বলেন- কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে, সে ক্ষেত্রে আমি তিনবার ধোয়ার কথাও শুনেছি, পাঁচবার ধোয়ার কথাও শুনেছি, সাতবার ধোয়ার কথাও শুনেছি।[৭৩]

ওয়াহীদ সাহেব! আফসোস, আপনি বেহেশতী যেওর সম্পর্কে বলে দিলেন যে, সেখানে সাতবার ধৌত করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ থানভী রহ. তো অতি সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেছেন-

کتے کا جھوٹا نجس ہے، اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاوے گا، چاہے مٹی کا برتن ہو چاہے تانبے وغیرہ کا، دھونے سے سب پاک ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ سات مرتبہ دھووے اور ایک مرتبہ مٹی لگا کر مانجھ بھی ڈالے کہ خوب صاف ہو جاوے۔ (بہشتی زیور، حصہ اول، جانوروں کے جھوٹوں کا بیان۔ مسئلہ:۲)

কুকুরের ঝুটা নাপাক। যদি কোনো পাত্রে কুকুর মুখ দেয়, তা তিনবার ধোয়ার দ্বারা পবিত্র হয়ে যাবে। চাই মাটির পাত্র হোক কিংবা তামা ইত্যাদির। তবে উত্তম হলো- সাতবার ধৌত করবে

---

২০০ জনের সাক্ষাত পেয়েছি।' ইমাম আবু দাউদ রহ. সুফইয়ান ছাওরী রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার ইবনে সাঈদ রহ.'র মা এক বার মাসআলা জানার জন্য ইবনে আব্বাস রা.'র কাছে প্রেরণ করলে। তখন ইবনে আব্বাস রা. বলেন- হে মক্কাবাসী! তোমরা আমার কাছে আসছো! অথচ তোমাদের কাছে আত্বা ইবনে আবু রবাহ রয়েছে। আবু হাযেম আ'রজ রহ. বলেন- ফাতওয়ার ক্ষেত্রে আত্বা রহ. মক্কাবাসীদের মধ্যে ওপরে ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ দীবাজ রহ. বলেন- আমি আত্বা রহ. থেকে কোনো উত্তম মুফতী দেখিনি। আবু আসেম ছাকাফী রহ. বলেন- আমি আবু জা'ফর রহ.কে তাঁর নিকট আগত লোকদেরকে বলতে শুনেছি- তোমাদের উচিৎ হলো আত্বা রহ.'র নিকট গমন করা। আল্লাহর কসম, তিনি তোমাদের জন্য আমার তুলনায় উত্তম। (ইমাম যাহবী রহ.রচিত 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা': ৫:৭৮ থেকে ৫:৮৮, মিশকাতপ্রণেতা রচিত 'ইকমাল'-৬১১ ও আল্লামা ইবনে হাজ্র রহ. রচিত 'তাহযীবুল কামাল'।)

[৭১] ইবনে আদী কৃত 'আল-কামেল'।

[৭২] দারাকুতনী, ১:৬৬।

[৭৩] মুসন্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ১:৯৭।

এবং একবার মাটি দিয়ে মেজে নিবে। যাতে খুব পরিস্কার হয়ে যায়।[৭৪]

ওয়াহীদ সাহেব! বলুন- এটা কোন হাদীছের বিপরীত? এবার তাহলে নওয়াব সিদ্দিক হসান খাঁনের বক্তব্যও শুনুন! তিনি বলেন-

کتے کے منہ ڈالنے والی حدیث پورے لتے، اس کے خون، بال اور پسینے کے

ناپاک ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔ (بدور الاہلہ-١٦)

কুকুর পাত্রে মুখ দেয়া সংক্রান্ত হাদীসটি, কুকুরের রক্ত, পশম, ঘাম ইত্যাদি নাপাক হওয়ার অর্থ প্রদান করে না।[৭৫]

নওয়াব ওয়াহীদুয যামান সাহেব বলেন-

لوگوں نے کتے، خنزیر اور ان کے جھوٹے کے متعلق اختلاف کیا ہے۔

زیادہ راجح یہ ہے کہ ان کا جھوٹا پاک ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے کتے کے

پیشاب، پاخانہ کے متعلق اختلاف کیا ہے۔ حق بات یہ ہے کہ ان کے نا

پاک ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ (نزل الابرار-١/٥٠)

লোকেরা কুকুর, শুকর ও এগুলোর ঝুটা নিয়ে ইখতিলাফ (মতবিরোধ) করেছে। এক্ষেত্রে অধিক নির্ভরযোগ্য মত হলো- এগুলোর ঝুটা পাক। অনুরূপ লোকেরা কুকুরের পেশাব-পায়খানা নিয়ে মতবিরোধ করেছে। সঠিক কথা হলো- এসবের নাপাক হওয়ার কোন দলীল নেই।[৭৬]

ওয়াহীদ সাহেব! দেখলেন তো কুকুরের প্রতি কতো গভীর ভালবাসা! আপনাদের নিকট- কুকুরের রক্ত, মুত্র, মল, লালা ও ঝুটা; সবই পাক।

---

[৭৪] বেহশতী যেওর, প্রথম খন্ড, প্রাণীর ঝুটা পরিচ্চেদ, মাসআলা নম্বর-২।

[৭৫] বুদুরুল আহিল্লা-১৬।

[৭৬] নযলুল আবরার- ১:৫০।

অভিযোগঃ
হেকায়াতে সাহাবায় পরস্পর বিরোধী ঘটনা রয়েছে

ওয়াহীদ সাহেব বলেন- হেকায়াতে সাহাবায় শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া রহ. পরস্পর বিরোধী হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ‘হেকায়াতে সাহাবা’র এক স্থানে লিখেছেন-

হানযালা রা. বলেন- যখন আমরা স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন আমাদের ওই অবস্থা অবশিষ্ট থাকে না, যা রাসূল সা.’র সাহচর্যে পয়দা হয়। এ জন্য আমার নিজের ওপর নিফাকের (মুনাফিক হয়ে যাওয়ার) ভয় হয়।[৭৭]

---

[৭৭] ‘হেকায়াতে সাহাবা’-৩৭, باب دوم: اللہ جل جلالہ کا خوف اور ڈر ।

সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে আল্লাহর ভয়ের নমূনা

عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ حَنْظَلَةَ الأُسَيِّدِىِّ قَالَ – وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ – لَقِيَنِى أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ ؟ يَا حَنْظَلَةُ ! قَالَ : قُلْتُ – نَافَقَ حَنْظَلَةُ . قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ ، مَا تَقُولُ! قَالَ: قُلْتُ – نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْىَ عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَوَاللَّهِ، إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ! يَا رَسُولَ اللَّهِ !. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: « وَمَا ذَاكَ ! ». قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْىَ عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم :- « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِى وَفِى الذِّكْرِ ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِى طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ! سَاعَةً وَسَاعَةً ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. (رواه الإمام مسلم ٧١٤٢)

আবু উসমান নাহদী ← হানযালা উসাইদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন রাসূল সা.’র ওহী লেখকবৃন্দের একজন। হানযালা রা. বলেন- আবু বকর রা. আমার সাথে মিলিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন- হানযালা! কেমন আছো? হানযালা রা. বলেন, আমি বললাম- হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। আবু বকর রা. বললেন- আশ্চর্য কথা, তুমি কী বলছো? আমি বললাম- আমরা রাসূল সা.’র কাছে থাকি। তিনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করেন। মনে হয় যেনো তা আমাদের চোখের সামনে। এরপর যখন আমরা রাসূল সা.’র কাছ থেকে বের হয়ে যাই, স্ত্রী-সন্তান ও চাষাবাদ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন রাসূল সা.’র আলোচিত অনেক কিছুই ভুলে যাই। এ কথা শুনে আবু বকর রা. বলেন- আল্লাহর কসম, আমার অবস্থাও তো অনুরূপ। এরপর আমি ও আবু বকর রাসূল সা.’র নিকট যাই। বলি, হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আবার 'হেকায়াতে সাহাবা'র অন্য স্থানে লিখেছেন-

> হানযালা রা. নব বিবাহিত ছিলেন। জিহাদের ডাক শুনে তিনি গোসল ছাড়াই আংশ গ্রহণ করেন এবং শাহাদাত বরণ করেন। তখন ফিরিশতারা তার গোসলের ব্যবস্থা করেছিলো।[৭৮]

প্রশ্ন হলো- তাহলে হানাযালা রা.'র সন্তান কোথায়, যাদের নিয়ে মাশগুল হওয়ার কারণে তিনি মুনাফিক হয়ে যাওয়ার ভয় করছিলেন? এসব পরস্পর বিরোধী বর্ণনার কারণে শিক্ষিতশ্রেণী দিন দিন এ কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

খণ্ডন:

এই হানযালা আর ওই হানযালা একব্যক্তি নয়

আমি বললাম- আল-হামদু লিল্লাহ, এ কিতাবের কারণে শিক্ষিত দুনিয়া দিন দিন দ্বীনের প্রতি ঝুঁকছে। আর মুর্খ ও ধূর্তদের চিকিৎসার সাধ্য কারো নেই। আপনি উল্লিখিত যে ঘটনাদ্বয়ের মাঝে বিরোধ খুঁজে পেয়েছেন, তা মূলতঃ দু'জন সাহাবীর ঘটনা। আর দু'জন সাহবী কর্তৃক সংঘটিত দুই ঘটনায় বিরোধ আবিস্কার করতে পারা আপনাদের পক্ষেই সম্ভব। দেখুন- যে ঘটনায় হানযালা রা. নিফাকের (মুনাফিক হয়ে যাওয়ার) ভয় পাচ্ছিলেন, তিনি হলেন রাসূল সা. এর কাতিব (ওহী লেখক) হানযালা ইবনুর রুবায়্যি। আর যে হানযালা রা.কে ফিরিশতারা গোসল দিয়েছিলেন, তিনি হলেন- হানযালা ইবনে মালেক রা.।[৭৯]

তখন রাসূল সা. বলেন- সেকি? আমি বললাম- আমরা আপনার কাছে থাকা অবস্থায় যখন আপনি জান্নাত-জাহান্নাম নিয়ে আলোচনা করেন, মনে হয় যেনো তা আমাদের চোখের সামনে। এরপর আমরা যখন আপনার কাছ থেকে বের হয়ে যাই, স্ত্রী-সন্তান ও চাষাবাদ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন অনেক কিছুই ভুলে যাই। তখন রাসূল সা. বলেন- ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ- আমার কাছে তোমরা যে অবস্থায় থাকো, যদি সে অবস্থা ও যিক্‌রের ওপর সর্বদা অব্যাহত থাকতে, তাহলে অবশ্যই পথে ও বিছানায় ফিরিশতা তোমাদের সাথে মুসাফাহা করতো। কিন্তু হে হানযালা! (মানুষের কিছু মানবিক চাহিদা, দায়িত্ব ও প্রয়োজন থাকে। তাই এমন অবস্তা) কখনো কখনো (অর্জিত হয়, সর্বদা হয় না)। এ কথা রাসূল সা. তিনবার বললেন। [সহীহ মুসলিম: ৭১৪২]

[৭৮] 'হেকায়াতে সাহাবা'-৭৫, باب ہفتم : بہادری دیلاری اور موت کا شوق।

[৭৯] 'মিরকাতুল মাফাতীহ' থেকে মিশকাতুল মাসাবীহ-র টীকা-৬, পৃষ্ঠা-১:১৯৭।
'হেকায়াতে সাহাবার ওপর পরস্পর বিপরীত ঘটনা বর্ণনার অভিযোগ ও তার বাস্তবতা' দেখুন- এই কিতাবের শেষে **'বিশেষ সংযোজন-২'** পৃষ্ঠা-৭৭। এবং **বিশেষ সংযোজন-৪**, পৃষ্ঠা-৮৭।

মোক্ষম হাতিয়ার হাতছাড়া হওয়ার স্বীকারোক্তি

এ সমাধান ওয়াহীদ সাহেবের সামনে পরিবেশন করার পর তার পেরেশান মুখ থেকে শুধু 'তওবা তওবা' বের হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন- এ প্রশ্নকে তো আমরা মোক্ষম সুযোগ এবং উপযুক্ত হতিয়ার মনে করতাম। যাকে তাকে আটকানোর জন্য এ প্রশ্ন উত্থাপন করতাম। এ প্রশ্ন দ্বারা কত লোককে..ই-না পেরেশান করেছি! এখন না বুঝতে পারলাম- এ ছিলো আমাদের অজ্ঞতা, ইলমের কমতি। আল্লাহ যেনো আমাদের মাফ করে দেন।

অভিযোগ:
'হেকায়াতে সাহাবা'য় কুরআন বিরোধী ঘটনা রয়েছে

ওয়াহীদ সাহেব বললেন- কুরআনের দলীলের দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, 'রক্তপান করা হারাম'।[৮০] অথচ শায়খুল হাদীছ রহ. লিখেছেন-

> দু'জন সাহাবা রাসূল সা.'র রক্ত পান করেছেন। এ ঘটনা জানার পরও রাসূল সা. কোনো প্রকার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি। বরং বলেছেন- যার রক্তের সাথে আমার রক্ত মিলিত হয়েছে, তাকে কোনো দিন জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। [৮১]

শায়খুল হাদীছ রহ.'র বর্ণনা থেকে বুঝা যায়- আল্লাহর রাসূল সা. কুরআনের বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছেন, না'ঊযু বিল্লাহ। এমন কথা কল্পনা করাও তো ঈমানবিধ্বংসী![৮২]

খণ্ডন:
হাদীছের ঘটনাদ্বয় কুরআনের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার

আমি বললাম- যে দু'জন সাহাবী সম্পর্কে রাসূল স.'র রক্ত পান করার কথা বলা হয়েছে, তাঁদের **একজন** হলেন- আবু সাঈদ খুদরী রা.'র পিতা মালেক ইবনে সিনান রা.।

---

[৮০] প্রবাহিত রক্তের বিধান সম্বলিত কুরআনের আয়াতসমূহ: সূরা আন'আম-১৪৫, সূরা বাক্বারা-১৭৩, সূরা নহ্‌ল-১১৫ ও সূরা মায়েদা-৩।

[৮১] হেকায়াতে সাহাবা-১৭২, ১৭৩; بارہواں باب: حضور اقدس ﷺ کے ساتھ محبت کے واقعات।

[৮২] এ জাতীয় আরো একটি অভিযোগ ও তার সমাধান দেখুন- পৃ-০০, **বিশেষ সংযোজন-৪: তাবলীগঅলাদের কিতাবে রাসূল বিরোধী শিক্ষার অভিযোগ ও তার বাস্তবতা।**

হাফেজ ইবনে হাজার আসকলানী রহ. 'আল-ইসাবাহ' গ্রন্থে[৮৩] এবং হাফেজ ইবনে আব্দুল বার্ রহ. 'আল-ইস্তিয়াব' গ্রন্থে[৮৪] তাঁর এ ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। এখন আপনি কি শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া রহ.'র সাথে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ও হাফেজ ইবনে আব্দুল বার্র রহ.'র প্রতিও একই ভাষায় অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করবেন?

আপনি হয়তো জেনে থাকবেন- উহুদ যুদ্ধে শাহাদতের সুধা পানকারী সৌভাগ্যবানদের কেউ কেউ যুদ্ধের পূর্বে শরাবও পান করেছিলেন।[৮৫] কেননা শরাবের নিষিদ্ধতা তখনও অবতীর্ণ হয়নি। (নাযিল হয়েছে তৃতীয়

---

[৮৩] আল-ইসাবাহ-৩:৩৪৬।

بنت أبي سعيد تحدّث عن أبيها قَالَ: أُصِيْبَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ مَالِكُ بْنُ سِنَانٍ فَمَصَّ الْدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ ازْدَرَدَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَنْظُرُ إِلَىْ مَنْ خَالَطَ دَمُهُ دَمِىْ فَلْيَنْظُرْ إِلَىْ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْسَّكَنْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ رِوَايَةِ مُصْعَبِ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ رَبِيْحِ بْنِ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ بِنَحْوِهِ. (٧٦٥١:الاصابة في تميز الصحابة)

উম্মে আব্দুর রহমান রহ. তাঁর পিতা আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, (উহুদ যুদ্ধের দিন) রাসূল সা.'র চেহারা আক্রান্ত হয়েছিলো। তখন (তাঁর পিতা) মালেক ইবনে সিনান রা. সেদিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি রাসূল সা.'র চেহারা থেকে রক্ত চুষে নেন এবং গিলে ফেলেন। তখন রাসূল সা. বলেন- আমার রক্ত যার রক্তের সাথে মিশ্রিত হয়েছে, তাকে যদি কেউ দেখতে চাও, তবে মালেক ইবনে সিনানকে দেখো। সনদের ভিন্নতা সহ ইবনুস সকন রহ.ও এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। (আল-ইসাবাহ-৭৬৫১, ৫:৫৩৮)

[৮৪] আল-ইস্তিআব, ৩:৩৭০।

[৮৫] তাফসীরে কুরতুবী: সূরা মায়েদা: আয়াত-৯০, ৯৩।

وَقَالَ الْنَّاسُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ، نَاسٌ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، [وَنَاسٌ] مَاتُوْا عَلَىْ شُرْبِهِمْ كَانُوْا يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ وَيَأْكُلُوْنَ الْمَيْسِرَ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ رِجْسًا مِنْ عَمَلِ الْشَّيْطَانِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىْ: { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا } إِلَىْ آخِرِ الآيَةِ، وَقَالَ الْنَّبِيُّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ لَتَرَكُوْهُ كَمَا تَرَكْتُمْ". انفرد به أحمد. (ابن كثير: تفسير سورة المائدة: الآية » ٩٠-٩١)

শরাব ও জুয়া নাপাক ও হারাম হওয়ার বিধান সম্বলিত সূরা মায়েদার আয়াত (৯০-৯১) যখন অবতীর্ণ হয়, তখন লোকেরা বলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুকে মারা গেছে, অথচ সে শরাব পান করতো! অমুকে মারা গেছে, অথচ মৃত্যুর আগে সে জুয়া খেলতো! তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়েদার ৯৩ নং আয়াত অবতীর্ণ করেন। আর রাসূল সা. বলেন- সমস্যা নেই। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিবেন। কেননা তারা জীবত থাকাকালীন..ই) যদি এসব হারাম করা হতো, তারাও বিরত থাকতো, যেমন তোমরা বিরত থাকছো।

(ইবনে কাছীর, সূরা মায়েদা: ৯২ ও ৯৩'র তাফসীর)

হিজরী সনে, উহুদ যুদ্ধের পরে।)[৮৬] আর মালেক ইবনে সিনান রা.ও উহুদ যুদ্ধের শেষ দিকে শাহাদাৎ বরণ করেছেন।[৮৭] সুতরাং তাঁর রক্ত পান করার ঘটনা সর্ম্পকেও একই কথা। কেননা ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন- প্রবাহিত রক্ত হারাম হওয়ার বিধান হজ্জাতুল বিদা বা বিদায় হজ্জের দিন আরাফায় অবতীর্ণ হয়েছে।[৮৮] (অর্থাৎ নিষিদ্ধতা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা হওয়ার কারণে তাঁর রক্ত পান করাটা অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়নি, যেমন নিষিদ্ধতা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের মদ পান অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়নি।)

(আর এতো লম্বা আলোচনার-ই-বা কী প্রয়োজন!) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তো বিশ্বাস করে- সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সু-ধারনা রাখা আবশ্যক।[৮৯] এজন্য কোনো সাহাবীর শারাব পান করার ঘটনা শুনে আমাদের মনে সাথে সাথে এ ধারণা জন্ম নিতে হবে যে, এ ঘটনা শরাবের নিষিদ্ধতা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের। অনুরূপভাবে কোনো সাহাবী কর্তৃক রক্ত পান করার ঘটনা শুনে ধারণা করতে হবে যে, এ ঘটনাও প্রবাহিত রক্ত হারাম হওয়ার পূর্বের।

---

[৮৬] তাফসীরে কুরতুবী: সূরা মায়েদা: আয়াত-৯০।

وَأَمَّا الْخَمْرُ فَكَانَتْ لَمْ تُحَرَّمْ بَعْدُ، وَإِنَّمَا نَزَلَ تَحْرِيْمُهَا فِيْ سَنَةِ ثَلَاثٍ بَعْدَ وَقْعَةِ أُحُدٍ، وَكَانَتْ وَقْعَةُ أُحُدٍ فِيْ شَوَّالٍ سَنَةِ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ. (الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي: تفسير سورة المائدة: الآية » ٩٠)

মদ নিষিদ্ধতার আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তৃতীয় হিজরী সনে উহুদ যুদ্ধের পরে। আর উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তৃতীয় হিজরী সনের শাওয়াল মাসে। (তাফসীরে কুরতুবী)

[৮৭] আলইস্তিয়াব, ৩:৩৭০।

[৮৮] তাফসিরে কুরতুবী, ২:২১৬।

[৮৯] সায়্যেদ শরীফ জুরজানী রহ. বলেন-

الْمَقْصَدُ السَّابِعُ: أَنَّهُ يَجِبُ تَعْظِيْمُ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ وَالْكَفُّ عَنِ الْقَدْحِ فِيْهِمْ، لِأَنَّ اللهَ عَظِيْمٌ وَأَثْنَيْ عَلَيْهِمْ فِيْ غَيْرِ مَوْضَعٍ مِنْ كِتَابِهِ .... إلي .... وَالرَّسُوْلُ صَلَّيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحَبَّهُمْ وَأَثْنَيْ عَلَيْهِمْ فِيْ الْأَحَادِيْثِ الْكَثِيْرَةِ. (شرح المواقف)

সপ্তম মাকসাদ: সকল সাহাবা রা.কে তা’যীম করা ও তাঁদের নিন্দা করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ তা‘আলা মহান। আর তিনি তাঁর কিতাবের একাধিক স্থানে তাঁদের প্রশংসা করেছেন। .... এবং রাসূল সা. তাঁদেরকে মহব্বত করেছেন এবং অনেক হাদীছে তাঁদের প্রশংসা করেছেন। (শরহুল মাওয়াক্বেফ)

দ্বিতীয় সাহাবী হলেন আব্দুলাহ ইবনে যুবাইর রা.। রাসূল সা.'র পরলোক গমনের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র নয় বছর।[৯০] তাঁর ঘটনাও হাফেজ ইবনে হজর রহ. 'আল-ইসাবাহ' গ্রন্থে[৯১] উল্লেখ করেছেন। সুতরাং যে তীর আপনি শায়খুল হাদীছ রহ.'র প্রতি নিক্ষেপ করবেন, তা হাফেজ ইবনে হাজর রহ. পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো- সাহাবী এ কাজটি করেছেন তার বাল্য বয়সে।[৯২] তো এখন যদি এটি নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের ঘটনা হয়, অভিযোগের কোনো সুযোগ নেই। আর যদি পরের ঘটনা হয়, তাহলেও তো তখন তিনি না-বালেগ হওয়ার কারণে 'মুকাল্লাফ বিশ্‌শরা' (শরীআতের বিধান আরোপিত ব্যক্তি) নন। তারপরেও রাসূল সা. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.'র এ কাজকে আপত্তিমুক্ত ছেড়ে দেননি। বলেছেন-

جس کے بدن میں میرا خون جائے گا، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ مگر تیرے لئے بھی لوگوں سے ہلاکت ہے، اور لوگوں کو تجھ سے۔

যার শরীরে আমার রক্ত রয়েছে তার শরীর আগুনে স্পর্শ করবে না। কিন্তু লোকদের পক্ষ থেকে বিষয়টি তোমার জন্যও ধংসাত্মক এবং তোমার পক্ষ থেকে লোকদের জন্যও ধংসাত্মক।[৯৩]

হাদীছের শেষ অংশ থেকে কি আপত্তি বুঝা যায় না? শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া রহ. তো শেষ অংশসহ...ই হাদীছ উল্লেখ করেছেন!

---

[৯০] আল্লামা ইবনে হাজার রহ. বলেন-

وَفِيْ الرِّسَالَةِ لِلْشَّافِعِيِّ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ سِنِيْنَ وَقَدْ حَفِظَ عَنْهُ. [٤٦٨٥- عبد الله بن الزبير بن العوام: الإصابة في تمييز الصحابة - ابن حجر]

ইমাম শাফেয়ী রহ. তাঁর রেসালায় বলেন- রাসূল সা.'র মৃত্যুর সময় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.'র বয়স হয়েছিলো নয় বছর এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. রাসূল সা. থেকে হাদীছ হিফ্য করেছেন। (আল-ইসাবাহ: ক্রমিক-৪৬৮৫)

[৯১] আল্লামা ইবনে হাজার রহ.রচিত আল-ইসাবাহ, ২:৩১০।

[৯২] তানক্বীহুল ফাতওয়াল হামিদিয়্যা। বিস্তারিত দেখুন- **বিশষ সংযোজন-৩: ফায্‌লাতুন নবী সা., পাক না নাপাক?** পৃষ্ঠা-৮২।

[৯৩] হেকায়াতে সাহাবা-১৭২, بارہواں باب: حضور اقدس ﷺ کے ساتھ محبت کے واقعات।

এ-সব কোনো ইলমী প্রশ্ন নয়, বরং বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা

ওয়াহীদ সাহেব! এসব কোনো ইলমী প্রশ্ন নয়। এসব প্রশ্নের মাঝে জানার কোন ইচ্ছে থাকে না, থাকে মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টির বদচিন্তা। বিরোধিতার জন্য বিরোধিতার খায়েশ থেকেই এসব প্রশ্নের জন্ম। দেখুন-

১. হানাফী মাযহাব হলো- ইমামের ওপর গোসল ফরয হওয়ার পর, যদি গোসল করা ব্যতিতই নামায পড়িয়ে দেয়, তাহলে মুক্তাদীদের নামায হয় না।[৯৪]

---

[৯৪] **ইমামের নামায ফাসেদ হয়ে গেলে, মুক্তাদীর নামাযও ফাসেদ হয়ে যাবে**

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন-

أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ – رحمه الله – [موطأ محمد بن الحسن–١٥٧، باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء]

ইমামের নামায যখন ফাসেদ হয়ে যাবে, মুক্তাদীর নামাযও ফাসেদ হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবু হানীফা রহ.’র অভিমত। (মুআত্তা মুহাম্মাদ, হি.নু.-১৫৭)

দুর্‌রে মুখতার প্রণেতা বলেন-

(وَإِذَا ظَهَرَ حَدْثُ إِمَامِهِ) وَكَذَا كُلُّ مُفْسِدٍ فِيْ رَأْيِ مُقْتَدٍ (بَطَلَتْ فَيَلْزَمُ إِعَادَتُهَا) لِتَضَمُّنِهَا صَلَاةَ الْمُؤْتَمِّ صِحَّةً وَفَسَادًا. (باب الإمامة، الدر المختار مع الرد–٢:٣٣٩،٤٠؛ مكتبة زكريا)

যদি ইমামের ‘হদছ’ প্রকাশ পায়, অনুরূপভাবে যদি ইমামের থেকে মুক্তাদী নামায ভঙ্গের কারণ মনে করে এমন কিছু ইমামের থেকে প্রকাশ পায়, তাহলে মুক্তাদীর নামায বাতিল হয়ে যাবে এবং মুক্তাদীর ওপর ওই নামায দোহরায়ে নেয়া আবশ্যক হবে। কেননা সহীহ হওয়া বা ফাসেদ হয়ে যাওয়া, উভয় ক্ষেত্রেই মুক্তাদীর নামায ইমামের নামাযের ওপর নির্ভরশীল। (২:৩৩৯-৪০, মাকতাবা যাকারিয়া)

আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী রহ. বলেন-

إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمُؤْتَمِّ لِأَنَّ الْإِمَامَ إِنَّمَا جُعِلَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَالأِمَامُ ضَامِنٌ لِصَلَاةِ الْمُقْتَدِيْ فَصَلَاةُ الْمُقْتَدِيْ مَشْمُوْلَةٌ فِيْ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَصَلَاةُ الْإِمَامِ مُتَضَمِّنَةٌ لِصَلَاةِ الْمَأْمُوْمِ فَصِحَّةُ صَلَاةِ الْمَأْمُوْمِ بِصِحَة صلاة الْإِمَامِ وَفَسَادُهَا بِفَسَادِهَا فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جُنُبًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ وَهِيَ مُتَضَمِّنَةٌ لِصَلَاةِ الْمَأْمُومِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ أَيْضًا فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ يَلْزَمُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ. عون المعبود (١/ ٢٧٣)

ইমামের সালাত যদি ফাসেদ হয়ে যায়, মুকতাদীর সালাতও ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা (হাদীছে এসেছে:) ‘ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তার অনুসরণের জন্য’ এবং ‘ইমাম মুকতাদীর নামাযের দায়িত্বশীল’। সুতরাং মুকতাদীর নামায ইমামের নামাযের অন্তর্গত এবং ইমামের নামায মুকতাদীর নামাযকে অন্তর্ভুক্তকারী। এ কারণে মুকতাদীর নামায বিশুদ্ধ হওয়া ইমামের নামাযের বিশুদ্ধতার ওপর নির্ভরশীল এবং ইমামের নামায ফাসেদ হয়ে যাওয়ার দ্বারা মুকতাদীর নামাযও ফাসিদ হয়ে যাবে। অতএব ইমাম যদি তার ওপর

কিন্তু আহলে হাদীছ আলেম ওয়াহীদুয্ যামান সাহেব বলেন- ইমাম বিনা গোসলে কিংবা বিনা উযূতে নামায পড়িয়ে দিলে, মুক্তদীদের উক্ত নামায দোহরাতে হবে না।[৯৫]

২. আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত বলে কাফিরের পেছনে মুসলমানের নামায হয় না। কিন্তু ওয়াহীদুয্ যামান সাহবে বলেন- কাফিরের পেছনে মুসলমানে নামায হয়ে যায়।[৯৬]

অভিযোগঃ হেকায়াতে সাহাবায় রাসূল সা. এর 'ফাযলাত'কে পাক বলা হয়েছে

ওয়াহীদ সাহেব বলেন, শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া রহ. বলেছেন-

حضور ﷺ کے فضلات پاخانہ پیشاب وغیرہ سب پاک ہیں۔

রাসূল সাঃ এর ফাযলাত যেমন পেশাব-পায়খান ইত্যাদি পবিত্র।[৯৭]

খণ্ডনঃ

নবীকে উম্মতের উপর কিয়াস করাই এ প্রশ্নের জন্মদাতা

আমি বললাম- ফায্লাহ অর্থ হল বর্জ্য, পরিত্যাজ্য, বিচ্যুত বা অতিরিক্ত বস্তু। মানুষের পরিপাকতন্ত্র খাদ্যকে পরিপাক করে। এরপর খাদ্যের মূল শক্তি কলিজা গ্রহণ করে এবং বর্জ্য পায়খানা হিসাবে বের হয়ে যায়। এটা হলো পাকতন্ত্রের ফায্লাহ। এরপরে কলিজা রক্ত তৈরী করে দিলকে প্রদান করে এবং এর অতিরিক্ত অংশ পেশাব হিসাবে বের হয়ে যায়। এটা হলো কলিজার ফায্লাহ। এরপর রক্ত রগে গিয়ে পৌঁছে ও তাপ সঞ্চার করে। আর ফায্লাহ ঘাম হয়ে বের হয়ে যায়। ঘাম হলো রক্তের

গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় নামায আদায় করে, (পবিত্রতার শর্ত) না পাওয়ার কারণে তার নামায শুদ্ধ হবে না। আর মুকতাদীর নামায তার নামাযের অন্তর্গত হওয়ার কারণে মুকতাদীর নামাযও সহীহ হবে না। সুতরাং ইমাম তার ওপর গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় নামায পড়িয়েছে, এ কথা অবগত হওয়ার পরে উক্ত নামায আবার আদায় করা মুকতাদীর ওপর আবশ্যক। (আওনুল মা'বূদ শরহে আবু দাউদ, ১:২৭৩)

[৯৫] নযলুল আবরার-১:১০১

[৯৬] নযলুল আবরার-১:১০১

[৯৭] হেকায়াতে সাহাবা-১৭২, بارہواں باب: حضور اقدس ﷺ کے ساتھ محبت کے واقعات। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.'র রক্ত পান করার ঘটনা সংক্রান্ত আলোচনার অধীনে, ফায়দায়।

ফায্লাহ। রক্তের যে অংশ গোস্তে পরিণত হয়, সেগুলোর ফায্লাহ শরীরের ময়লারূপে লোমকূপ থেকে বের হয়ে যায়।

এ হলো মানুষের ফাযলাহ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা। তবে প্রমাণিত সত্য কথা হলো- আনুষঙ্গিক বিভিন্ন অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের বিচারে সাধারণ মানুষ ও রাসূল সা. এর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

১. সাধারণ মানুষের শরীরে মশা-মাছি বসলেও রাসূল সা.'র পবিত্র শরীরে কখনো মশা-মাছি বসতো না।[৯৮]
২. সাধারণ মানুষের ঘাম বিশ্রী দুর্গন্ধ ছড়ালেও, রাসূল সা.'র ঘামের সুঘ্রাণের সামনে দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট সুগান্ধিও লজ্জাবনত হতো।[৯৯]
৩. রাসূল সা. এর ঘুমকে ঘুমই বলা হয়। কিন্তু সে ঘুম ছিলো সাধারণ মানুষের হাজারো জাগ্রত অবস্থার থেকেও চেতনাসম্বৃদ্ধ।[১০০]

---

৯৮ **রাসূল সা.'র শরীরে মশা-মাছি বসতো না**

ومما اختص به عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .... وأن الذباب لا يقع على ثيابه فضلاً عن جسده الشريف، ولا يمتص نحو البعوض والقمل دمه كما تقدم » وأن عرقه أطيب من ريح المسك كما تقدم. (السيرة الحلبية)

এবং রাসূল সা.'র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাবলী থেকে- রাসূল সা.'র কাপড়েও মাছি বসতো না, শরীরে বসা তো দূরের কথা। তাঁর শরীর থেকে মশা-উকুন রক্ত খেতো না। যেমনটা ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর তাঁর ঘাম ছিলো মিশ্ক থেকেও অধিক সুগন্ধিযুক্ত। যেমন ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে। (সীরাতে হালাবিয়্যা-৩:৪২৩, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা)

৯৯ **রাসূল সা.-র ঘাম শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ وَجَاءَتْ أُمِّى بِقَارُورَةٍ فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيهَا فَاسْتَيْقَظَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِى تَصْنَعِينَ ». قَالَتْ هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِى طِيبِنَا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ. (مسلم -٦٢٠١)

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূল সা. আমাদের এখানে আসলেন এবং 'কাইলুলা' (দ্বিপ্রহরের) বিশ্রাম করলেন। তখন রাসূল সা. ঘামিয়ে গেলেন। এ দেখে আমার মা একটি বোতল নিয়ে আসলেন এবং তাতে ঘাম পুরতে লাগলেন। তখন রাসূল সা. সজাগ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- উম্মে সুলাইম! কি করছো? তিনি উত্তর দিলেন- আপনার ঘাম আমাদের সুগন্ধির ভেতর ভরছি। কেননা আপনার ঘাম হলো সব সুগন্ধির মাঝে শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি। (সহীহ মুসলিম-৬২০১)

১০০ **রাসূল সা.-র চোখ ঘুমাতো, অন্তর ঘুমাতো না**

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا............ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي. (رواه البخاري -٢٠١٣، مسلم-١٧٥٧)

৪. সাধারণ মানুষের স্বপ্ন কত প্রকার-ই না হয়! অথচ রাসূল সা. এর স্বপ্নও ওহী ছিলো।[১০১]

৫. সাধারণ মানুষের ঘুম তো ওযু ভঙ্গের কারণ। কিন্তু রাসূল সা. ঘুমালেও ওযু বহাল থাকতো।[১০২]

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। .... আমি রাসূল সা.কে জিজ্ঞাসা করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিতির নামায পড়ার পূর্বে কি আপনি ঘুমান? রাসূল সা. বললেন- হে আয়েশা! আমার চোখ ঘুমায়, অন্তর ঘুমায় না। (সহীহ বুখারী-২০১৩, সহীহ মুসলিম-৭৩৮)

১০১ **নবীগণের স্বপ্নও ওহী**

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত-

عن ابن عباس رضـ .... ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرٍو إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ثُمَّ قَرَأَ{إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ}. (رواه البخاري –١٣٨، بَاب التَّخْفِيفِ فِي الْوُضُوءِ)

(ওই রাতে) এরপর রাসূল সা. নামায পড়লেন, যতোটুকু আল্লাহ চেয়েছেন। এরপর শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। এমনকি নাক ডেকে ঘুমালেন। এরপর তাঁর নিকট মুনাদী (আহ্বায়ক) আসলেন এবং নামায সম্পর্কে অবগত করলেন। তখন রাসূল সা. নামাযের উদ্দেশ্যে উঠলেন এবং নামায আদায় করলেন। তবে উযূ করেননি। (এ কারণে) আমরা আমরকে বললাম- লোকেরা বলে, রাসূল সা.'র চোখ ঘুমায়, কলব ঘুমায় না। আ'মর বললেন- আমি উবাইদ ইবনে উমাইর থেকে শুনেছি, নবীগণের স্বপ্ন হলো ওহী। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন- {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} আমি (ইব্রাহীম আ.) দেখলাম যে, আমি তোমাকে (ইসমাঈল আ.কে) যাবেহ করছি। (সহীহ বুখারী-১৩৮)

আয়েশা রা. বলেন-

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. (البخاري–٣. ومسلم–٤٢٢)

রাসূল সা.'র নিকট প্রথম ওহী আসে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের মাধ্যমে। তো রাসূল সা. যখনই কোনো স্বপ্ন দেখতেন, তা সকালের দিগন্তের ন্যায় বাস্তব হয়ে যেতো। (সহীহ বুখারী-৩)

১০২ **ঘুম উযূ ভঙ্গের কারণ**

অথচ ঘুমের কারণে রাসূল সা.'র উযূ ভাঙতো না

ঘুম, উযূ ভঙ্গের কারণসমূহ থেকে একটি। আলী রা. বর্ণনা করেন-

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ – رضى الله عنه – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ». (ابو داود– ٢٠٣، باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ.)

রাসূল সা. বলেছেন- দু'চোখ হলো নিতম্বের বাঁধ। সুতরাং যে ঘুম গেলো, সে যেনো উযূ করে। (সুনানে আবু দাউদ-২০৩, ১:৫৩, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত)

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীছে ঘুমের কারণে উযূ ভঙ্গের কারণটি আরো স্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে। রাসূল সা. বলেছেন-

« فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ ». (ابو داود-202، باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ.)

কেননা শায়িত অবস্থায় শরীরের জোড়াসমূহ ঢিলা হয়ে যায়। (সুনানে আবু দাউদ-২০২)
এর ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেন-

إن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يخلو عن خروج شيء من الريح عادة أي من عادة النائم المضطجع والثابت بالعادة كالمتيقن به . انتهى

কেননা শয়ন করে ঘুম যাওয়ার কারণে শরীরের জোড়াসমূহ ঢিলা হয়ে যায়। এমন অবস্থায় সাধারণতঃ ঘুমন্ত ব্যক্তির শরীর থেকে বাতাস বের হয়ে থাকে। আর যা আদত দ্বারা সাব্যস্ত, তা নিশ্চিতরূপে সাব্যস্ত বিষয়ের মতো। (আওনুল মা'বুদ-১:২৩৬)
কিন্তু ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ .... ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (البخاري- ٦٣١٦، ومسلم- ١٨٢٤)

ইবনে আব্বাস রা. বলেন- .... এরপর রাসূল সা. শুয়ে পড়লেন এবং নাক ডেকে ঘুমালেন। আর যখন তিনি ঘুমাতেন, নাক ডাকতেন। এরপর তাঁর নিকট বেলাল আসলেন এবং তাঁকে নামায সম্পর্কে অবগত করলেন। তখন রাসূল সা. উঠলেন এবং নামায আদায় করলেন। তবে উযূ করলেন না। (সহীহ বুখারী-৬৩১৬, সহীহ মুসলিম-৭৬৩)
এর কারণ সম্পর্কে আল্লাম নববী রহ. বলেন-

قوله ثم اضطجع فنام حتى نفخ فقام فصلى ولم يتوضأ هذا من خصائصه صلى الله عليه و سلم أن نومه مضطجعا لا ينقض الوضوء لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه فلو خرج حدث لأحس به بخلاف غيره من الناس. (شرح النووي: باب صلاة النبي صلى الله عليه و سلم ودعائه بالليل).

রাসূল সা. শুয়ে পড়ে নাক ডেকে ঘুমানো, এরপর উযূ না করা; এটা রাসূল সা.'র বৈশিষ্ট্য থেকে একটি। রাসূল সা. শুয়ে ঘুমালেও তাঁর উযূ ভাঙতো না। কেননা তাঁর চক্ষুদ্বয় ঘুমাতো, তাঁর অন্তর ঘুমাতো না। সুতরাং যদি উযূ ভঙ্গের কিছু বের হয়, তিনি তা অবশ্যই অনুভব করবেন। কিন্তু অন্যরা তাঁর মতো নয়। (শরহে নববী, ৬:৪৪, বৈরুত)
এর ওপর প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে 'লাইলাতুত তা'রীসে' ঘুমের মধ্যে রাসূল সা.'র ফজরের নামায ক্বাযা হলো কিভাবে? উত্তরে আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বলানী রহ. ইমাম নবীব রহ. থেকে নকল করেন-

أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظان. فتح الباري من النووي

অন্তর দ্বারা অন্তরের অনুভূত বস্তু যেমন কষ্ট, হদছ হওয়া-না-হওয়া ইত্যাদি অনুভব করা যায়, অন্তর দ্বারা তো আর চোখের অনুভূত বস্তু অনুভব করা যায় না! কেননা চোখ হলো ঘুমন্ত। আর অন্তর জাগ্রত। (ফাতহুল বারী,১:৪৫০, দারুল মা'রেফা, বৈরুত)

ওয়াহীদ সাহেব! নমুনা হিসাবে এ কয়টিই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ যদি রাসূল সা.কে উম্মতের ওপর কিয়াস করতে যায়, সে নির্ঘাত ভ্রান্তিতে নিপতিত হবে।[১০৩] যেমন অবস্থা হয়েছে আপনার ও আপনার দলভুক্ত মানুষগুলোর। তো রাসূল সাঃ এর ঘামকেও ঘাম বলা হবে। কিন্তু কে

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন-

مطلب: نوم الانبياء غير ناقض قوله: (كنوم الانبياء) قال في البحر: صرح في القنية بأنه من خصوصياته (ص) ولذا ورد في الصحيحين: أن النبي (ص) نام حتى نفخ، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ لما ورد في حديث آخر: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ولا يشكل عليه ما ورد في الصحيح من أنه (ص) نام ليلة التعريس حتى طلعت الشمس لان القلب يقظان يحس بالحدث وغيره مما يتعلق بالبدن ويشعر به القلب، وليس طلوع الفجر والشمس من ذلك، ولا هو مما يدرك القلب، وإنما يدرك بالعين وهي نائمة، وهذا هو المشهور في كتب المحدثين والفقهاء، كذا في شرح التهذيب ا هـ. (رد المحتار-١:٢٧٣، مكتبة زكريا)

'আল-বাহরুর রায়েক্বে' রয়েছে- 'কিনআহ' গ্রন্থে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ঘুমালে উযূ না ভাঙ্গা রাসূল সা.'র বৈশিষ্ট্যাবলির অন্তর্গত। এ কারণে সহীহ বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা. নাক ডেকে ঘুমিয়েছেন, এরপর নামযে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু উযূ করেননি। কেননা অন্য হাদীছে রাসূল সা. বলেছেন- আমার চোখ ঘুমায় অন্তর ঘুমায় না। এ হাদীছের সাথে 'লাইলাতুত তা'রীসে' রাসূল সা. ঘুমন্ত অবস্থায় সূর্য উদিত হওয়ার ঘটনার কোনো বিরোধ নেই। কেননা হদছ হওয়া না হওয়ার সম্পর্ক কলবের সাথে। আর জাগ্রত কলব দ্বারা তা অনুভব করা যায়। কিন্তু সূর্য উদিত হওয়া না হওয়ার সম্পর্ক ক্বলবের সাথে নয়, চোখের সাথে। আর চোখ ঘুমন্ত। 'লাইলাতুত তা'রীসে'র হাদীছের এ ব্যাখ্যাই মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহগণের কিতাবে প্রসিদ্ধ। যেমন 'শরহুল মুহায্যাবে' রয়েছে।

(রদ্দুল মুহতার-১:২৭৩, মাকতাবা যাকারিয়া)

ওপরে আল্লামা নববী ও ইবনে আবেদীন রহ. সহীহ বুখারী-মুসলিমের যে হাদীছদ্বয়ের কথা বলেছেন, তার প্রথমটি ওপরে পরিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় হাদীছটি হলো-

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .... فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي. (رواه البخاري- ٢٠١٣، ومسلم-١٧٥٧)

আয়শা রা. থেকে বর্ণিত। .... আমি রাসূল সা.কে জিজ্ঞাসা করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিতির নামায পড়ার পূর্বে কি আপনি ঘুমান? রাসূল সা. বললেন- হে আয়েশা! আমার চোখ ঘুমায়, অন্তর ঘুমায় না। (সহীহ বুখারী-২০১৩, সহীহ মুসলিম-৭৩৮)

এ আলোচনার নিরিখে এ-কথা সুচারুরূপে প্রতীয়মান হয় যে, শুয়ে ঘুম যাওয়া উযূ ভঙ্গের কারণ। কিন্তু রাসূল সা.'র ক্ষেত্রে তা উযূ ভঙ্গের কারণ নয়। এটা রাসূল সা.'র বৈশিষ্ট।

[১০৩] কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন-

مُحَمَّدٌ بَشَرٌ وَلَيْسَ كَالْبَشَرِ ● بَلْ هُوَ يَاقُوْتَةٌ وَالنَّاسُ كَالْحَجَرِ

মুহাম্মাদ সা.ও মানুষ, তবে নন সকলের মতো
তিনি যদি ইয়াকুত, তবে পাথর অন্য যতো।

বলেছে যে, রাসূল সা.'র ঘামকে সাধারণ মানুষের ঘামের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত মনে করা হবে?

রাসূল সা.'র ঘাম তো তাঁর জন্য ঘামই ছিল। কিন্তু নবী প্রেমিকের জন্য তা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট খুশবু। তৈল বের করার পর যা থাকে, তা বাদামের বর্জ্য। কিন্তু তুলা যদি বলে এগুলো আমার বর্জ্যের মতোই, কোন বিবেকবান তা মেনে নিবে?

সারকথা হলো- রাসুল সা. নিশ্চয়ই মানুষ ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে যেসব বৈশিষ্টাবলি দান করেছেন, তা নিয়ে কেনো আপত্তি তোলা হবে? ইয়াকুতও পাথর, হাজরে আসওয়াদও পাথর। তাই বলে হাজারো ইয়াকুত কি এক হাজরে আসওয়াদের মুকাবালা করতে পারে? হাজরে আসওয়াদ তো এসেছে বেহেশত থেকে![১০৪]

রাসূল ও নবীগনের দেহ মোবারককে আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতের বৈশিষ্ট প্রদান করেছেন। এজন্য নবীদের শরীর মোবারক মাটির জন্য হারাম।[১০৫] এসব পবিত্র

---

১০৪ **হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে আগত**

আল্লামা সুয়ূতী রহ. সূরা বাক্বারা'র **১২৮** নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন-

وأخرج أحمد والترمذي وصححه وابن خزيمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ص . " نزل الحجر الأسود من الجنة وهوأشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم " الدر المنثور

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. বলেন- হাজরে আসওয়াদ' জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তা দুধের থেকেও সাদা ছিলো। এরপর বানী আদমের পাপ সেটাকে কালো বানিয়ে ফেলেছে। হাদীছটি ইমাম আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে খুযাইমা রহ. বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী রহ. সহীহ বলেছেন। (তাফসীরে দুর্‌রে মানছূর)

১০৫ **নবীগণের দেহ মোবারক মাটির জন্য হারাম**

আওস ইবনে আওস রা. থেকে বর্ণিত-

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ ». قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَقُولُونَ بَلِيتَ. فَقَالَ « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ ». (رواه الإمام ابو داود رح في سننه، باب فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، 1049: باب فِي الاِسْتِغْفَارِ، 1533)

রাসূল সা. বলেন- নিশ্চয়ই জুম'আর দিন হলো তোমাদের দিনসমূহের মাঝে সর্বোত্তম দিন। এই দিনেই আদম আ.কে সৃষ্টি করা হয়েছে, আবার এই দিনেই তাঁর রূহ কব্জ করা হয়েছে। এ দিনেই সিংঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুৎকার দেয়া হবে, আবার এ দিনেই প্রথমবার ফুৎকার দেয়া হবে। সুতরাং এ দিনে তোমরা আমার ওপর বেশী বেশী 'সালাত' পড়ো। কেননা তোমাদের 'সালাত' আমার ওপর পেশ করা হয়। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিভাবে আমাদের 'সালাত' আপনার ওপর পেশ করা হবে, অথচ

দেহের ঘাম জান্নাতের ঘামের মতো খুশবুদার। অনুরূপ অন্যান্য ফায্লাহ-ও[১০৬] যদি পবিত্রতার বৈশিষ্টের অধিকারী হয়, আপত্তি করার কী আছে?

সত্যানুধাবন ও হানাফী মাযহাবে প্রত্যাবর্তন

ওয়াহীদ সাহেব আমার সব কথা রেকর্ড করে নিয়ে গেলেন। দু'দিন পরে এসে বললেন- ওইসব আহলে হাদীসরা আপনার মাতলুব (জিজ্ঞাসিত) হাদীছ যেমন দেখাতে পারেনি, 'হাকীকাতুল ফিকহ'প্রণেতার ভুল উদ্ধৃতিগুলোও আরবী 'হিদায়া' থেকে দেখাতে পারেনি। 'সলাতুর রাসূল' গ্রন্থের ক্ষেত্রেও একই কথা। তারা এ কিতাবে সিহাহ সিত্তার ভুল হওয়ালায় উল্লিখিত যঈফ হাদীছসমূহের কোনো সঠিক ব্যাখ্যা পেশ করতে পারেনি। তাদের এমন অবস্থা দেখে অমার ইয়াকীন হয়েছে যে, এসব মানুষের কোনো সুনির্দিষ্ট মূলনীতি নেই। আছে শুধু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অযাথা বিরোধিতার উপর দৃঢ়তা, একতাবদ্ধতা। আপনি তাদের বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির নযীর হিসাবে যেসব মাসআলা আলোচনা করেছেন, তা তাদের অযথা বিড়ম্বনা সৃষ্টির স্পষ্ট দলীল। আমি ভুল স্বীকার করছি। যাদের চাল চলনে রাসূল সা.'র সুন্নাত শোভা পেতো, যারা আল্লাহর ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতো, যারা হালাল-হারামে ভেদাভেদ করতো, রাসূল সা.'র আদর্শ..ই ছিলো যাদের পাথেয়; সে মানুষগুলোর সঙ্গ ত্যাগ করা ছিলো আমার নিতান্ত ভুল সিদ্ধান্ত। তবে এর থেকেও বড় ভুল সিদ্ধান্ত ছিলো, ওই ছোকড়াদের সাহচর্য গ্রহণ করা, যাদের রাত-দিনের ধ্যান-খেয়লই ছিলো মানুষের অন্তরে আকাবিরে উম্মত সম্পর্কে কু-ধারণা সৃষ্টি করা। যাদের সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো উম্মতকে আকাবিরে উম্মত থেকে বিমুখ করা। আমি আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, আল্লাহ আমাকে তাওবা করার সুযোগ দিয়েছেন। আল-হামদু লিল্লাহ, আমি তওবা করলাম এবং প্রতিজ্ঞা করলাম- এখন থেকে সঠিক পথের অনুসারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হানাফী মসলকের ওপর অটল থাকবো, ইন শা আল্লাহ। আজ থেকে আমি নিজেও সতর্ক হলাম। অন্যদেরকেও সতর্ক করতে চেষ্টা করবো। আল্লাহ আমাকে সত্যের ওপর অটল ও অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন এবং ধর্ম নিয়ে মানুষের অন্তরে যারা খটকা সৃষ্টি করে, তাদের থেকে নিরাপদ রাখুন। আমীন। ইয়া ইলাহাল আলামীন।

আপনার হাড় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে? তখন রাসূল সা. বলেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা নবীগণের দেহ মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। (সুনানে আবু দাউদ-১০৪৯ ও ১৫৩৩)

[১০৬] বিস্তারিত দেখুন- **'বিশেষ সংযোজন-৩ঃ ফায্লাতুন নবী সা., পাক না নাপাক? পৃ-৮২**।

বিশেষ সংযোজন

আবু উমার রুহুল্লাহ নোমানী

বিশেষ সংযোজন-১
তাকলীদ যদি শিরক হয়,
আহলে হাদীছ মুশরিক নয় কেনো?

আহলে হাদীছের নিকট উম্মতের তাকলীদ হলো শিরক। তাদের বড় আলেম মাওলানা আবুল হাসান সাহেব বলেন-

اور اس بات میں کچھ بھی شک نہیں کہ تقلید خواہ آئمہ اربعہ میں سے کسی کی ہو خواہ ان کے سوا کسی اور کی، شرک ہے۔

এবং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, ইমাম চতুষ্টয় কিংবা অন্য যার তাকলীদ (অনুসরণ)ই হোক না কেনো, তা হলো শিরক।[১০৭]

আহলে হাদীছ আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী বলেন-

تقلید شرک ہے তাকলীদ হলো শিরক।[১০৮]

এ হলো তাক্বলীদ সম্পর্কে আহলে হাদীছের দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু মুসনাদুল হিন্দ ইমাম ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী রহ. বলেন- তাকলীদের গণ্ডি থেকে বের হওয়া মানে শরীয়াতের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া। দেখুন-

وَعَلى هذا يَنْبَغِي أَنَّ الْقِيَاسَ وُجُوْبُ التَّقْلِيْدِ لِإِمَامٍ بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ وَاجِبًا وَقَدْ لَا يَكُوْنُ وَاجِبًا فَإِذَا كَانَ إِنْسَانٌ جَاهِلٌ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ أَوْ فِي بِلَادِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَلَيْسَ هُنَاكَ عَالِمٌ شَافِعِيٌ وَلَا مَالِكِيٌ وَلَا حَنْبَلِيٌ وَلَا كِتَابٌ مِنْ كُتُبِ هذِهِ المَذَاهِبِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَلِّدَ لِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَذْهَبِهِ لِأَنَّهُ حِيْنَئِذٍ يَخْلَعُ رَبْقَةَ الشَّرِيْعَةِ وَيَبْقَى سُدًى مُهْمَلًا. (باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة الخ, الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف: أحمد بن عبد الرحيم ولي الله الدهلوي)

সে হিসাবে যুক্তির কথা হলো- নির্দিষ্ট এক ইমামের তাকলীদ করা ওয়াজিব। তবে তা কখনো ওয়াজিব হয়। কখনো ওয়াজিব হয় না। একজন অজ্ঞ মানুষের অবস্থান যখন হিন্দুস্তানে হবে, অথবা 'মা অরাআন নাহার'র দেশসমূহে হবে এবং সেখানে কোনো শাফেঈ আলেমও থাকবে

---
[১০৭] আয-যফরুল মুবীন-২০।
[১০৮] সিরাজে মুহাম্মদী-১২।

না, কোনো মালেকী আলেমও থাকবে না, কোনো হাম্বলী আলেমও থাকবে না, এসকল মাযহাবের কোনো কিতাবও থাকবে না, তখন তার ওপর ওয়াজিব হবে ইমাম আবু হানীফা রহ.'র মাযহাবের তাক্বলীদ করা। তখন ইমাম আবু হানীফা রহ.'র মাযহাব থেকে বের হয়ে যাওয়া তার জন্য হারাম। কেননা তখন ইমাম আবু হানীফা রহ.'র মাযহাব থেকে বের হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো নিজের ওপর থেকে শরীয়াতের শৃংখলকে ঝেড়ে ফেলা এবং মুক্তভাবে পথ চলা।[১০৯]

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন- আওয়ামের ওপর তাকলীদ ওয়াজিব, তার জন্য ফাতওয়া দেয়া জায়েয নেই। দেখুন-

مَسْأَلَةٌ: لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْعَامَّةَ عَلَيْهَا تَقْلِيْدُ عُلَمَائِهَا، وَأَنَّهُمُ الْمُرَادُ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} أَجْمَعُوْا عَلَىْ أَنَّ الْأَعْمَىْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَقْلِيْدِ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَثِقُ بِمَيْزَةٍ بِالْقِبْلَةِ إِذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ؛ فَكَذَلِكَ مَنْ لَّا عِلْمَ لَهُ وَلَا بَصَرَ بِمَعْنَىْ مَا يَدِيْنُ بِهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَقْلِيْدِ عَالِمِهِ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْعَامَّةَ لَا يَجُوْزُ لَهَا الْفُتْيَا؛ لِجَهْلِهَا بِالْمَعَانِيْ الَّتِيْ مِنْهَا يَجُوْزُ التَّحْلِيْلُ وَالتَّحْرِيْمُ.

মাসআলাহ: আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আওয়ামের ওপর আলেমগণের তাকলীদ করা আবশ্যক। আর আল্লাহ তাআলার বাণী-

{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}

যদি তোমরা না জানো, যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করো।[১১০] থেকে আওয়ামই উদ্দেশ্য। আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, অন্ধ যখন কিবলার ব্যাপারে সন্দেহে নিপতিত হবে, তার ওপর আবশ্যক হলো, নির্ভরযোগ্য কারো তাকলীদ করা। অনুরূপভাবে দ্বীনের ব্যাপারে যার জ্ঞান নেই, তার ওপর আবশ্যক হলো তার নিকট নির্ভরযোগ্য কোনো আলেমের তাকলীদ করা। অনুরূপভাবে আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, যেসব নীতির আলোকে হালাল-হারামের বিধান সাব্যস্ত হয়, সে সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে আওয়ামের জন্য ফাতওয়া দেয়া জায়েয নেই।[১১১]

---

১০৯ 'আল-ইনসাফে ফি বায়ানি সাবাবিল ইখতিলাফ'।

১১০ সূরা নাহল-৪৩, সূরা আম্বিয়া-৭।

১১১ তাফসীরে কুরতুবী, সূরা আম্বিয়া-৭ এর তাফসীর দ্রষ্টব্য।

এ হলো তাকলীদ সম্পর্কে সর্বজন গ্রহণযোগ্য আলেমগণের অভিমত ও আহলে হাদীছ আলেমগণের মতামত। প্রশ্ন হলো- তাকলীদ নিয়ে আহলে হাদীছ বন্ধুদের এতো গাত্রদাহ, তারা কি তাকলীদ থেকে মুক্ত? হানাফীরা ইজতিহাদী মাসআলাসমূহে তাকলীদ করে এবং তাকলীদ করার কথা স্বীকারও করে। তাকলীদ করার এ কথিত অপরাধে হানাফীদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীছ বন্ধুদের অভিযোগের শেষ নেই। এমনকি তারা তাকলীদ করার এ কথিত অপরাধে হানাফীদেরকে মুশরিক পর্যন্ত বলে থাকে। প্রশ্ন জাগে- মাযহাবপন্থীরা যেসব কারণকে সামনে রেখে তাকলীদের আশ্রয় গ্রহণ করে, সে সব ক্ষেত্রে আহলে হাদীছ বন্ধুরা কি করেন? তাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলেই কি তাকলীদের গণ্ডিতে প্রবেশ না করে..ই চলতে পারেন? যদি পারেন, তাহলে আমরা কেনো যাবো তাকলীদ করতে? আসল ব্যাপারটা কী? এমন খটকা নিরসনে দারুল উলূম দেওবন্দের বর্তমান শায়খুল হাদীছ আল্লামা সাঈদ আহমাদ পালনপুরী হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

> আহলে হাদীছ গায়রে মুকাল্লিদ নয়। তাদেরকে এ অর্থে গায়রে মুকাল্লিদ বলা হয় যে, তারা ইমাম চতুষ্টয়ের কারো তাকলীদ করেন না। হাকীকত তালাশ করলে তারাও মুকাল্লিদ। কেননা লা-মাযহাবীও একটি স্বতন্ত্র চিন্তাকেন্দ্র। এককথায় যত আহলে হাদীছ আছে তারা তাদের মাসআলা আহলে হাদীছ আলেমের নিকটই জিজ্ঞেস করে। যে রকম কোনো হানাফী মাসআলা-মাসায়েল হানাফী আলেমের নিকট..ই জিজ্ঞেস করে। সুতরাং উভয় দলের কর্মপদ্ধতি একই রকম। এখন মাযহাব পন্থীদের তাকলীদ যদি তাকলীদে শাখসী হয়, তাহলে তাদের এ নীতিও তাকলীদ, বরং তাকলীদে শাখসী না হয়ে অন্য কিছু কেনো হবে? প্রকৃত প্রস্তাবেই যদি তারা গায়রে মুকাল্লিদ হতো, তাদের মাসআলা-মাসায়েল শুধু আহলে হাদীছ আলেমের নিকট জিজ্ঞেস না করে সব আলেমের নিকটই জিজ্ঞাসা করতো। চাই সে হানাফী হোক বা শাফেয়ী বা আহলে হাদীছ। কিন্তু একথা সর্বজনবিদিত যে, তারা আহলে হাদীছের গণ্ডি পার হয়ে অন্য কোনো আলেমের নিকট মাসআলা

জিজ্ঞাসা করে না। সুতরাং তারা নিজেদেরকে গায়রে মুকাল্লিদ নাম দেয়ার কোন যুক্তি...ই নেই।

এখন প্রশ্ন হলো- তারা তাকলীদই যখন করে, ইমাম চতুষ্টয়ের কারো তাকলীদ করে না কেনো? এর সরল উত্তর হলো- ইমাম চতুষ্টয় ইজমাকে হুজ্জত মনে করেন। আর তারা ইজমাকে হুজ্জত মানতে রাযী নয়। এ বিরোধই তাদেরকে ইমাম চতুষ্টয়ের কারো তাকলীদ থেকে বঞ্চিত করেছে। তবে মুসলিম মিল্লাতের কাছে তারা এ কথাটি সুস্পষ্ট করে বলতে সাহস পায় না। কেননা উম্মত তাহলে তাদেরকে সমাজচ্যুত করে দিবে। আরো একটি কারণ হলো- আধিকাংশ আহলে হাদীছ তখন দলত্যাগী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য এ ছদ্মবেশী মুকাল্লিদরা মানুষকে এই বলে প্রতারিত করে যে, এই চার ইমাম হলো চারটি মূর্তি। এদের তাকলীদ হলো শিরক। এদের তাকলীদ ছাড়ো। আর আমাদের তাকলীদ করো। আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলমানকে তাদের ধোঁকা থেকে হেফাজত করুন। সবাইকে তার সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দান করুন।[১১২]

---

[১১২] 'তাসহীলে আদিল্লায়ে কামেলা', পৃষ্ঠা:৮৭- ৮৮

বিশেষ সংযোজন-২
হেকায়াতে সাহাবার ওপর
পরস্পর বিপরীত ঘটনা বর্ণনার অভিযোগ ও তার বাস্তবতা

আহলে হাদীছ ও তাবলীগ বিরোধী বন্ধুদের অভিযোগ হলো- হেকায়াতে সাহাবায় পরস্পর বিরোধী ঘটনা রয়েছে। কেননা শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া রহ. এক স্থানে লিখেছেন-

হানযালা রা. বলেন- যখন আমরা স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন আমাদের ওই অবস্থা অবশিষ্ট থাকে না, যা রাসূল সা. এর সাহচর্যে পয়দা হয়। এ জন্য আমার নিজের ওপর নিফাকের ভয় হয়।[১১৩]

আবার অন্য স্থানে লিখেছেন-

হানযালা রা. নব বিবাহিত ছিলেন। জিহাদের ডাক শুনে তিনি গোসল ছাড়াই আংশ গ্রহণ করেন এবং শাহাদাত বরণ করেন। তখন ফিরিশতারা তাঁর গোসলের ব্যবস্থা করেছিলেন।[১১৪]

নিফাকের আশংকা সংক্রান্ত হাদীছ ইতোপূর্বে আমরা ‘সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে আল্লাহর ভয়ের নমুনা’[১১৫] শিরোনামে সহীহ মুসলিম থেকে উল্লেখ করেছি। ফিরিশতাগণ কর্তৃক গোসল দেয়া সংক্রান্ত হাদীছ এ আলোচনায়ই উল্লেখ করা হবে। ঘটনাদ্বয় শায়খুল হাদীছ রহ. ‘হেকায়াতে সাহাবা’য় উল্লেখ করেছেন যেমন সত্য, ঘটনাদ্বয়ও সত্য। হ্যাঁ, উভয় ঘটনায় সংশ্লিষ্ট সাহাবীর নামও ‘হানযালা’। তাহলে সমাধান কি হবে?

মিশকাতের باب ذكر الله عز وجل এর الفصل الأول এর একদম শেষে হানযালা রা.’র মুনাফিক হয়ে যাওয়ার আশংকা সংক্রান্ত হাদীছটি রয়েছে। এ হাদীছের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মিশকাতের ব্যাখ্যাতা আল্লামা মোল্লা আলী রহ. হানযালা ইবনুর রুবায়্যি’ রা.’র নামের ব্যাখ্যায় বলেন-

حنظلة هذا كاتب الرسول لا حنظلة بن مالك غسيل الملائكة ابن الربيع بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد الياء المكسورة .... على ما في شرح مسلم.

---

[১১৩] হেকায়াতে সাহাবা-৩৭, باب دوم: الله جل جلاله کا خوف اور ڈر

[১১৪] হোকায়াতে সাহাবা’-৭৫, باب ہفتم : بہادری دیلاری اور موت کا شوق

[১১৫] পৃ-০০।

তিনি হলেন রাসূল সা.'র কাতিব (ওহী লেখক) হানযালা ইবনুর রুবায়্যি রা., গাসিলুল মালাইকা (ফিরিশতাগণ কর্তৃত গোসলকৃত) হানযালা ইবনে মালেক রা. নন।[১১৬] বুঝা গেলো হানাযালা নামে সাহাবী দু'জন।

নিফাকের আশংকা সংক্রান্ত হাদীছের সনদে হানযালা রা.'র নামের পরে ইমাম মুসলিম রহ. (হাদীছ-৭১৪২) বলেছেন- عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ قَالَ – وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ 'হানযালা উসাইদী থেকে, তিনি ছিলেন রাসূল সা.'র ওহী লেখকদের থেকে একজন।'[১১৭] এক..ই হাদীছের সনদে ইমাম তিরমিযী রহ.ও (হাদীছ-২৫১৪) হুবহু কথা উল্লেখ করেছেন।[১১৮]

নিফাক্বের আশংকাকারী হানযালা রা.'র বৃত্তান্ত বর্ণনায় আল্লামা ইবনে হাজার আসকলানী রহ. বলেন-

حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رباح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم أبو ربعي يقال له حنظلة الكاتب ...... وتخلف عن علي يوم الجمل .... حتى مات في خلافة معاوية.[الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: ١٨٦١]

হানযালা ইবনে রুবায়্যি' .... ইবনে উসাইদ ....। তাঁকে হানযালা 'আল-কাতেব' বলা হয়। ...... তিনি আলী রা.'র সাথে 'উটের যুদ্ধে' অংশ গ্রহণ করেন নি। .... তিনি মুআবিয়া রা.'র খিলাফত আমলে মৃত্যু বরণ করেছেন।[১১৯]

গাসিলুল মালাইকা হানযালা রা.'র বৃত্তান্ত বর্ণনায় আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন-

حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي المعروف بغسيل الملائكة .... واستشهد بأحد لا يختلف أصحاب المغازي في ذلك .... فقال النبي ص: إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صحابته فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهيعة فقال النبي ص: لذلك تغسله الملائكة.[الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: ١٨٦٥]

---

[১১৬] মিশকাতুল মাসাবীহ-র ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মিরকাতুল মাফাতীহ'।

[১১৭] সহীহ মুসলিম।

[১১৮] সুনানে তিরমিযী।

[১১৯] আল-ইসাবাহ:১৮৬১।

হানযালা ইবনে আবু আমের ইবনে স্বায়ফী ইবনে মালেক ...... আওসী। তিনি 'গাসিলুল মালাইকা' হিসাবে প্রসিদ্ধ। (অনতিদূরে তিনি আরো বলেন-) মাগাযী বিশারদগণ একমত যে, তিনি উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছেন। (শেষ পর্যায়ে বলেন-) এরপর রাসূল সা. বললেন- তোমাদের সাথীকে ফিরাশতাগণ গোসল দিচ্ছেন। সুতরাং তোমরা তার স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞেস করো। তখন তাঁর স্ত্রী বলেন- শত্রুর কাছে মুসলমানদের পরাজয়ের আওয়ায শুনে তিনি যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। অথচ তখন তাঁর ওপর গোসল ফরয ছিলো। এ কথা শুনে রাসূল সা. বলেন- এ কারণেই ফিরাশতারা তাকে গোসল দিয়েছেন।[১২০]

ইমাম যাহবী রহ.'রচিত 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' গ্রন্থের টীকায় হানযালা রা.কে ফিরিশতাগণ কর্তৃক গোসল প্রদান সংক্রান্ত হাদীছ সম্পর্কে বলা হয়েছে ....

أخرج الحاكم في " المستدرك- ٣/ ٢٠، ٢٠٥، والبيهقي -٤/ ١٥ من طريق ابن إسحاق، حدثني يحيي بن عباد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال:سمعت رسول الله ص. يقول عند قتل حنظلة بن أبي عامر...: " إن صاحبكم تغسله الملائكة " فسألوا صاحبته، فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب، فقال رسول الله ص: "لذلك غسلته الملائكة" وهذا سند جيد، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي، وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني بسند حسن، كما قال الهيثمي في " المجمع " ٣/ ٢٣. (حاشية سيرأعلام النبلاء: ٣/٣٢١)

হাদীছটি ইমাম হাকেম রহ. ও ইমাম বায়হাকী রহ. ইবনে ইসহাক রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। .... হাদীছটির সনদ জায়্যেদ। ইমাম হাকেম এটাকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহবী রহ. তাঁকে সমর্থন করেছেন। তাবারানীতে এর শাহেদ রয়েছে।[১২১]

আল্লামা নববী রহ. বলেন-

١١٥٠ — جميلة: تزوج جميلة حنلظة بن أبي عامر الراهب، فقُتل عنها يوم أُحُد شهيدًا، وولدت عبد الله بن حنظلة بعده.(تهذيب الأسماء واللغات للعلامة النووي)

---

[১২০] আলইসাবাহ: ১৮৬৫।
[১২১] সিয়ার গ্রন্থের টীকা-৩:৩২১।

জামীলা রা., হানযালা ইবনে আবু আমের রা.'র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর হানযালা রা. উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাহাদাতের পরে জামীলা রা. আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা রা.কে প্রসব করেন।[১২২]
ইবনে হাজ্‌র রহ. বর্ণনা করেন-

قال ابن سعد: ....وكان مولد عبد الله سنة أربع، قال ابن سعد: بعد أحد بسبعة أشهر في ربيع الاول أو الآخر ....وقال إبراهيم بن المنذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين. (الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،٤٦٥٦ :٦/٥٨)

ইবনে সা'দ বলেন- .... আব্দুল্লাহ রা. হিজরী চতুর্থ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। আরো বলেন- (তাঁর জন্ম) উহুদ যুদ্ধের সাত মাস পরে রবিউল আইয়াল বা রবিউল আখেরে। .... ইব্‌রাহীম ইবনে মুনযির রহ. বলেন- রাসূল সা.'র মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো সাত বছর।[১২৩]

ফায়েদাঃ

এতক্ষণের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, নাম হানযালা হলেও সাহাবায়ে কেরাম রা.'র মাঝে এ নামে ব্যক্তি একজন নন, দু'জন। মোটাদাগে হিসাব করলেও তাদের মাঝে ব্যবধান বিস্তর। যেমন-

১. একজন হলেন হানযালা ইবনে রুবায়্যি। অপর জন্য হলেন হানযালা ইবনে আবু আমের। আবার
২. একজন হলেন উসাইদ গোত্রের। অন্য জন হলেন আওস গোত্রের।
৩. একজন মৃত্যু বরণ করেছেন মুআবিয়া রা.'র খেলাফতকালে। অপর জন শহীদ হয়েছেন উহুদের যুদ্ধে।
৪. একজন সন্তান-সন্তুতি নিয়ে মশগুল হতেন বলেই নিফাক্বের আশংকা করেছেন। অপর জনের সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে তিনি শহীদ হওয়ার পরে।

সুতরাং নিফাকের আশংকাকারী হানযালা রা. হলেন- হানযালা ইবনে রুবায়্যি উসাইদী। তিনি মু'আবিয়া রা.'র খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেছেন।

---

[১২২] তাহযীবুল আসমাঃ **১১৫০**।
[১২৩] আলইসাবাহ-৪৬৫৬, ৬:৫৮।

আর গাসিলুল মালাইকা হানযালা রা. হলেন- হানযালা ইবনে আবু আমের আওসী। তিনি উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছেন। জীবিত থাকাকালীন তাঁর কোনো সন্তানের জন্ম হয়নি। তাঁর সন্তান আব্দুল্লাহর জন্ম হয়েছে, তাঁর শাহাদাতের সাত মাস পরে।

এতো ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও দু’জন সাহাবাকে এক গণ্য করে অভিযোগের অবতারণা করা, হয় ইলমী দৈন্যতার কারণে, নতুবা দিয়ানতের দীনতার কারণে। তা সত্ত্বেও যখন সমাধান অনুসন্ধান না করে বা জানতে না চেয়ে, এমনকি সমাধান বাতলে দেয়ার পরও এমন বাহ্য বিরোধকে মোক্ষম হাতিয়ার গণ্য করা হয়, তখন অবশ্য..ই তাদের উদ্দেশ্য প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। প্রশ্ন জাগে- দোষ বানিয়ে অপপ্রচার করা হচ্ছে কেনো? কী উদ্দেশ্য তাদের? আল্লাহ আমাদের যাবতীয় শক্তি, সামর্থ ও জযবাকে দ্বীনি কাজে, উম্মাহর কল্যাণে, সৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন।

বিশেষ সংযোজন-৩

ফায্‌লাতুন নবী সা., পাক না নাপাক?

রাসূল সা.'র ফায্‌লাহ পাক-না-নাপাক? এখানে ফাযলাহ থেকে উদ্দেশ্য হলো রাসূল সা.'র পবিত্র শরীর থেকে নির্গত বস্তু। এটি প্রচণ্ড মতভেদপূর্ণ বিষয়। সাথে সাথে বিষয়টি সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর। উম্মতের আলেমগণের একটি বড় অংশ মনে করেন, রাসূল সা.'র ফায্‌লাহ পবিত্র। আল্লামা ইবনে হাজার হায়ছামী রহ.[১২৪] বলেন-

وَاخْتَارَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَمُتَأَخِّرُونَ طَهَارَةَ فَضَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَطَالُوا فِيهِ .

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণের একটি জামাআত এ মত গ্রহণ করেছেন যে, রাসূল সা.'র ফায্‌লাহ পবিত্র এবং তাঁরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১২৫]

হাফেয ইবনে হাজার আসকলানী রহ. তো জোর দিয়েই বলেছেন-

وقد تكاثرت الادله على طهارة فضلاته وعد الأئمة ذلك في خصائصه فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك. فقد استقر الأمر بين ائمتهم على القول بالطهارة. (باب المياه: فتح الباري شرح صحيح البخاري)

রাসূল সা.'র ফায্‌লাহ পবিত্র। এ ব্যাপারে ভরপুর দলীল রয়েছে। ইমামগণ এটাকে রাসূল সা.'র বৈশিষ্ট্য গণ্য করেছেন। সুতরাং শাফেঈ মাযহাবের অনেক কিতাবে যে এর বিপরীত কথা বলা হয়েছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। কেননা তাদের ইমামগণের মাঝে 'রাসূল সা.'র ফায্‌লাহ পবিত্র' একথা স্থির হয়ে গেছে।[১২৬]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন-

مطلب في طهارة بوله (ص) (تنبيه) : صحح بعض أئمة الشافعية طهارة بوله (ص) وسائر فضلاته، وبه قال أبو حنيفة كما نقله في المواهب اللدنية عن شرح البخاري للعيني، وصرح به البيري في شرح الاشباه. وقال الحافظ ابن حجر: تظافرت الادلة على ذلك، وعد الائمة ذلك

---

[১২৪] শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হাজর হায়ছামী রহ., মৃত্যু-৯৭৪হি.।

[১২৫] তুহফাতুল মুহতাজ শরহুল মিনহাজ।

[১২৬] ফাতহুল বারী।

من خصائصه (ص). ونقل بعضهم عن شرح المشكاة لمنلا على القاري أنه قال: اختاره كثير من أصحابنا، وأطال في تحقيقه في شرحه على الشمائل في باب ما جاء في تعطره عليه الصلاة والسلام. (حاشية رد المحتار-١/٥٢٢-٥٢٣، مكتبة زكريا)

রাসূল সা.'র পেশাব এবং অন্যান্য ফায্‌লাহ পবিত্র। শাফেঈ মাযহাবের কোনো কোনো ইমাম এটাকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ.'র 'উমদাতুল ক্বারী শরহু বুখারী' থেকে 'মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়্যাহ'-য় বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা রহ.ও অনুরূপ মত দিয়েছেন। আল্লামা বীরী রহ.ও 'শরহে আশবাহ'-য় একই কথা বলেছেন। হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেছেন- এ মতের ওপর ভরপুর দলীল-প্রমাণ রয়েছে এবং ইমামগণ এটাকে রাসূল সা.'র বৈশিষ্ট্যের মাঝে গণ্য করেছেন। কেউ কেউ মোল্লা আলী ক্বারী রহ.'র 'মিরক্বাত শরহে মিশকাত' থেকে নকল করেছেন যে, মোল্লা আলী ক্বারী রহ. বলেছেন- আমাদের অনেক ইমাম এ মত গ্রহণ করেছেন এবং মোল্লা আলী ক্বারী রহ. তাঁর 'শরহে শামায়েলে'র باب ما جاء في تعطره عليه الصلاة والسلام পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।[১২৭]

আল্লামা রমলী রহ.'র নিকট 'ফাযলাতুন নবী সা.'-র হুকুম জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন-

أَنَّ الْمُعْتَمَدَ طَهَارَتُهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ الْعُمْرَانِيُّ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَصَحَّحَهُ الْبَارِزِيُّ وَالسُّبْكِيُّ وَالشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ الْإِسْفَرَايِينِيّ وَغَيْرُهُمْ ثُمَّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَبِهِ الْفَتْوَى ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : إنَّهُ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ وَأَلْقَى اللَّهَ بِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَكَذَا أَقُولُ وَيَنْبَغِي طَرْدُهُ فِي سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ.: فتاوى الرملي

রাসূল সা.'র ফায্‌লাহ পবিত্র। এটাই নির্ভরযোগ্য কথা। আল্লামা বাগভী রহ. প্রমুখ এ মর্মে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন। ক্বাযী হুসাইন রহ. প্রমুখ এ মতকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা ইমরানী রহ. খোরাসানের আলেমগণ থেকে অনুরূপ মত নকল করেছেন। আল্লামা বারেযী, সুবকী, শায়খ নাজমুদ্দীন ইস্‌ফারাঈনী রহ. প্রমুখ 'রাসূল সা.'র ফায্‌লাহ পবিত্র' হওয়ার মতকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা বুলক্বীনী রহ. বলেছেন- এ মতের ওপরই

[১২৭] রদ্দুল মুহতার-১:৫২২-২৩, মাকতাবা যাকারিয়া।

ফাতওয়া। আল্লামা ইবনুর রফআহ রহ. বলেছেন- ‘রাসূল সা.’র ফায্লাহ পবিত্র’– এটাই আমার আক্বীদা এবং আমি চাই এ আক্বীদাহ’র ওপর আল্লাহর সাথে মিলিত হতে। আল্লামা যারকাশী রহ. বলেন- এটা আমারও কথা এবং আমার মতে- অন্যান্য নবীগণ সম্পর্কেও একই কথা।[১২৮]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন-

أن فضلاته عليه الصلاة والسلام طاهرة كما جزم به البغوي وغيره وهو المعتمد لأن أم أيمن بركة الحبشية شربت بوله صلى الله عليه وسلم فقال لن يلج النار بطنك صححه الدارقطني وقال أبو جعفر الترمذي دم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر لأن أبا طيبة شربه وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام حين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دم حجامته ليدفنه فشربه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم { من خالط دمه دمي لم تمسه النار } وهذه الأحاديث مذكورة في كتب الحديث الصحيحة وذكرها فقهاؤنا وتبعهم الشافعية كالشربيني في شرح الغاية وفقهاء المالكية ، والحنابلة فكانت كالمجمع عليها فحيث ثبت أن فضلاته عليه الصلاة والسلام تنجي من النار فكيف من ربي من دمها ولحمها وربي في بطنها ومن كان أصل خلقته الشريفة منه يدخل النار هذا ما جرى به لسان القلم ، والله سبحانه وتعالى أعلم: تنقيح الفتاوى الحامدية

‘রাসূল সা.’র ফায্লাহ পবিত্র’। এ ব্যাপারে ইমাম বাগাভী রহ. প্রমুখ দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন। এটাই নির্ভরযোগ্য কথা। কেননা উম্মে আয়মন রা. রাসূল সা.’র পেশাব পান করেছেন। তখন রাসূল সা. তাঁকে বলেছেন- তোমার পেট জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। ইমাম দারাকুতনী রহ. হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম আবু জা’ফর তিরমিযী রহ. বলেছেন- রাসূল সা.’র রক্ত পবিত্র। কেননা আবু তয়বা রা. রাসূল সা.’র রক্ত পান করেছেন। তাছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.’র বাল্য বয়সে তাঁকে রাসূল সা. তাঁর সিঙ্গা লাগানোর রক্ত দাফন করার জন্য দিলে, তিনি তা পান করেন। তখন রাসূল সা. তাঁকে বলেছেন- আমার রক্তের সাথে যার রক্ত মিশ্রিত হয়েছে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। এসব হাদীছ সহীহ হাদীছের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের ফকীহগণও

[১২৮] (ফাতওয়া রমলী)

এসব উল্লেখ করেছেন। শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী ফক্বীহগণও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। সুতরাং বিষয়টা অনেকটা ইজমার মতো।[১২৯] সীরাতের কিতাবসমূহে সাহাবী কর্তৃক রাসূল সা.'র রক্ত ও পেশাব পান করার বর্ণনা পাওয়া যায়। কিছু তো মাত্রই আলোচিত হলো। আরো দেখুন-

وامتص مالك بن سنان الخدري وهو والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما دم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده، فقال رسول الله «من مس دمي دمه لم تصبه النار». وفي رواية أنه قال «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» وأشار إليه فاستشهد في هذه الغزاة. وفي لفظ «من سره أن ينظر إلى من لا تمسه النار فلينظر إلى مالك بن سنان رضي الله عنه» ولم ينقل أنه أمر هذا الذي امتص دمه بغسل فمه ولا أنه غسل فمه من ذلك، كما لم ينقل أنه أمر حاضنته أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها بغسل فمها ولا هي غسلته من ذلك لما شربت بوله . فعنها رضي الله عنها أنها قالت «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلى فخارة أي تحت سريره فبال فيها فقمت وأنا عطشى فشربت ما في الفخارة وأنا لا أشعر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم أيمن قومي إلى تلك الفخارة فأهريقي ما فيها، فقالت: والله لقد شربت ما فيها، فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: لا يجفر» بالجيم والفاء «بطنك بعده أبداً» وفي لفظ «لاتلج النار بطنك» وفي أخرى «لا تشتكي بطنك» أي ويجوز أنه قال: هذه الألفاظ الثلاثة وكل روى بحسب ما سمع منها، فتكون هذه الأمور الثلاثة تحصل لأم أيمن رضي الله عنها وفي رواية بدل فخارة «إناء من عيدان» بالفتح: الطوال من النخل، فإن صحا حملا على التعدد لأم أيمن رضي الله عنها، ولا مانع منه. .... وشرب دمه أيضاً أبو طيبة الحجام، وعليّ كرم الله وجهه، وكذا عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. ....فعن عبدالله بن الزبير قال «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم، فلما فرغ قال: يا عبدالله اذهب بهذا الدم فأهرقه حتى لا يراك أحد، قال فشربته، فلما رجعت قال: يا عبدالله ما صنعت؟ قلت: جعلته في أخفى مكان علمت أنه يخفى على الناس، قال: لعلك شربته، قلت نعم، قال: ويل للناس منك وويل لك من الناس» وكان بسبب ذلك على غاية من الشجاعة.

........................وأخذ من ذلك بعض أئمتنا طهارة فضلاته ، حيث لم يأمره بغسل فمه،

[১২৯] তানক্বীহুল ফাতওয়াল হামিদিয়্যা।

ولم يغسل هو فمه، وأن شربه جائز حيث أقر على شربه.   وما أورده في الاستيعاب أن رجلاً من الصحابة اسمه سالم حجمه ثم ازدرد دمه، فقال له النبي «أما علمت أن الدم كله حرام» أي شربه غير صحيح، فقد قال بعضهم هو حديث لا يعرف له إسناد فلا يعارض ما قبله. على أنه يمكن أن يكون ذلك سابقاً على إقراره على ذلك والله أعلم. : السيرة الحلبية

আবু সাঈদ খুদরী রা.'র পিতা মালেক ইবনে সিনান রা. (উহুদ যুদ্ধে) রাসূল সা.'র রক্ত পান করেছেন এবং ওই যুদ্ধেই তিনি শাহাদাৎ বরণ করেছেন। আলী রা., আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. এবং আবু ত্বয়বা রা.'র রাসূল সা.'র রক্ত পান করেছেন। উম্মে আইমান রা. রাসূল সা.'র পেশাব পান করেছেন।[১৩০]

যাহোক, এখানে কোনো চুড়ান্ত মত স্থির করা উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো- শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া রহ.'র বক্তব্য-

حضور ﷺ کے فضلات پاخانہ پیشاب وغیرہ سب پاک ہیں۔

রাসূল সা.'র ফাযলাত যেমন পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি সব পবিত্র।[১৩১]

যে শুধু শায়খুল হাদীছ রহ.'র বক্তব্য নয়, বরং উলামায়ে মুতাকাদ্দিমীন ও উম্মাহর বড়ো বড়ো আলেমগণের একটি বড় অংশেরও বক্তব্য; তা প্রমাণ করা। আর সে ক্ষেত্রে উল্লিখিত হাওয়ালাসমূহ-ই যথেষ্ট। এতক্ষণের আলোচনা থেকে এ কথা সুপ্রমাণিত যে, বিষয়টি ইখতিলাফী। একপক্ষ যে দলীল পেশ করেছেন, অপর পক্ষ তার বিশ্লেষণ পূর্বক জওয়াব দিয়েই আপন মত গ্রহণ করেছেন। সুতরাং 'রাসূল সা.'র ফায্লাহ পবিত্র' এ মত গ্রহণ করার কারণে শায়খুল হাদীছ রহ., হেকেয়াতে সাহাবা বা তাবলীগ জামাআতের ওপর আপত্তি করার কোনো অবকাশ নেই। তাছাড়া এটি বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জনেরও কোনো বিষয় নয়। আমাদেরকে এ ব্যাপারে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত দাঁড় করানোরও নির্দেশও দেয়া হয়নি। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ...ই অবগত। আল্লাহ আমাদেরকে প্রতি ইখতিলাফের প্রকৃত স্তর অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

১৩০ সীরাতে হালাবিয়্যা থেকে চুম্বকাংশের অনুবাদ। কলেবর বড়ো হয়ো যাওয়ার আশংকায় হুবহু অনুবাদ বর্জন করা হলো।

১৩১ হেকায়াতে সাহাবা-১৭২, بارہواں باب: حضور اقدس ﷺ کے ساتھ محبت کے واقعات। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.-র রক্ত পান করার ঘটনা সংক্রান্ত আলোচনার অধীনে, ফায়দায়।

বিশেষ সংযোজন-৪
তালকীন সংক্রান্ত মাসায়েল
এবং ফাযায়েলে আমালের ওপর অভিযোগ ও বাস্তবতা

গত কয়েক দিন আগে তালকীন সংক্রান্ত মাসআলাকে কেন্দ্র করে তাবলীগী নেসাবের ওপর অভিযেগমূলক একটি লেখা নযরে এসেছে। হুবহু লেখাটি হলো ...

তাবলিগ জামাতের কিতাবে রাসুল বিরোধী শিক্ষার নমুনা দেখুন

==

''হজরত জুনায়েদকে কেহ ইন্তেকালের সময় কালেমা- ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'' বলিতেছিল। তিনি বলেন, ''আমি এই কালেমাকে জীবনেও ভুলি নাই যে এখন নতুন করিয়া স্মরণ করিব''

(ফাজায়েলে আমল; ফাজায়েলে সাদাকাত; জাকারিয়া সাহারানপুরী; অনুবাদক মাওলানা মোঃ ছাখাওয়াত উল্লাহ; তাবলিগী কুতুবখানা; চকবাজার ঢাকা; ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা নঃ ২৬৬)

প্রতিবাদ ও খণ্ডনঃ

''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'' বলে মৃত্যু পথযাত্রীকে তালকিন দেয়া আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশ।

আবু কামিল জাহদারি ফুযায়েল ইবন হুসাইন ও উসমান ইবন আবু শাইবা রাহিমাহুল্লাহ......... ইয়াহইয়া ইবন উমারাহ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাইদ খুদরি (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ ''তোমরা মৃত্যু পথযাত্রী ব্যাক্তিকে ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'' তালকিন দাও (পড়াও)[১৩২] মুসলিম-৯১৬

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ''তোমরা মৃত্যু পথযাত্রী ব্যাক্তিকে ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'' তালকিন কর।[১৩৩] মুসলিম ৯১৭

====================

[১৩২] হাদীছটির আরবী পাঠ হলো ...

عَنْ بِشْرٍ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

صحيح مسلم (٢: ٦٣١)

[১৩৩] রাবীর ভিন্নতা থাকলেও হাদীছ একই।

(তালকিন দেয়ার অর্থ)

তালকিন দেয়ার অর্থ এরূপ নয় যে, আপনি মৃত ব্যাক্তিকে পাঠ করে শুনাবেন অথবা মৃত্যু শয্যায় শায়িত রোগীকে পাঠ করে শুনাবেন বরং তাকে পড়তে বলার নির্দেশ দিতে হবে।

রাসুল (সাঃ) আনসারী এক ব্যাক্তিকে দেখতে গিয়ে বলেছিলেন ''হে আমার খালু! তুমি বল ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ''[১৩৪] আহমাদ ১২১৩৪, ১২১৫৩, ১৩৪১৪

====================

মৃত্যুর সময় কালেমা পাঠের ফযিলতঃ

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ ''তোমরা তোমাদের মৃত্যু পথযাত্রীকে ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'' তালকিন করাও। কেননা যে ব্যাক্তির মৃত্যুর সময় শেষ কথা হবে ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইবন হিব্বান ৩০০৪; ইরওয়াউল গালীল ৬৮৭

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ ''যে কোন বান্দা একথা বলে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই'' (অর্থাৎ ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'') এবং এর উপরই মৃত্যু বরন করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'' বুখারী ৫৩৭৯; মুসলিম ২৮৩

তাবলিগ জামাত সব সময় বলে আমরা নাবীওয়ালা কাজ করি! আসলে তাদের কিতাব খুলে দেখলেই পাওয়া যায় প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় নাবী বিরোধী শিক্ষা!!! আল্লাহ্ আমাদেরকে হিদায়াত দান করুন।

কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়া অভিযোগপত্রটি হুবহু তুলে ধরা হলো। নেটে এই ঠিকানায়[১৩৫] গমন করলে তাদের অভিযোগপত্রটি পাওয়া যাবে, যদি ইতোমধ্যে অপসারণ না করে থাকে। সামনে আমরা এই অভিযোগের যর্থাথতা ও সংশ্লিষ্ট মাসআলার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করবো।

---

[১৩৪] ইমাম আহমাদ রহ., আল-মুসনাদ-১২১৫৩, ১২১৩৪, ১৩৪১৪; দারু এহইয়াউত্ তুরাছ আল-আরাবী, বৈরুত। হাদীছগুলো আরবী পাঠ কাছাকাছি। ১২১৫৩-র পাঠ হলো-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: «يَا خَالُ، قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » فَقَالَ: أَخَالٌ أَمْ عَمٌّ؟ فَقَالَ: «لَا، بَلْ خَالٌ» ، قَالَ: فَخَيْرٌ لِي أَنْ أَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ». مسند أحمد (20: 31)

[১৩৫] https:::www.facebook.com:permalink.php?story_fbid=648269388562448&id=528298127226242

অভিযোগপত্রের সাথে দ্বিমত-সহমত

লেখক এখানে যা কিছু বলেছেন, তার সবকিছুর সাথে দ্বিমত নেই। যেমন- মৃত্যুপথযাত্রীকে কালেমার তালক্বীন করা রাসূল সা.'র নির্দেশ। তবে কিছু বিষয়ের সাথে অবশ্যই দ্বিমত আছে। যেমন...

১. তিনি বলেছেন- ‘তাবলীগঅলাদের কিতাব খুললে প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায়ই দেখা যায় রাসূল বিরোধী শিক্ষা।’
২. এরপর তিনি ফাযায়েলে সাদাকাত থেকে জুনায়েদ রহ.'র মৃত্যুকালীন ঘটনা উদ্ধৃত করে স্বীয় দাবীর অনুকূলে দলীল পেশ করেছেন।
৩. তার দাবী ‘মৃত্যুর নিকটবর্তী ব্যক্তিকে কালেমা পাঠ করে শোনানোর নাম তালক্বীন নয়, তালক্বীন হলো- পাঠ করার নির্দেশ দেয়া’-র সাথেও স্পষ্ট দ্বিমত রয়েছে।

তবে প্রথম বিষয়টি নিয়ে আলোচনা নিষ্পয়োজন। মূল বইতে আল্লামা শায়খ আমীন সফদার রহ. এ ব্যাপারে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। মুনসিফ পাঠকের জন্য তা...ই পর্যাপ্ত। এখানে ইন শা আল্লাহ দুই ও তিন নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাবো। তবে তার আগে প্রসঙ্গ যেহেতু এসেছে, তালকীন সংশ্লিষ্ট আরো দু’একটি বিষয় তুলে ধরার প্রয়াস পাবো। আল্লাহ তাওফীক দান করুন!

মৃত্যপথযাত্রীকে তালক্বীন করার হাদীছ ও তার ফায়দা

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ آخِرَ كَلَامِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٧)

তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীকে কালেমার তালকীন করো। কেননা যে মুসলিম ব্যক্তির জীবনের শেষ কালেমা হবে.. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.. আল্লাহ তার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।[১৩৬]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত...

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلِمَتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ» صحيح ابن حبان - مخرجا (٧/ ٢٧٢)

---

[১৩৬] ইমাম ইবনে আবী শায়বা, আল-মুসান্নাফ-১০৮৬৯।

রাসূল সা. বলেন- তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীকে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -র তালক্বীন করো। কেননা মৃত্যু কালে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ যার শেষ কালেমা হবে, সে একদিন না একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদি জান্নাতে প্রবেশের আগে সে শাস্তি ভোগ করেও থাকে।[১৩৭]

ইমাম ইবনে হাজর আসক্বলানী রহ. বলেন-

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

ইমাম আবু দাউদ ও হাকেম রহ. মুআয ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সা. বলেছেন- যার শেষ কথা হবে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৩৮]

এ সংক্রান্ত আরো কয়েকটি হাদীছ অভিযোগকারী..ই উল্লেখ করেছেন। তাই সেগুলো আর এখানে দ্বিরুক্ত করা হলো না।

একটি ঘটনাঃ

وَقَدْ روى بن أَبِي حَاتِمٍ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي زُرْعَةَ أَنَّهُ لَمَّا احْتُضِرَ أَرَادُوا تَلْقِيْنَهُ فَتَذَكَّرُوا حَدِيثَ مُعَاذٍ فَحَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو زُرْعَةَ بِإِسْنَادِهِ وَخَرَجَتْ رُوحُهُ فِي آخِرِ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

ইবনে আবু হাতেম রহ. আবু যুরআ' রহ.'র জীবনীতে উল্লেখ করেছেন- যখন তার মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হলো, লোকেরা তাঁকে তালক্বীন করার মনস্থ করলো। তখন তারা মুআয রা.'র হাদীছের কথা আলোচনা করলো। তখন আবু যুরআ রা. তাদেরকে সনদসহ হাদীছটি বর্ণনা করেন। যখন তিনি لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ-র শেষে পৌঁছেন, তাঁর রূহ বের হয়ে যায়।[১৩৯]

---

[১৩৭] সহীহ ইবনে হিব্বান-৩০০৪।

[১৩৮] ফাতহুল বারী-৩:১০৯।

[১৩৯] ফাতহুল বারী-৩:১০৯।

তালক্বীনের প্রতি সলফের গুরুত্বারোপঃ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ عَلْقَمَةُ، قَالَ: «أَقْعِدُوا عِنْدِي مَنْ يُذَكِّرُنِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» .

ইবরাহীম নাখঈ রহ. থেকে বর্ণিত, আলক্বামা রহ. যখন ভারী হয়ে গেলেন, (যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো,) বললেন- আমার নিকট একজনকে বসিয়ে দাও, যে আমাকে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ স্মরণ করিয়ে দেবে।[১৪০]

তালক্বীনের প্রয়োজন কেনো হয়?

আল্লামা মুনাবী রহ. বলেন-

(لقنوا) من التلقين وهو كالتفهيم وزنا ومعنى (موتاكم) أي من قرب من الموت كذا حكى في شرح مسلم الاجماع عليه (لا اله الا الله) لانه وقت يشهد المحتضر فيه من العوالم مالا يعهده فيخاف عليه من الشيطان. التيسير بشرح الجامع الصغير . للمناوى – (٢ / ٥٧٦)

হাদীছের (لقنوا) শব্দটি التلقين থেকে উদগত। এটি ওযন ও অর্থগত দিক থেকে التفهيم-র মতো। অর্থ- বুঝিয়ে দেয়া, স্মরণ করিয়ে দেয়া। হাদীছে (موتاكم) অর্থ- মত্যুর নিকটবর্তী ব্যক্তি। যেমনটা শরহে মুসলিমে বলা হয়েছে, এটা সর্বসম্মত মত। তালক্বীন এ-জন্য করতে হয় যে, ওই সময় ব্যক্তি এমন অনেক অবস্থার সম্মুখীন হয়, যার সাথে সে পরিচিত নয়। যার ফলে ওই সময় তার ওপর শয়তান থেকে কিছু হওয়ার ভয় থাকে। (আত-তায়সীর-২/৫৭৬)

অর্থাৎ ভয়ংকর পরিস্থিতি ও শয়তানের মন্ত্রণার কারণে সে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বলতে ভুলে যেতে পারে। তাই তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন।

তালক্বীন সংশ্লিষ্ট বিধান এবং হাদীছের ব্যাখ্যাঃ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ الْمَيِّتُ، قَالَ: «نَعَمْ، حَسَنٌ إِنِّي لَأُحِبُّ ذَلِكَ». مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٦)

ইবনে জুরাইজ রহ. আতা রহ.কে জিজ্ঞাসা করলেন- তালক্বীনে মায়্যেত কি মুস্তাহাব? উত্তরে তিনি বলেন- হ্যাঁ, উত্তম। আমি এটাকে পসন্দ করি।[১৪১]

---

[১৪০] ইবনে আবী শায়বা-১০৮৬০।

[১৪১] ইবনে আবী শায়বা, আল-মুসান্নাফ-১০৮৬২।

ইমাম নববী রহ. সহীহ মুসলিমের হাদীছের[১৪২] ব্যাখ্যায় বলেন-

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَعْنَاهُ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَالْمُرَادُ ذَكِّرُوهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لِتَكُونَ آخِرَ كَلَامِهِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَالْأَمْرُ بِهَذَا التَّلْقِينِ أَمْرُ نَدْبٍ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى هَذَا التَّلْقِينِ وَكَرِهُوا الْإِكْثَارَ عَلَيْهِ وَالْمُوَالَاةَ لِئَلَّا يَضْجَرَ بِضِيقِ حَالِهِ وَشِدَّةِ كَرْبِهِ فَيَكْرَهُ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ وَيَتَكَلَّمُ بِمَا لَا يَلِيقُ قَالُوا وَإِذَا قَالَهُ مَرَّةً لَا يُكَرِّرُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَهُ بِكَلَامٍ آخَرَ فَيُعَادُ التَّعْرِيضُ بِهِ لِيَكُونَ آخِرَ كَلَامِهِ وَيَتَضَمَّنُ الْحَدِيثُ الْحُضُورَ عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ لِتَذْكِيرِهِ وَتَأْنِيسِهِ وَإِغْمَاضِ عَيْنَيْهِ وَالْقِيَامِ بِحُقُوقِهِ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. شرح النووي (٦/ ٢١٩)

রাসূল সা.'র বাণী ... لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ-র অর্থ হলো- তোমাদের যার মউত উপস্থিত হয়েছে, তাকে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ স্মরণ করিয়ে দাও। যাতে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ তার শেষ কথা হয়। যেমন হাদীছে এসেছে... 'যার শেষ কথা হবে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' আর হাদীছে তালক্বীন করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা থেকে সাব্যস্ত বিধান হলো মুস্তাহাব। এ তালক্বীনের ওপর আলেমগণের ইজমা। তবে অধিক পরিমাণে ও বারংবার তালক্বীন করাকে তারা মাকরূহ বলেছেন। কেননা সময়টা হলো প্রচণ্ড কষ্ট ও সংকীর্ণতার। ফলে বিরক্ত হয়ে সে অযাচিত কিছু বলে ফেলতে পারে। আলেমগণ বলেন- যখন সে একবার বলবে, দ্বিতীয় বার আর তাকে তালক্বীন করবে না। তবে যদি সে একবার বলার পরে অন্য কথা বলে, তাহলে আবার তালকীন করবে, যাতে তার শেষ কথা হয় ... لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...। হাদীছ থেকে মৃত্যুকালে উপস্থিত থেকে তাকে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ স্মরণ করিয়ে দেয়া, তাকে সান্ত্বনা দেয়া, মৃত্যুর পরে তার চোখ মুদে দেয়া, তার হক্বসমূহ আদায় করার কথাও বুঝা যায়। এ সবই সর্বসম্মত কথা।[১৪৩]

এ সংক্রান্ত কিঞ্চিত আলোচনা সামনেও পরিবেশিত হবে, ইন শা আল্লাহ।

১৪২ হাদীছ নং-৯১৬, ৯১৭।

১৪৩ শরহে মুসলিম-৬:২১৯।

তালক্বীনের হাদীছ ইমাম বুখারী বর্ণনা করলেন না কেনো?

আল্লামা আমীর সনআনী রহ. ওপরে উল্লেখিত আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা রা.’র হাদীছ সম্পর্কে বলেন-

(وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ) أَيْ الَّذِينَ فِي سِيَاقِ الْمَوْتِ فَهُوَ مَجَازٌ (لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ) ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِهِ وَزِيَادَةٍ «فَمَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ» ، وَقَدْ غَلِطَ مَنْ نَسَبَهُ إلَى الشَّيْخَيْنِ أَوْ إلَى الْبُخَارِيِّ وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ حُذَيْفَةَ بِلَفْظِ «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا مِنْ الْخَطَايَا» وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ، وَقَوْلُهُ: " لَقِّنُوا " الْمُرَادُ تَذْكِيرُ الَّذِي فِي سِيَاقِ الْمَوْتِ هَذَا اللَّفْظَ الْجَلِيلَ وَذَلِكَ لِيَقُولَهَا فَتَكُونُ آخِرَ كَلَامِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ كَمَا سَبَقَ. فَالْأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ بِالتَّلْقِينِ عَامٌّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ يَحْضُرُ مَنْ هُوَ فِي سِيَاقِ الْمَوْتِ، وَهُوَ أَمْرُ نَدْبٍ وَكَرِهَ الْعُلَمَاءُ الْإِكْثَارَ. سبل السلام (١/ ٤٦٥)

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা রা.’র হাদীছ .... ইমাম মুসলিম ও চারজন (ইমাম নাসাঈ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ রহ.) বর্ণনা করেছেন। এ হলো ইমাম মুসলিম রহ.’র শব্দ। হুবহু শব্দে ইমাম ইবনে হিব্বান রহ.ও বর্ণনা করেছেন। তবে তার ওখানে কিছু বেশী আছে। (বর্ধিতাংশের তরজমা ওপরে অতিবাহিত) যারা হাদীছকে ইমাম বুখারীর দিকে নিসবত করেছেন, তারা ভুল করেছেন। (কেননা তালকীন সংক্রান্ত হাদীছ বুখারী শরীফে নেই।) ইবনে আবুদ দুনইয়া রহ. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন- তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীকে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ স্মরণ করিয়ে দাও। কেননা তা পূর্ববর্তী সব খতা-বিচ্যুতিকে বিনষ্ট করে দেয়। এ অধ্যায়ে অনেক সহীহ হাদীছ রয়েছে। হাদীছের لَقِّنُوا অর্থ হলো- মৃত্যুপথযাত্রীকে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ স্মরণ করিয়ে দেয়া। .... কাজটি মুস্তাহাব। আলেমগণ বারবার তালক্বীন করাকে মাকরূহ বলেছেন।[১৪৪]

---

[১৪৪] সুবুলুস সালাম-১:৪৬৫।

বুঝা গেলো- ইমাম মুসলিম রহ. তালক্বীন সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন, তা সহীহ। তবে এর বাইরেও তালক্বীন সম্পর্কে আরো সহীহ হাদীছ রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইমাম বুখারী রহ. তালক্বীন সংক্রান্ত একটি হাদীছও উল্লেখ করেননি। কিন্তু কেনো?

উত্তরে ইমাম ইবনে হাজার আসক্বলানী রহ. বলেন-

كَأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ فِي التَّلْقِينِ شَيْءٌ عَلَى شَرْطِهِ فَاكْتَفَى بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِلَفْظِ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ كَذَلِكَ. فتح الباري لابن حجر (٣/ ١٠٩)

মনে হচ্ছে যেনো ইমাম বুখারী রহ.’র নিকটে তালক্বীন সংক্রান্ত কোনো হাদীছ তার শর্তানুযায়ী সহীহ হিসাবে প্রমাণিত হয়নি। তাই তালক্বীনের প্রতি ইঙ্গিতবাচক হাদীছ উল্লেখ করে ক্ষ্যান্ত থেকেছেন। তবে ইমাম মুসলিম রহ. আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী রা.’র হাদীছ উল্লেখ করেছেন।[১৪৫]

কয়েকটি সম্পূরক বিষয়

উপরোক্ত আলোচনার নিরিখে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হলো। যথা-

১. প্রমাণিত হলো যে, হাদীছ সহীহ হওয়া মানেই বুখারী-মুসলিমে স্থান পাওয়া নয়। কেননা তালক্বীন সংক্রান্ত অনেকগুলো হাদীছ বাস্তবে সহীহ হওয়া সত্ত্বেও তার একটিও ইমাম বুখারী রহ.’র নিকট সহীহ সাব্যস্ত হয়নি, তার সহীহ কিতাবে স্থান পায়নি। এমনকি ইমাম বুখারী রহ. بَابُ مَا جَاءَ فِي الجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. صحيح البخاري -٢/ ٧١ মর্মে শিরোনাম বাঁধার পরও তার সহীহ কিতাবে তালক্বীন সংক্রান্ত কোনো হাদীছ উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছেন। তাহলে বুঝা গেলো- হাদীছের সহীহ-যঈফ নির্ধারণে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য হতে পারে, হয়ে থাকে।

২. আর ইমাম মুসলিম রহ.ও অনেকগুলো সহীহ হাদীছ থেকে মাত্র দু’টি উল্লেখ করেছেন। শুধু আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী রা.’র হাদীছ ব্যতিত বাকীগুলো উল্লেখ করেন নি। তাহলে বুঝা গেলো ইমামগণ নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী হাদীছ সংকলন

---

[১৪৫] ফাতহুল বারী-৩:১০৯।

করেছেন। সব সহীহ হাদীছ স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করার ইলতিযাম তারা করেননি। সুতরাং কোনো মাসআলায় সহীহ হাদীছ পেশ করা সত্ত্বেও বুখারী-মুসলিমের হাদীছ ত্বলব করা, হাদীছ-শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বোকামী বৈ কিছুই নয়।

৩. যদি কেউ মনে করে থাকেন- হাদীছ মতে আমল করার জন্য তা সহীহ বুখারীতে থাকা যরূরী বা বুখারী রহ.'র মতেও তা সহীহ হওয়া যরূরী, তাহলে তিনি কি তালক্বীনের হাদীছও প্রত্যাখ্যান করবেন? মনটাকে একটু সংকীর্ণতামুক্ত করলেই সঠিক জিনিসটি বুঝে নেয়া সম্ভব। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।

তালক্বীন বলতে কী বুঝায়? কখন করা হবে?

ইমাম নববী, আইনী, আসক্বলানী, মুনাবী রহ. সহ আল্লামা সনআনী ও শওকানী রহ. সবাই বলেছেন- হাদীছে তালক্বীন মানে হলো তাযকীর বা তাফহীম। মানে স্মরণ করিয়ে দেয়া। হাদীছে মৃত ব্যক্তিকে তালক্বীন করতে বলা হয়নি। তালক্বীন করতে হবে মৃত্যুপথযাত্রীকে। আগে পরের আলোচনায় এ-কথা একাধিক বার এসেছে। আরো দেখুন-

لَقِّنُوا أَمْوَاتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ أَيْ قُولُوا ذَلِكَ وَذَكِّرُوهُمْ بِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ .

তোমরা তোমাদের মৃত্যুর নিকটবর্তীব্যক্তিকে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -র তালক্বীন করো। ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন- অর্থাৎ মৃত্যুর সময় এই কালেমা বলো এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও।[১৪৬]

আল্লামা আযীমাবাদী রহ. স্পষ্ট বলেছেন.....

وقال السندي المراد من حضره الموت لا من مات والتلقين أن يذكر عنده لا أن يأمره به .

আল্লামা সিন্ধী রহ. বলেছেন-............ তালক্বীন মানে হলো- তার কাছে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ-যিকর করা, তাকে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ পড়ার নির্দেশ দেয়া নয়।[১৪৭]

কাকে কিভাবে তালক্বীন করা হবে?

সুতরাং 'তালক্বীন মানে মৃত্যুপথযাত্রীকে কালেমা পড়ার নির্দেশ দেয়া বা দিতে হবে' কথাটি যথার্থ নয়। মৃত্যুপথযাত্রীকে কালেমা পড়তে বাধ্য

---

[১৪৬] হাশয়াতুস সুয়ূতী আলান নাসাঈ-৪:২, মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা, হালাব।
[১৪৭] আল্লামা শামসুল হক্ব আযীমাবাদী রহ., আওনুল মা'বুদ-১৩:৩১০।

করার নাম তালকীন নয়। প্রশ্ন থেকে যায়- রাসূল সা. যে পড়তে বলেছেন! যেমনটা অভিযোগকারী 'মুসনাদে আহমাদ রহ.[১৪৮] থেকে উদ্ধৃত করেছেন। হ্যাঁ, হাদীছে এমন রয়েছে। তবে সে ক্ষেত্রে শায়খ উছাইমীন রহ.'র বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। এর সামাধানে তিনি বলেছেন-

فإذا احتضر الإنسان وعلمنا أنه في النزع وأنه ميت فإننا نلقنه لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قال العلماء فيلقنه برفق لا يأمره ، لا يقل: قل لا إله إلا الله لأنه ربما إذا قال له قل لا إله إلا الله وهو في هذه الحال قد ضاق صدره وقد ضاقت عليه الدنيا فيقول لا لأنك ما تتصور ضيق الصدر في هذه الحالة إلا إذا كنت في هذه الحالة نسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم عند لقائه فتذكر الله عنده تقول لا إله إلا الله ترفع صوتك بهذا ليسمع فربما يمن الله عليه فيستحضر أنك تلقنه فيقول لا إله إلا الله فإذا قال لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة كما في حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قال أهل العلم فإذا قال لا إله إلا الله فليسكت ولا يقل شيئا فإن عاد المحتضر نفسه وتحدث في شيء مثل اسقوني أعطوني ماء أو أي شيء آخر فليعد التلقين ولكن إذا كان الإنسان والعياذ بالله كافرا مرتدا فهذا ربما نقول له بالأمر: قل لا إله إلا الله فإن من الله عليه وقالها فبها ونعمت وإن لم يقل فهو كافر . لذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم.................. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. شرح رياض الصالحين

তো যখন ব্যক্তির মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হবে এবং আমরা বুঝতে পারবো যে, সে মৃত্যু যন্ত্রণায় আক্রান্ত, আমরা তাকে لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ-র তালক্বীন করবো। যেমন রাসূল সা. বলেছেন- তোমরা তোমাদের মৃত্যুর নিকটবর্তী ব্যক্তিকে لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ-র তালক্বীন করো।

আলেমগন বলেছেন- তাকে তালক্বীন করার সময় খুব নরমভাবে তালক্বীন করবে। তাকে নির্দেশ দিবে না। তাকে এ-কথা বলবে না, তুমি বলো- لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ। কেননা মুহূর্তটি হলো তার ওপর অন্তর ও দুনইয়া সংকীর্ণ হওয়ার। অনেক

[১৪৮] ইমাম আহমাদ রাহ., আল-মুসনাদ-১২১৫৩, ১২১৩৪, ১৩৪১৪।

সময় দেখা যায়, এমন হালতে যখন তাকে বলা হয়, বলো- لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ; সে বলে ফেলে- ‘না’, বলবো না। কারণ হলো- এ মুহূর্তে অন্তরের সংকীর্ণতার কথা তুমি তখনই অনুধাবন করতে পারবে, যখন তুমি এ অবস্থার সম্মুখীন হবে। আল্লাহ যেনো এমন পরিস্থিতিতে উপনীত অবস্থায় আমাদের ও তোমাদের অন্তরকে প্রশস্ত রাখেন।

সুতরাং তুমি তার কাছে আল্লাহর যিকর করবে। বলবে- لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ। উঁচু আওয়াজে বলবে, যাতে সে শুনতে পায়। হয়তো আল্লাহ তার ওপর ইহসান করবেন এবং সে বুঝতে পারবে যে, তুমি তাকে তালক্বীন করছো। তখন সেও বলবে- لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ। যখন সে বলবে, আর দুনইয়া থেকে তার শেষ কালেমা হবে.. لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله , সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমনটা মু‘আয রা. বর্ণনা করেছেন। রাসূল সা. বলেন- যার শেষ কালেমা হবে... لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ , সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আহলে ইলম বলেন- মৃত্যুরোগী যখন لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ বলবে, উপস্থিত লোকেরা চুপ থাকবে, কিছুই বলবে না। হ্যাঁ, সে..ই যদি কথা বলে, যেমন যদি বলে- আমাকে পানি দাও বা অন্য কিছু চায়, তাহলে তাকে আবার তালক্বীন করবে।

কিন্তু আল্লাহর পানা, মৃত্যুরোগী যদি কাফের-মুরতাদ হয়, তাহলে তাকে হয়তো আমরা নির্দেশসূচক বাক্যে তালক্বীন করবো। বলবো, বলো- لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ। যদি আল্লাহ তার ওপর অনুগ্রহ করেন এবং সে কালেমা পড়ে নেয়, তাহলে যথেষ্ট, খুব..ই সুন্দর কথা। আর যদি না বলে, তাহলে তো সে কাফের। এ কারণে রাসূল সা.’র চাচা আবু তালিবের যখন মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত, রাসূল সা. তাকে বলেন- হে আমার চাচা! আপনি বলুন- لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ। এ কালেমার উসিলায় আমি আপনার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবো।[১৪৯]

এরপরে তালক্বীন কি, কাকে, কখন ও কিভাবে করতে হবে? এ বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা থাকার কথা নয়। এবং এরপরে এ কথা বলারও অবকাশ নেই যে, তালক্বীন করার জন্য কালেমা পড়ার নির্দেশই দিতে হবে, অন্যথা তালক্বীনের নির্দেশ আদায় হবে না।

---

[১৪৯] মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ ইবনে মুহাম্মাদ উছাইমীন রহ., শরহু রিয়াদিস সালেহীন-৪:৫০৮, ৫০৯, ৫১০; দারুল ওয়াতান লিন-নশর, রিয়াদ।

জুনায়েদ রহ.'র বক্তব্য কি আসলেই হাদীছ বিরোধী?

এতক্ষণের আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করার পরে আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসি। 'ফাযায়েলে সাদাকাতে'র ঘটনায় জুনায়েদ রহ.কে কালেমা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তা কোনোক্রমেই হাদীছ বা রাসূল বিরোধী হয়নি। বরং এর দ্বারা রাসূল সা.'র নির্দেশ পালিত হয়েছে।
তবে জুনায়েদ রহ.'র বক্তব্য- "আমি এই কালেমাকে জীবনেও ভুলি নাই যে এখন নতুন করিয়া স্মরণ করিব" নিয়ে কারো মনে খটকা থাকতে পারে। কিন্তু একটু খেয়াল করলেই বুঝা যায় যে, সে খটকাও অমূলক, ভিত্তিহীন। কেননা হাদীছে তো বলা হয়েছে- স্মরণ করিয়ে দেয়ার কথা। তিনিও বলেছেন- আমার স্মরণ আছে। আগেও যেমন কখনো ভুলিনি, আল-হামদু লিল্লাহ, এ ভয়াবহ মুহূর্তেও বিস্মৃত হইনি। সুতরাং তোমাদের পেরেশান হতে হবে না। আমার স্মরণ আছে কালেমা পড়ার কথা। এ কথা হাদীছ বা রাসূল বিরোধী হয় কি করে? আর এটাকে উপজীব্য করে তাবলীগী নেসাবের সমালোচাই বা করা যায় কিভাবে?

এর কাছাকাছি কথা তো ইমাম তিরমিযী রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. থেকেও বর্ণনা করেছেন! দেখুন...

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ: أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ جَعَلَ رَجُلٌ يُلَقِّنُهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَكْثَرَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: إِذَا قُلْتُ مَرَّةً فَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ أَتَكَلَّمْ بِكَلاَمٍ.

ইবনে মুবারক রহ.'র যখন মউত নিকটবর্তী হলো, তো একজন তাকে কালেমার তালকীন করতে লাগলো এবং বেশী পরিমাণে করতে শুরু করলো। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন- আমি যখন একবার পড়েছি, তো অন্য কথা বলার আগে আমাকে আর পড়তে হবে না। আমি আগের পড়ার ওপরেই আছি, মানে তা..ই আমার জন্য যথেষ্ট।[১৫০]

ভেবে দেখুন- হাদীছে তো কোথাও বলা হয়নি যে, একাধিক বার তালক্বীন করা যাবে না বা একবার বলার পর আর তালকীন করা যাবে না! হাদীছে কি বলা হয়েছে যে, মৃত্যুকালে তুমি একবার কালেমা পড়ার পরে কেউ তালক্বীন করলে, তুমি বলবে- আমি পড়েছি। আমাকে আর তালক্বীন

[১৫০] (সুনানে তিরমিযী-২:২৯৯)

করো না। অথচ ইবনে মুবারক রহ. তা...ই বললেন। তিনি বুঝাতে চাইলেন- হাদীছের নির্দেশ পালিত হয়েছে। তালক্বীনের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। সুতরাং তালক্বীন করার আর প্রয়োজন নেই।

এখন জুনায়েদ রহ.'র বক্তব্য যদি নাউযূ বিল্লাহ হাদীছ বা রাসূল বিরোধী হয়, তাহলে ইবনে মুবারক রহ.'র বক্তব্য সম্পর্কে কী বলবেন? যদি জুনায়েদ রহ.'র বক্তব্যের কারণে ‘ফাযায়েলে আমালে’র ওপর অভিযোগ করা যায়, তাহলে ইবনে মুবারক রহ.'র বক্তব্যের কারণে সুনানে তিরমিযীর ওপর অভিযোগ নয় কেনো?

আরো দেখুন- ইমাম বুখারী রহ. তালকীনের অনেকগুলো সহীহ হাদীছ থাকা সত্ত্বেও কোনো হাদীছ তো উল্লেখ করেন-ই-নি, উপরন্তু

بَابُ مَا جَاءَ فِي الجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করেছেন-

وَقِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَلَيْسَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِفْتَاحُ الجَنَّةِ؟ قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ»

অহাব ইবনে মুনিয়্যাহকে বলা হলো- لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি বললেন- কেনো নয়? অবশ্যই জান্নাতের চাবি। তবে এমন কোনো চাবি নেই, যার কোনো দাঁত নেই। সুতরাং তুমি যদি দাঁতবিশিষ্ট চাবি নিয়ে আসতে পারো, তাহলেই তোমার জন্য খোলা হবে, নতুবা খোলা হবে না।[১৫১]

দাঁতের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার রহ. বলেন-

وَأَمَّا قَوْلُ وَهْبٍ فَمُرَادُهُ بِالْأَسْنَانِ الْتِزَامُ الطَّاعَةِ.

এখানে দাঁত মানে হলো- ত্ব‘আতের ইলতিযাম করা।[১৫২]

কোনো হাদীছেই কি অহাব ইবনে মুনিয়্যা রহ.'র উপরোক্ত বক্তব্য রয়েছে? আসক্বলানী রহ. বলেন-

ذكر ابن إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرْسَلَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ لَهُ إِذَا سُئِلْتَ عَنْ مِفْتَاحِ الْجَنَّةِ فَقُلْ مِفْتَاحُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرُوِيَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ وَزَادَ وَلَكِنْ مِفْتَاحٌ بِلَا أَسْنَانٍ فَإِنْ

---

[১৫১] সহীহ বুখারী-২:৭১।

[১৫২] ফাতহুল বারী-৩:১১০।

جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ نَظِيرُ مَا أَجَابَ بِهِ وَهْبٌ فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مُدْرَجَةً فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ. فتح الباري لابن حجر (٣/ ١٠٩)

ইবনে ইসহাক তার ‘সীরাত’গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- রাসূল সা. যখন আলা ইবনে হাদরামীকে প্রেরণ করেন, তখন বলেন- তোমাকে যখন জান্নাতের চাবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, বলবে- জান্নাতের চাবি হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মুআয ইবনে জাবাল রা. থেকেও ইমাম বায়হাক্বী রহ. মারফূ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে অহাব ইবনে মুনিয়্যাহ-র অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে। যা থেকে বুঝা যায় যে, ওই বর্ধিত অংশটুকু মুআয রা.’র হাদীছে রাবী কর্তৃক বর্ধিত।[১৫৩]

ওই বাবে ইমাম বুখারী স্বয়ং বর্ণনা করেছেন-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَأَخْبَرَنِي — أَوْ قَالَ: بَشَّرَنِي — أَنَّهُ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ " قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» صحيح البخاري (٢/ ٧١)

আবু যর রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. বলেন- আমার রবের পক্ষ থেকে একজন আগমনকারী এসে আমাকে খবর বা সু-সংবাদ দিলো যে, শিরক না করা অবস্থায় আমার উম্মতের কেউ মারা গেলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম- যদিও যেনা করে? যদিও চুরি করে? সে বললো- যদিও যেনা করে, যদিও চুরি করে।[১৫৪] (তারপরও সে ঈমান আনার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে।)

প্রতীয়মান হলো-

১. মৃত্যুকালে কালেমা তালক্বীন করার কারণ বলা হয়েছে- যার শেষ কথা হবে, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইবনে হিব্বানের হাদীছ মতে আযাব ভোগ করার পরে হলেও।

২. আলা ইবনে হাদরামী ও মুআয রা-র হাদীছে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ কেই জান্নাতের চাবি সাব্যস্ত করা হয়েছে।

---

[১৫৩] ফাতহুল বারী-৩:১০৯।

[১৫৪] সহীহ বুখারী-১২৩৭।

৩. বুখারীর হাদীছে বলা হয়েছে- যদি কেউ চুরি-ব্যভিচার করে, তবুও জান্নাতে যাবে, যদি মুশরিক না হয়।

তাহলে অহাব ইবনে মুনিয়্যা রহ.-ই-বা কিভাবে উক্ত বক্তব্য বললেন? আর ইমাম বুখারী রহ.-ই-বা কিভাবে তা উল্লেখ করলেন? প্রশ্নটা শুধু তাদের সমীপে যারা অভিযোগ করার জন্যই অভিযোগ করেন, অভিযোগ করার জন্য..ই কিতাব পড়েন। উদ্দেশ্য এ কথার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে, শুধু অভিযোগ করার জন্য..ই অভিযোগ করা হলে, কতো অভিযোগ..ই-না করা যায়। এখন আপনাদের ওইসব খেয়ালী অভিযোগের কারণে যদি 'ফাযায়েলে আমাল' বর্জনীয় হয়, তাহলে বুখারী-তিরমিযীর ব্যাপারে আমাদের কী দিক নির্দেশনা দিবেন?

প্রশ্ন হলো-

১. আপনার অপবাদনামায় উল্লিখিত জুনায়েদ রহ.'র বক্তব্য যদি হাদীছ বা রাসূল বিরোধী হয়, তাহলে অহাব রহ.'র বক্তব্যও কি হাদীছ বা রাসূল বিরোধী নয়?

২. জুনায়েদ রহ.'র উক্ত বক্তব্য উল্লেখ করার কারণে যদি তাবলীগি নেসাবের সমালোচনায় মত্ত হন, তাহলে অহাব ইবনে মুনিয়্যা রহ.'র বক্তব্য উল্লেখ করার কারণে সহীহ বুখারীর সমালোচনায়ও মত্ত হবেন না কেনো?

কোনো নিতান্ত নির্বোধও কি বলবে যে, এ কারণে সহীহ বুখারী বা সুনানে তিরমিযীর সমালোচনা করা যাবে? এ-কারণে সহীহ বুখারী বা সুনানে তিরমিযী বর্জন করা হবে, অপপ্রচার চালানো হবে? তাহলে?

মনে রাখবেন ....

কারো বক্তব্যকে হাদীছ বিরোধী আখ্যা দেয়া কোনো ছেলেখেলা নয়। এটি যদি বাস্তব না হয়, তাহলে তা হবে একটি অপবাদ। যার শাস্তি ভয়াবহ এবং তা অবধারিত। কারন এটা বান্দার হক্ব। সে ক্ষমা না করলে, আল্লাহও ক্ষমা করবেন না। নিরপেক্ষ পাঠক সমীপে আরয হলো- ইবনে মুবারক বা অহাব ইবনে মুনিয়্যাহ রহ. কারো কথা..ই হাদীছ বিরোধী নয়। প্রত্যেকের কথার..ই ব্যাখ্যা রয়েছে। কথাগুলো বলা হয়েছে শুধু যে কোনো মূল্যে তাবলীগের বিরোধিতায় মত্ত লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে বাস্তবমুখী ও মুতাদায়্যিন হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন।

বিশেষ সংযোজ-৫

ঐক্যের নামে আহলে হাদীছের মাঝে এতো দলাদলি কেনো?

আহলে হাদীছ বন্ধুগণ আমাদেরকে ঐক্যের দাওয়াত দিয়ে থাকেন। তারা দাবী করেন- ইমামগণের মাযহাবের কারণে উম্মার মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। মাযহাবের কারণে উম্মাহ এখন চার ভাগে বিভক্ত। তারা বলেন- সব মুসলিম যদি আহলে হাদীছ হয়ে যায়, তাহলে অনৈক্য দূর হয়ে যাবে এবং ঐক্যবদ্ধ থাকার কুরআনী নির্দেশ পালিত হবে। তারা মুসলমানগণ চার ভাগে ভাগ হওয়াকে অনৈক্য বলে প্রচার করেন এবং কুরআনে বিভেদ, বিশৃংখলা সংক্রান্ত যতো আয়াত আছে, সবগুলো মাযহাবীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন। বিভেদ ও বিভিন্নতার মাঝে কোনো পার্থক্য মানতে একদম নারায।

আমাদের প্রশ্ন হলো- সবাই আহলে হাদীছ হয়ে গেলে..ই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এই আষাঢ়ে গল্প কেনো শুনানো হচ্ছে আমাদের? আমরা তো চার ভাগে ভাগ হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরকে খুব আপন মনে করি। হাদীছের ভাষায় সবাইকে এক দেহ বলে ভেবে থাকি। আমলের ভিন্নতা সত্ত্বেও এক..ই মাসজিদে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করি। কিন্তু তোমাদের মাঝে এতো দলাদলি, কাদা ছোড়াছুড়ি কেনো? তোমরা কেনো এক দল তোমাদের..ই অন্য দলকে সহ্য করতে পারো না? তোমরা কেনো তোমাদের..ই এক দল অন্য দলকে কাফির মুশরিক আখ্যা দিচ্ছো?

তুমি ঐক্যের নামে আমাকে আহলে হাদীছ বা সালাফী হওয়ার দাওয়াত দিচ্ছো। আমি কোন সালাফী হবো- কুতুবী, সুরুরী নাকি মাদখালী? আমি কোন আহলে হাদীছ হবো- জমিয়তে আহলে হাদীছ নাকি গুরাবা আহলে হাদীছ? আরো তো কতো দল রয়েছে তোমাদের। আমি কোন দলে যোগদান করবো? ঐক্যের নামে আমাকে আহলে হাদীছ বা সালাফী হওয়ার দাওয়াত দিচ্ছো, কিন্তু সালাফী-আহলে হাদীছ..ই তো শতধা বিভক্ত! ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলো কোথায়?

বন্ধু! ইজতিহাদী মাসআলায় তো সাহাবাযুগেও ইখতিলাফ হয়েছে! ইজতিহাদী মাসআলায় তো তোমরাও বারো জনে তেরো মত দিয়ে থাকো! তারপরও যতো দোষ সব মাযহাবীদের? তোমরা তো মাযহাবীদের বিরুদ্ধে অনৈক্য সৃষ্টির অপবাদ দিচ্ছো, আর সবাই আহলে

হাদীছ বা সালাফী হয়ে গেলে..ই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে বলে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছো! অথচ ডা. জাকির নায়েকও দ্বিধায় পড়ে আছেন- তিনি কোন সালাফী হবেন বা কোন আহলে হাদীছ? শ্রদ্ধেয় আব্দুস সবুর খান সুমন ভাইয়ের লেখা থেকে কপি করে জাকির নায়েকের দ্বিধার কথা তোমাদের সমীপে পরিবেশন করলাম। দেখো... ঐক্যের নামে তোমরা..ই কতো অনৈক্যের শিকার হয়েছো? বন্ধু ঘরের খবর না রেখে কেনো অযথা..ই অন্যের নামে অপবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছো? বন্ধু কেনো?

সালাফীদের সম্পর্কে যা বললেন ডাঃ জাকির নায়েক...

Sheikh Nasiruddin Albani says we should call ourselve salafi. My question is which Salafi, my counter question Do you know how many Salsfi are there? Are you Kutubi, Sururi, or Madkhali. I can name another Salafi.[155]

"শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী বলেন, আমাদের নিজেদেরকে সালাফী বলা উচিৎ। আমার প্রশ্ন হলো, কোন সালাফী? আমার উল্টো প্রশ্ন, তুমি কি জানো, সালাফীদের কতগুলো গ্রুপ আছে? তুমি কি "কুতুবী, সুরুরী না কি মাদখালী? আমি সালাফীদের আরও অনেক গ্রুপের নাম বলতে পারবো।"

তাদের সম্পর্কে তিনি আরো বলেন-

ÒBut even in Salafi there are various groups and if you go to U.K. Mashallah! Subhanallah! Allahu Akbar! There are so many groups. In U.K each group fighting against the other, calling the other Salafia kafir, Nauzubillah! . . . Which salafia do you belong to?[156]

"সালাফীদের নিজেদের মধ্যেই অনেক গ্রুপ রয়েছে। তুমি যদি যুক্তরাজ্যে যাও, মা শা আল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! আল্লাহু আকবার! সেখানে সালাফীদের অনেক গ্রুপ। একদল আরেকদলকে কাফের বলে তাদের সাথে ফাইট করছে, নাউযুবিল্লাহ! সুতরাং তুমি কোন সালাফী?

---

155 http:::www.youtube.com:watch?v=Szzn9lFg9n0

156 http:::www.youtube.com:watch?v=Szzn9lFg9n0

আহলে হাদীছ সম্পর্কে যা বললেন ডাঃ জাকির নায়েক...

Ahle Hadith, which Ahle Hadith? In Bombay there are two Ahle Hadith, Jamiete Ahle Hadith, and Gurba Ahle Hadith. Which Ahle Hadith do you belong to? One Ahle Hadith is blaming the other Ahle Hadith.[157]

"আহলে হাদীস! কোন আহলে হাদীস? বোম্বেতে আহলে হাদীসদের দু'টি দল রয়েছে...

১. জমিয়তে আহলে হাদীস ২. গুরবা আহলে হাদীস।

তুমি কোন আহলে হাদীসের কোন গ্রুপের? এক আহলে হাদীস আরেক আহলে হাদীসকে দোষী সাব্যস্ত করছে।"

তাদের সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন...

In the Ahle Hadith, I went to Kashmir, there are many groups of Ahle Hadith, I went to Kerala, Mujahidin - KNM, Kerala Nadvathul Mujahideen.There, people donÕt call themselves Ahle Hadith - Mujahideen. If you go to Saudi Arabia and say: I am Ahle hadith, what is this new Ahle hadith? Very few people of Saudis know who that Ahle Hadith. For them they know the Salafi. But Salafi and Ahle hadith belong to the same, groups or names are different. In some country Ansari, why?[158]

"আহলে হাদীসদের মাঝেও অনেক গ্রুপ রয়েছে। আমি কাশ্মীরে গিয়েছি, সেখানে আহলে হাদীসদের অনেক গ্রুপ। আমি কেরালায় গিয়েছি, সেখানে তারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে না। তারা কেরালা নাদভাটুল মুজাহিদিন (কে.এন.এম) নামে পরিচিত। আপনি যদি সউদি যান সেখানে গিয়ে যদি বলেন, "আমি আহলে হাদীস, তারা বলবে, এ নতুন আহলে হাদীস আবার কারা? অধিকাংশ আরব জানে না যে, আহলে হাদীস কি? তারা সালাফী গ্রুপকে চেনে। যদিও সালাফী ও আহলে হাদীস এক-ই দল, এদের নাম ভিন্ন। আবার দেখা যায়, একই দেশে এদের কোন গ্রুপের নাম আনসারী, এটি কেনো?

---

১৫৭ লেকচারের নাম- `unity in the muslim ummah'।

158 http:::www.youtube.com:watch?v=Szzn9lFg9n0]

আহলে হাদীছ লা-মাযহবীদের সম্পর্কে আহলে সুন্নাত হানাফীদের বাংলা গ্রন্থাবলি

আহলে হাদীছ লা-মাযহাবী বন্ধুদের প্রচার-প্রপাগান্ডার কারণে ইখতিলাফী আকায়েদ-মাসায়েল সম্পর্কে জনসাধারণের মনে ব্যাপক কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে কোন বই পড়া যায়? এ বিষয়ে কী বই রয়েছে? জাতীয় প্রশ্ন ইদানিং খুব বেশী উচ্চারিত হয়। তাই আব্বা আহলে হাদীছ ও তার সমগোত্রীয়দের সম্পর্কে হানাফীদের রচিত বাংলা কিতাবাদির একটি তালিকা তৈরী করে আমাদের সব বইয়ের শেষে সংযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে হিসাবে..ই এ তালীকা প্রণীত হয়েছে। এ সংক্রান্ত বইয়ের তালিকা তো অনেক লম্বা, কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক..ই আমরা এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি।

তাই পাঠকবৃন্দের সমীপে বিশেষ অনুরোধ থাকবে, আপনারাও উদ্যোগী হোন এবং এ তালিকা সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করুন। এ তালিকায় নেই, এ সংক্রান্ত এমন যতো বই আপনার সংগ্রহে বা আপনার জানাশুনায় আছে, সবগুলোর নাম ও পূর্ণ ঠিকানা আমাদের ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণ করুন। আমরা সে হিসাবে তালিকা আরো সমৃদ্ধ করে পরবর্তীতে প্রকাশ করবো, ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে দ্বীনের জন্য কবূল করে নিন এবং বেশী বেশী খিদমাতের তাওফীক দান করুন। তালিকায় উল্লিখিত-অনুল্লিখিত সকল লেখককে এবং দ্বীনের সকল খাদেমকে উত্তম বিনিময় দিন। হক-বাতিলের দ্বন্দ্বে হককে বিজয়ী করুন, আমীন।

১. **নামাযে ফাতিহা পড়ার বিধান**।[১৫৯]
২. হাদীছের আলোকে **'শরঈ নামায'**।[১৬০]
৩. আহলে হাদীছের প্রতি **ওপেন চ্যালেঞ্জ।**[১৬১]

---

[১৫৯] লেখক- আল্লামা মোস্তাফা নোমানী হাফিযাহুল্লাহ। সংযোজন- আবু উমার রুহুল্লাহ নোমানী। প্রকাশক- মাকতাবা নো'মানিয়া, দিবা মাইঠা চৌমোহনী, বরগুনা সদর। মোবাইল: ০১৯১৮০০৪৩৮৩, ০১৭৬৫৫১১১৩১। পরিবেশক: মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, আব্দুল্লাহপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৩১-৭৬৪৯২৬, ০১৯৩৫-২৮৯৮৩২। মূল্য: ৮০/- মাত্র।

[১৬০] রচনা- আল্লামা মোস্তফা নোমানী দা.বা.। সংযোজন- আবু উমার রুহুল্লাহ নোমানী। প্রকাশক- মাকতাবা নোমানিয়া, দিবা মাইঠা চৌমোহনী, বরগুনা সদর। যোগাযোগ- ০১৭৬৫-৫১১১৩১ ও ০১৯১৮-০০৪৩৮৩। মূল্য:.........।

[১৬১] এটি কয়েকটি কিতাব ও কিতাবাংশের সমন্বিতরূপ। যথা-

৪. আহলে হাদীছ মতবাদ ও ইজতিহাদে ফুকাহা রহ.।[১৬২]
৫. এক আহলে হাদীছের **সত্যানুসন্ধান**।[১৬৩]
৬. আমি কেনো কথিত আহলে হাদীছ নই?[১৬৪]
৭. কুরআন ধরতে কি উযূ লাগে না?[১৬৫]
৮. ক্বাযা নামায কি পড়তে হয় না?[১৬৬]
৯. কিয়াসের পরিচয় ও প্রামাণিকতা এবং আহলে হাদীছ মতবাদ।[১৬৭]
১০. একশত মাসআলা শিক্ষা (চতুর্থ খণ্ড)।[১৬৮]
১১. আহলে হাদীছের মুখোশ উম্মোচন।[১৬৯]
১২. মুক্তির পথ ও ভ্রান্ত মতবাদ।[১৭০]

---

১. ‘বারা মাসায়েল-বিশ লাখ ইনআম’। লেখক- আল্লামা মুনীর আহমাদ মুলতানী দা.বা.।
২. ‘আদিল্লায়ে কামেলা’। লেখক- শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ.। উক্ত কিতাব থেকে এখানে শুধু ‘পাল্টা চ্যালেঞ্জ’ অংশ নেয়া হয়েছে।
৩. ‘গায়রে মুকাল্লিদীন সে দু’সো আওর উলামায়ে গায়রে মুকাল্লিদীন সে চার সো সুআলাত’। লেকক- আল্লামা আমীন সফদার রহ.। ৬০০ প্রশ্ন থেকে নির্বাচন করে এখানে ১০০ প্রশ্ন পরিবেশন করা হয়েছে।
৪. ‘একশত মাসআলা শিক্ষা-চতুর্থ খণ্ড’। লেখক- আল্লামা মোস্তফা নোমানী দা.বা। এ কিতাব থেকে মাযহাব, তাক্বলীদ ও নামায সংক্রান্ত ৯টি মাসআলা নেয়া হয়েছে।

অনুবাদ ও সংযোজন- **আবু উমার রুহুল্লাহ নোমানী**। প্রকাশক- তাওফীকিয়্যা লাইব্রেরী, ডাকবাংলো রোড, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মোবাইল- ০১৯৩৩-০৮২৬৩৬, ০১৬৮২-৩০৬৭২১।

[১৬২] মূলগ্রন্থ ‘ইখতিলাফে উম্মাত ও সীরাতে মুস্তাকীম’ এর ভূমিকা অংশ। লেখক- শহীদে ইসলাম আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানবী রহ.। অনুবাদ ও সম্পাদনা- আবু উমার রুহুল্লাহ নোমানী। যন্ত্রস্থ।

[১৬৩] মূল- ‘এক ইয়াদগার মুলাকাত’। লেখক- আল্লামা আমীন সফদার রহ.। সংযোজন ও সম্পাদনা- আবু উমার রুহুল্লাহ নোমানী। প্রকাশক- মাকতাবা নো‘মানিয়া, দিবা মাইঠা চৌমোহনী, বরগুনা সদর। মোবাইল: ০১৯১৮০০৪৩৮৩, ০১৭৬৫৫১১১৩১। পরিবেশক: মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, আব্দুল্লাহপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৩১-৭৬৪৯২৬, ০১৯৩৫-২৮৯৮৩২। গায়ের মূল্য: ১১০/- মাত্র।

[১৬৪] আবু উমার রুহুল্লাহ নোমানী। দুই খণ্ডে বীরভূম, ভারত থেকে প্রকাশিত।

[১৬৫] আবু উমার রুহুল্লাহ নোমানী। যন্ত্রস্থ।

[১৬৬] আবু উমার রুহুল্লাহ নোমানী। যন্ত্রস্থ।

[১৬৭] আবু উমার রুহুল্লাহ নোমানী। যন্ত্রস্থ।

[১৬৮] আল্লামা মোস্তফা নোমানী দা.বা.। যোগাযোগ: ০১৭৬৫-৫১১১৩১, ০১৯১৮-০০৪৩৮৩।

[১৬৯] রচনা- মাওলানা মুহাম্মদ ওমর দা.বা.। মুহাদ্দিছ ও সিনিয়র উস্তাদ- দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। প্রকাশক- মাকতাবায়ে হেজাজ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মূল্য- ১০০/- মাত্র। মোবাইল- ০১৮১৫-৬১৬৮৭০।

১৩. সাইফুল মুকাল্লিদ।[১৭১]
১৪. বিশ্ব বরেণ্য মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে ইমাম আবু হানীফা রহ.।[১৭২]
১৫. খুৎবার ভাষা।[১৭৩]
১৬. মাযহাবের গুরুত্ব।[১৭৪]
১৭. ডাঃ জাকির নায়েকের মতবাদ ও শরঈ বিধান।[১৭৫]
১৮. আহলে হাদীছেল প্রতি খোলা চিঠি।[১৭৬]
১৯. উম্মাহ্র ঐক্য : পথ ও পন্থা।[১৭৭]
২০. মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা রহ.।[১৭৮]
২১. হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ.।[১৭৯]
২২. ফাতওয়া ফিকহ হাদীছ।[১৮০]

---

[১৭০] মূলবই- بخاری شریف کا آخری درس۔ রচনা- আল্লামা ফোরকান আহমদ সাতকানবী দা.বা.। মুহাদ্দিছ ও উস্তাদ- দারুল উলুম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। অনুবাদ- মুফতী ইলিয়াস হাতিয়াবী ও আবু উমার রুহুল্লাহ নোমানী। প্রকাশক- এদারাতুল হাবীব। মোবাইল- ০১৮১৯-০৬৬২০২, ০১৮১৩-৫৭২৬১৭।

[১৭১] লেখক- আল্লামা মুফতী জসীমুদ্দীন দা.বা.। মুফতী ও মুহাদ্দিছ- দারুল উলুম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। প্রকাশক- মাকতাবায়ে সুলতান মাহমুদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মোবাইল- ০১৮১৭-৭০৫৯৯২।

[১৭২] লেখক- আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী দা.বা.। বরেণ্য হাদীছ বিশারদ ও সিনিয়র মুহাদ্দিছ- আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মূল্য- ৯০/- মাত্র।

[১৭৩] ওই। মূল্য- ২০/-। উস্তাদে মুহতারাম দা.বা.’র সব কিতাব এক মলাটে ‘আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরীর রচনাসমগ্র’ নামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক- মাকতাবাতুল আতিক। মোল্লা পাড়া, আদর্শনগর,মধ্যবাড্ডা,ঢাকা-১২১২।মূল্য-৪০০/-। মোবাইল-০১৭১২-৮৫৭৫৭০, ০১৭৪৫-৯২২২৯০।

[১৭৪] আল্লামা মুমতাযুল কারীম (বাবা হুযুর), উস্তায- দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগাম।

[১৭৫] লেখক- মাওলানা ইসমাঈল খান দা.বা.। সিনিয়র উস্তাদ- মেখল হামিউস সুন্নাহ মাদ্রাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মূল্য- ৫৫/- মাত্র। মোবাইল- ০১৮১৭-৭০৫৯৯৩।

[১৭৬] মাওলানা আবু বকর, হাইলধর, পটিয়া। প্রকাশক- তাওফীকিয়্যাহ লাইব্রেরী, ডাকবাংলো রোড, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মোবাইল-০১৯৩৩০৮২৬৩৬, ০১৭৬৫০৭২৫৭০।

[১৭৭] রচনা- মুহাদ্দিছে কাবীর আল্লামা আব্দুল মালেক দা.বা.। আমীনুত তা’লীম- মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া, ঢাকা। প্রকাশক- মাকতাবাতুল আশরাফ, ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মূল্য-১৩০/-। ফোন- ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫।

[১৭৮] ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

[১৭৯] ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

২৩. শিয়ারে ইসলাম।[১৮১]
২৪. ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ।[১৮২]
২৫. দলীল সহ নামাযের মাসায়েল।[১৮৩]
২৬. নবীজীর নামায।[১৮৪]
২৭. যুগে যুগে আহলে হাদীছ বনাম হানাফী মাযহাবের যথার্থতা...[১৮৫]
২৮. তোহফায়ে আহলে হাদীছ।[১৮৬]
২৯. ইলাউস সুনান।[১৮৭]
৩০. নারী-পুরুষের নামাযের ব্যবধান।[১৮৮]
৩১. সহীহ হাদীসের আলোকে রুকু পেলেও রাকাত পাবে।[১৮৯]
৩২. মাযহাব প্রসঙ্গে জাকির নায়েক: একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা।[১৯০]

---

[১৮০] প্রকাশক- বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

[১৮১] লেখক- দারুল উলুম হাটহাজারীর উলুমুল হাদীছের ছাত্রবৃন্দ। প্রকাশক- আল মাকতাবাতুল ইত্তিহাদিয়া, মুন্সীগঞ্জ। মোবাইল- ০১৯৩৫ ২৮ ৯৮ ৩২।

[১৮২] রচনা- মাওলানা হেমায়েতুদ্দীন দা.বা.। প্রকাশক- মাকতাবাতুল আবরার, ইসলামী টাওয়ার, ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মূল্য- ৪৩০/-।

[১৮৩] মাওলানা আব্দুল মতিন দা.বা.। প্রকাশক- মাকতাবাতুল আযহার, ১২৮ আদর্শ নগর, মসজিদুল ইকরাম সংলগ্ন, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২। ফোন- ৯৮৮১৫৩২, ০১৯২৪-০৭৬৩৬৫। মূল্য- ১৫০/- মাত্র।

[১৮৪] মূলগ্রন্থ- নামাযে পয়গম্বর সা.। লেখক- শায়খ মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফয়সল। অনুবাদ- মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আব্দুল্লাহ দা.বা.। প্রকাশক- মাকতাবাতুল আশরাফ, ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন- ৭১ ৬৪ ৫২ ৭, ০১৭১২ ৮৯ ৫৭ ৮৫। মূল্য-৩৪০/- মাত্র।

[১৮৫] মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী। জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ মাদ্রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা। পরিবেশনায়- ফ্রেন্ডস বুক সেন্টার, ৩৮/২-খ, বাংলা বাজার, ঢাকা-১০০০। মূল্য-২০০/- মাত্র।

[১৮৬] মূলগ্রন্থ- আদিল্লায়ে কামেলা। লেখক- শায়খুল হিন্দ আল্লামা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ.। ব্যাখ্যা- আল্লামা মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দা.বা.। অনুবাদ- মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী। পরিবেশনায়- দারুল হাদীস, ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-২৪, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা- ১১০০। মূল্য-২৩০/-।

[১৮৭] আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ.। প্রকাশক- ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

[১৮৮] লেখক- মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী। প্রকাশক- মুফতী অহিদ ইসলামী গবেষণাগার, কৈখালী, যশোর। মূল্য- ৭০/- মাত্র। মোবাইল- ০১৮১২৫১৯৫৮৯, ০১৯১৭০৭২৯৩৫।

[১৮৯] লেখক- মাওলানা সাঈদ আহমদ। প্রকাশক- মাকতাবাতুল কাউছার, চট্টগ্রাম। মূল্য-২৫/- মাত্র। মোবাইল- ০১৮১৪ ৮১ ৪১ ০২।

৩৩. মাযহাব কি ও কেন?[১৯১]
৩৪. ফিকাহ শাস্ত্রে মতানৈক্যের স্বরূপ।[১৯২]
৩৫. মাযহাব মানবো কেন?[১৯৩]
৩৬. মাযহাব মানি কেন? [১৯৪]
৩৭. মাযহাব মানবো কেন?[১৯৫]
৩৮. মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ।[১৯৬]
৩৯. ইমাম বুখারীর দৃষ্টিতে লা-মাযহাবী।[১৯৭]
৪০. আহকামে ইসলাম।[১৯৮]
৪১. লা-মাযহাবীদের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ।[১৯৯]

---

[১৯০] মাওলানা ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারী। পরিবেশনায়- কাসেমিয়া লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। মূল্য- ২৫০/-। মোবাইল- ০১৭১৫-১০০৩১১, ০১৭১২-২৮২৯৪৭।

[১৯১] মূলগ্রন্থ- 'তাকলীদ কী শরঈ হাইছিয়াত'। লেখক- শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী উছমানী দা.বা.। অনুবাদ- বিদগ্ধ গবেষক আল্লামা আবু তাহের মেসবাহ দা.বা.। প্রকাশক- মোহাম্মাদী বুক হাউস, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল- ০১১৯০-১১০৪৫০। মূল্য- ১৪০/- মাত্র।

[১৯২] লেখক- মাওলানা সাঈদ আল মিসবাহ। এটি আল্লামা আবু তাহের মেসবাহ দা.বা. অনূদিত 'মাযহাব কি ও কেন?' এর সাথে সংযুক্ত।

[১৯৩] এটিও শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী উছমানী দা.বা. রচিত 'তাকলীদ কী শরঈ হাইছিয়াত' এর অনুবাদ। অনুবাদক- মাওলানা যাইনুল আবেদীন দা.বা.।

[১৯৪] মুফতি রফিকুল ইসলাম আল মাদানী দা.বা.। মুহাদ্দিস- ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা। পরিবেশনায়- ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মূল্য- ১২০/-।

[১৯৫] লেখক- মুফতী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ। মুফতী- ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাইতুল মুকার্‌রম, ঢাকা। প্রাপ্তিস্থান- আল কাউসার প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, ১১-বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন-৭১ ৬৫ ৪৭ ৭। মূল্য- ১০০/- মাত্র।

[১৯৬] মূলগ্রন্থ- 'আল-লা-মাযহাবিয়্যাতু কিনত্বারাতুল লা-দিনিয়্যাহ'। লেখক- শাইখুল ইসলাম আল্লামা যাহিদ কাউছারী রহ.। অনুবাদ- মাওলানা মনিরুল ইসলাম। প্রকাশক- ইদারাতুল ফুরকান, সিদ্দীকিয়া মহল্লা , মাগুরা। মূল্য- ১২০/-। মোবাইল- ০১৭৩৫০৩৩৮৮০, ০১৫৫৩৭৩৭১৯৪।

[১৯৭] মাওলানা আনওয়ার খুরশীদ দা.বা.। প্রকাশক- মাকতাবাতুল হিরা।

[১৯৮] স্মারক-২০১৪ ইং, আল-জামিআতুল ইসলামিয়া ওবাইদিয়া, নানুপুর-এর 'উচ্চতর হাদীছ গবেষণা বিভাগে'র ছাত্রবৃন্দ। মূল্য- ২৫০/-।

[১৯৯] লেখক- মুফতী ফালাহুদ্দীন। প্রকাশক- ইসহাক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৪২. রুইয়াতে হেলাল বা চাঁদ দেখার শরঈ আহকাম।[২০০]
৪৩. বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ: একটি ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন।[২০১]
৪৪. বিশ্বব্যাপী একই দিনে ঈদ পালন।[২০২]
৪৫. সাইফুল মাযাহেব (মাযহাবের গুরুত্ব)।[২০৩]
৪৬. নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন তথা নামাযে হাত উঠানোর মাসআলা।[২০৪]
৪৭. নবীজীর নমুনায় আমাদের নামায।[২০৫]

বইটিতে আহলে হাদীছের প্রতি **'ওপেন চ্যালেঞ্জ'** (প্রথম সংস্করণ) এর 'মাযহাব ও নামায সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা' রচনা- আল্লামা মোস্তফা নোমানী দা.বা.- অংশ থেকে অনেক কিছু নকল করা হয়েছে। তবে কোন হাওয়ালা দেয়া হয়নি। বিজ্ঞ লেখক যদি উদ্ধৃতি উল্লেখ করতেন, পাঠক আরো বেশী উপকৃত হতেন। কেননা তখন তারা 'একশত মাসআলা শিক্ষা-চতুর্থ খণ্ড' বা আহলে হাদীছের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ' বইটিরও সন্ধান পেতেন। এতে সংশ্লিষ্ট মাসআলাগুলো আরো বেশী প্রচার হতো।

[২০০] লেখক- আল্লামা মুফতী শফী রহ., মুফতীয়ে আযম- পাকিস্তান। অনুবাদ- আরিফুল হক এনামী। প্রকাশক- থানবী লাইব্রেরী, ১৮ জামিয়া শপিংকমপ্লেক্স, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মোবাইল- ০১৭১২ ০৫ ০০ ৮৫। মূল্য- ২০/- মাত্র।

[২০১] লেখক- মাওলানা মনিরুল ইসলাম। প্রকাশক- ইদারাতুল ফুরকান, সিদ্দীকিয়া মহল্লা, মাগুরা। মোবাইল-০১৭৩৫০৩৩৮৮০, ০১৫৫৩৭৩৭১৯৪। মূল্য- ৫০/-।

[২০২] লেখক- মুফতী শফিকুল ইসলাম হামিদী। প্রকাশক- লাজ্‌নাতুল আমানাহ প্রকাশনী, পূর্বধলা, নেত্রকোনা। মোবাইল- ০১৯২০৬৬৬৮১১। মূল্য- ৬০/- মাত্র।

[২০৩] লেখক- মাওলানা ইসমাঈল হোসেন সিরাজী। প্রকাশক- থানবী লাইব্রেরী, ১৮- জামিয়া শপিং কমপ্লেক্স, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মোবাইল- ০১৭১২০৫০০৮৫। মূল্য- ২০০/-মাত্র।

[২০৪] মূল গ্রন্থ- মাসআলাহ তরকে রফয়ে ইয়াদাইন। লেখক- আল্লামা আবু শুআইব মুহাম্মদ আব্দুল গাফ্‌ফার ফারুকী যাহবী দা.বা.। উস্তাদ- গবেষণা ও দাওয়াহ বিভাগ, মারকাযু আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, সারগুধা, পাকিস্তান। অনুবাদ- মুফতী মুহিব্বুর রহমান মুজিব। উস্তাদ ও মুফতী- দারুল ইফতা ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম।

[২০৫] মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান, দারুল ইফতা, ইসলামী গবেষণাকেন্দ্র চট্টগ্রাম, প্রকাশক- এদারাতুন নূর চট্টগ্রাম। মূল্য:২৫০/- মাত্র। মোবাইল: ০১৭১৫-৩২২৮২৩, ০১৭২১-১১৫৭৫২।

সমাপ্ত.....আল-হামদু লিল্লাহ

আপনার সমীপে

অনুবাদকের তোহফাহ্

১. আহলে হাদীছের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ
(সংকলন, সংযোজন, অনুবাদ ও সম্পাদনা)

২. নামাযে ফাতিহা পড়ার বিধান (সংযোজন)

৩. হাদীছের আলোকে ‘শরঈ নামায’
(সংযোজন। মূল- আল্লামা মোস্তফা নোমানী দা.বা.)

৪. আহলে হাদীছ মতবাদ ও ইজতিহাদে ফুকাহা রহ.
(অনুবাদ। মূল- আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানবী রহ.)

৫. **আমি কেনো কথিত আহলে হাদীছ নই?** (দুই খণ্ড, সংকলন)

৬. **সত্যানুসন্ধান** (বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ)

৭. **কুরআন ধরতে কি উযূ লাগে না?** (সংকলন)

৮. **ক্বাযা নামায কি পড়তে হয় না?** (সংকলন)

৯. মুক্তির পথ ও ভ্রান্ত মতবাদ
(অনুবাদ। মূল- আল্লামা ফোরকান আহমাদ সাতকানবী দা.বা.)

১০. তাফসীরে আশরাফুল বয়ান/বাংলা
(সম্পাদনা। মূল- আল্লামা ফোরকান আহমাদ সাতকানবী দা.বা.)

১১. ভ্রান্তি নিরসন ও আকীদা সংশোধন মাসআলায়ে ইমকানে কিয্‌ব
(আল্লামা ফুরকান আহমাদ সাতকানবী দা.বা.-র তত্ত্বাবধানে সংকলিত)

বরেণ্য আলেম ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা

মাওলানা মোস্তফা নোমানী রচিত অমূল্য গ্রন্থাবলি

১. পর্দা পালন ও প্রচলিত মহিলা মাদ্রাসা
২. হারাম থেকে বাঁচার উপায়
৩. আল্লাহকে পাওয়ার পথে মোমেনের সাধনা
৪. মুসলমানদের কতিপয় করণীয় ও বর্জনীয় আমল
৫. একশত মাসআলা শিক্ষা (প্রথম খন্ড)
৬. একশত মাসআলা শিক্ষা (দ্বিতীয় খন্ড)
৭. একশত মাসআলা শিক্ষা (তৃতীয় খন্ড)
৮. একশত মাসআলা শিক্ষা (চতুর্থ খন্ড)
৯. কারাবাসের পঞ্চাশ দিন
১০. হাদীছের আলোকে **‘শরয়ী নামায’**
১১. **নামাযে ফাতিহা পড়ার বিধান**